প্রভাত-চিন্তা

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ, কলিকাতা
১৩৫৭

আড়াই টাকা

সপ্তদশ সংস্করণ

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর

জন্ম—৭ই শ্রাবণ, সন [illegible] সাল   মৃত্যু—১২ই শ্রাবণ, সন ১৩১৭ সাল

সাহিত্য-সমালোচনী-সভার প্রতিষ্ঠাতা

এবং

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্,

সহোদর-সদৃশ-স্নেহাস্পদ

শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে

স্মরণচিহ্নস্বরূপ

এই সামান্য

উপহার

প্রদত্ত হইল

প্রকাশকের নিবেদন

আমার স্বর্গত পিতৃদেব প্রণীত "প্রভাত-চিন্তা", "নিশীথ চিন্তা", "নিভৃত চিন্তা" প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ এক সময়ে পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। গ্রন্থগুলি বহুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও এবং গুণগ্রাহী পাঠকবৃন্দের নিকট সেগুলির যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এতদিন সেগুলির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার "প্রভাত-চিন্তা" পুনরায় প্রকাশিত হইল এবং আশা করা যায় যে অন্যান্য গ্রন্থগুলিও একে একে পুনর্মুদ্রিত করা সম্ভব হইবে। তাঁহার গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজে পূর্ব্ববৎ সমাদর লাভ করিলেই বহুদিন পরে সেগুলির পুনঃ প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

১৩।১বি প্রিয়নাথ মল্লিক রোড
কালীঘাট
কলিকাতা ২৬

শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৭

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত আমার একজন 'অক্ষয়' প্রীতিভাজন অভিন্নহৃদয় আত্মীয় এই প্রবন্ধগুলিকে প্রভাত-চিন্তা নামে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তদীয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আজি বান্ধবের এই প্রভাত-চিন্তা নিতান্ত সশঙ্কচিত্তে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে উপস্থিত করিলাম। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী, যদি ইহা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাদিগের মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই আমি আপনাকে আপনি কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

প্রভাত-চিন্তার মুদ্রণাদি সম্পর্কে আমার একান্ত স্নেহপাত্র ও প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ বাবু হরকুমার বসু প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ঢাকা—বান্ধব-কার্য্যালয়
২১শে শ্রাবণ, ১২৮৪ }

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রভাত-চিন্তা, এবারকার এই নূতন সংস্করণে, প্রায় সর্ব্বাবয়বে পরিবর্ত্তিত, এবং তাৎপর্য্যার্থের বিবৃতি ও ঐতিহাসিক উদাহরণাদি, প্রয়োজনানুরোধে, বহুস্থলে বিশেষরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, নূতন আকারে, নূতন গ্রন্থবৎ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকখানি একবার বঙ্গীয় বিদ্যালয়-সমূহে পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই সময়ে, শিক্ষাবিভাগের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট 'শক্তি', 'হরগৌরী', 'ভালবাস', 'লোকারণ্য' এবং 'সাধনা ও সিদ্ধি', এই কয়টি প্রবন্ধকে ছাত্রশিক্ষার পক্ষে একটুকু কঠিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, এবার উল্লিখিত প্রবন্ধ কএকটি এই পুস্তক হইতে পরিত্যক্ত, এবং সেই স্থলে, 'জীবনের ভার' এবং 'মহত্ত্ব ও মিতব্যয়' নামক নূতন দুইটি প্রবন্ধ আমার পুস্তকান্তর হইতে নিবেশিত হইল। এই শেষোক্ত প্রবন্ধদ্বয় অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত তুলনায় কি ক অংশে ছাত্রশিক্ষার বিশেষ উপযোগী, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু দেখিয়াছি, যাঁহারা অস্মদীয় পুস্তক হইতে প্রবন্ধাদি তুলিয়া নিয়া বাঙ্গালা শিক্ষার্থীদিগের জন্য গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে, অনেকেই ঐ দুই প্রবন্ধকে স্ব স্ব গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন।

এ দেশে পূর্ব্বে ছাত্রশিক্ষাপুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারতাদি ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতেই উদাহরণ সংগৃহীত হইত। ইদানীং ইয়ুরোপীয় ইতিহাসে এ দেশীয় ছাত্রদিগের দিন দিন প্রবেশাধিকার বাড়িতেছে, এবং বস্তুতঃ যাহাতে তাহারা ইয়ুরোপীয় ইতিহাসে প্রসঙ্গতঃ প্রবেশপথ পায়, এ বিষয়ে অনেকেরই আগ্রহাতিশয় দৃষ্ট হইতেছে। এই হেতু, প্রভাত-

চিন্তায় যে যে স্থলে দৃষ্টান্ত বা উদাহরণের প্রয়োজন ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থলে ভারতীয় গ্রন্থাদির যেমন আশ্রয় লইয়াছি, ইয়ুরোপীয় ইতিহাসের প্রতিও তেমনই দৃষ্টি রাখিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালাশিক্ষার্থী ছাত্রেরা ইতিহাস ও চরিতাখ্যানে রীতিমত শিক্ষিত নহে। এই জন্য, শিক্ষাবিভাগস্থ কতিপয় সুহৃজ্জনের উপদেশক্রমে এবং ছাত্রশিক্ষার সৌকর্য্য-সাধন-মানসে এই পুস্তকে ব্যবহৃত সমস্ত ঐতিহাসিক কথাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীকা দ্বারা বিশদ এবং সুখ-বোধ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রভাত-চিন্তার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধেই, কাব্য, জীবন অথবা জীবনের সাফল্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, সঙ্গতিক্রমে, পরার্থপরা ও কর্ম্মফলা নীতির সমালোচনা আছে, এবং মানবজীবনের উৎকর্ষ-সাধন ও জীবনের কর্ত্তব্যব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, মনুষ্যের হৃদয় ও মন কিরূপ গঠিত হওয়া আবশ্যক, সে প্রসঙ্গে নানাস্থলে নানারূপে নানাকথার অবতারণা করা গিয়াছে। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি যাহাতে ভাষা শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে জীবন-গত—নিত্যপরীক্ষিত সাধারণ-নীতি ও ঐতিহাসিক নীতিশিক্ষার অনুকূল হয়, তদর্থ যত্ন ও শ্রম করিতে আমি ত্রুটি করি নাই। কিন্তু আমার যত্ন ও শ্রম কোন অংশেও সফল হইয়াছে কি না, তাহা সহৃদয় বিদ্বৎসমাজের বিচারাপেক্ষ।

ঢাকা, আরমাণিটোলা,
(বান্ধব-কুটীর)
৯ই আষাঢ়, ১২৯৯

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

প্রভাত চিন্তা

নীরব কবি

যাঁহারা, শ্রুতিসুখাবহ ছন্দোবন্ধে শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া শুধু কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন, অশিক্ষিত ইতর লোকেরা তাঁহাদিগকেই কবি বলিয়া আদর করে।

ঈদৃশ কবি এবং ঐরূপ কাব্যের পরীক্ষাস্থান কর্ণ। কবিতাও তালে তালে পঠিত বা উচ্চারিত হয় ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যেন তালে তালে বিবিধ ভঙ্গিতে নাচিতে থাকে। আরবি, উর্দ্দু, হিন্দী, পারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রভৃতি পুরাতন ও নূতন ভাষা নিচয়ে ঐরূপ কাব্যের অভাব নাই। ভট্ট, মাগধ এবং কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ গাথকদিগের অধিকাংশই এই শ্রেণীর কবি। কোন একটা নাম দিতে হইলে, ইহাদিগকে শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। কেন না, শব্দের পর শব্দ-বিন্যাসের চাতুরী বিনা সাধারণতঃ ইহাদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে, তাহাও প্রায়ই স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির সুখ-প্রীতিকর বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

সহৃদয়, রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আর একটুকু উর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য

শুনিয়াই গলিয়া পড়েন না, অথবা কতকগুলি সুললিত শব্দ পাইয়াই মোহিত হন না। যে কথাটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদন করিল, তাহা হৃদয়স্থান পর্য্যন্তও গমন করে কিনা, ইহাই তাঁহারা অগ্রে বিচার করেন। যে কথায় অন্তরের অন্তর-নিহিত কোন লুক্কায়িত রস উছলিয়া না উঠে, সৌন্দর্য্যের কোন নূতন মূর্ত্তি মানস-নেত্রের সন্নিধানে উপস্থিত না হয়, হৃদয়তন্ত্রী কোন এক নূতন তানে বাজিতে না থাকে, কিংবা আত্মা ভাব-ভরে দুলিয়া না পড়ে, তাঁহাদিগের নিকট তাহা কাব্য বলিয়াই গৃহীত হয় না। ইংলণ্ডের অধিকাংশ কবিই ছন্দোবিন্যাস-নৈপুণ্যে শেক্ষপীরের * শিক্ষাগুরু; অনেক বালিকার কবিতাও সেই কবিকুল-পূজ্য পৃথ্বী-ভূষণ কবির কবিতা-নিচয় অপেক্ষা কাণে শুনিতে অধিক মিষ্ট।

জয়দেবের † গীতগোবিন্দের যেরূপ পদ-লালিত্য, অভিজ্ঞান-

* শেক্ষপীর ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি। ইনি ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরে জন্মগ্রহণ এবং ১৬১১ খ্রীঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি ম্যাকবেথ এবং হেম্‌লেট্‌ প্রভৃতি বহুসংখ্যক আশ্চর্য্য নাটক রচনা করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

† কেন্দুবিল্বনিবাসী জয়দেব গোস্বামী। ইঁহার প্রণীত গীতগোবিন্দ একখানা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গীতিকাব্য। গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দের প্রেমলীলা গীতকবিতায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ঐ কাব্যের নাম গীতগোবিন্দ। জয়দেব গোস্বামী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন।

শকুন্তল * কিংবা উত্তরচরিতের † আদি, অন্ত, মধ্য, কোথাও তদনুরূপ কিছু লক্ষিত হয় না ;—নৈষধের ‡ প্রগল্‌ভ পদ-বিন্যাসের নিকট রত্নাবলীর § সরল, তরল মধুর রচনা কিছুই নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। সুরুচি-সম্পন্ন বিচক্ষণ লোকেরা তথাপি শেক্ষপীর, কালিদাস ও ভবভূতিকেই প্রাণের সহিত পূজা করেন, এবং নৈষধের নাচনি ছন্দের কবিতাপুঞ্জ এক দিকে সরাইয়া রাখিয়া, রত্নাবলীর কবি সৌন্দর্য্যের যে সকল কমনীয় আলেখ্য আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাই পিপাসুপ্রাণে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। কারণ, শব্দগ্রন্থনের ভঙ্গি-বৈচিত্র্য ভাষা লইয়া লীলা খেলার বৈচিত্র্যপ্রদর্শন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবই কাব্যের প্রাণ। যেমন আভরণের তুলনায় রূপ, তেমন শব্দগত মাধুর্য্যের তুলনায় সৌন্দর্য্যময় ভাব। সুতরাং কাব্যের পরীক্ষায় শব্দে ও ভাবে বড় বেশী তারতম্য।

* ইহা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়, পরিণয়, বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলন-বিষয়ক কালিদাস-প্রণীত ভুবন-বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক।

† সীতার বনবাস-বিষয়ক অতি মনোহর করুণরসাত্মক সংস্কৃত নাটক। ইহার প্রণেতা ভবভূতি অসামান্য কবি।

‡ নিষধরাজ্যের অধিপতি নল রাজা এবং বিদর্ভরাজ-দুহিতা দময়ন্তীর প্রণয়, পরিণয়, বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলন-বিষয়ক শ্রীহর্ষ-প্রণীত সংস্কৃত মহাকাব্য।

§ সিংহল রাজ্যের রাজকন্যা রত্নাবলী এবং বৎসরাজের প্রণয় ও পরিণয়-বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক।

যাঁহারা চিন্তাক্ষম ও মনস্বী বলিয়া জগতে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিবেচনায় কবিতার আরও একটি গ্রাম আছে। তাহা অতীব উচ্চ—অসামান্য শক্তিলভ্য। যাহা লিখিত হইল, তাহাই কাব্য এবং যিনি লিখিলেন তিনিই কবি, এমন কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে লিখিত চিত্রে কাব্যের আভা মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। মনুষ্যের অপূর্ণ এবং অপবিত্র ভাষা উহাকে ধারণ কিংবা বহন করিতে সাধারণতঃ সমর্থ হয় না। যাঁহার হৃদয় যতক্ষণের জন্য তাদৃশ কাব্যের বিলাসক্ষেত্র হয়, তিনি ততক্ষণের জন্য হিমাচলের অবিচলিত স্থৈর্য্যের ন্যায়, আকাশের অনন্ত বিস্তারের ন্যায়, অক্ষুব্ধ সমুদ্রের অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যের ন্যায় এবং যোগ-রত তাপসের ধ্যানের ন্যায় নিস্তব্ধ ও নীরব রহেন। তিনি শুধু হৃদয়েই সেই স্বর্গীয় সুধাসিন্ধুর কণিকা মাত্র পান করিয়া কৃতার্থ হ'ন; লৌকিক বাক্য এবং লোক-ব্যবহৃত বর্ণমালায় কিছুই ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। লোকে স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দৌড়িতে চাহে, কিন্তু কোন মতেই দৌড়িতেপারে না; কথা কহিবারজন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু কোন কথাই অধরে ফুটিল বলিয়া অনুভব করে না, তিনিও তথাবিধ দশা প্রাপ্ত হইয়া তখন স্তম্ভিতভাবেই অবস্থিত থাকেন। প্রকাশের জন্য যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই তখন তাঁহার বিফল হয়, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্তও তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কোন তত্ত্বের অন্তস্তলে প্রবেশ করা যাহাদিগের বুদ্ধির

অসাধ্য, প্রাগুক্ত-সত্যটিকে নিতান্ত লঘু কথা বলিয়া উপহাস করা, তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। তাহারা এইরূপ মনে করিতে পারে যে, কিছু না বলিয়া এবং কিছু না লিখিয়াই যদি কবির অলৌকিক সম্পদ্ সম্ভোগ করা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি? ইচ্ছা হইবে, আর অমনি ধ্যানস্থ হইয়া কবির দেবাসনে উপবেশন করিব,—বীণাপাণি মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবেন—প্রকৃতি তদীয় প্রিয়তম নিকেতনের লুক্কায়িত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন, এবং সংসার কাব্যকুঞ্জের কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ইহার মত আর সুলভ সুখ কি? কিন্তু কবিত্বের এরূপ আবেশ অথবা অনুপ্রাণতা প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের ইচ্ছাধীন কি না, এবং ইচ্ছা সকলেরই অদৃষ্টে সকল সময়ে ঘটে কি না, কিংবা ঘটিতে পারে কি না, গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। ইচ্ছা করিয়া, কতকগুলি সুললিত শব্দসংযোগে, কিছু একটা লিখিয়া তোলা আপনার সাধ্য; ইচ্ছা করিয়া, কোন বিষয়ে এইরূপ শ্রুতিহারি কিছু একটা বলিয়া, লোকের চিত্তবিনোদ করাও আপনার সাধ্য। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় বিশ্বময়-সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইতে পারিয়াছে? আর, ইচ্ছা করিয়া কবে কে আপনার হৃদয়কে আপনি দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইচ্ছা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, মনকেও অনেক দূর উত্তেজিত করিতে পারে; কিন্তু প্রতিভা ও প্রকৃতির মূল-প্রস্রবণ ইচ্ছার অগম্য স্থান।

চন্দ্রমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তরঙ্গিণী মৃদুতরঙ্গনাদে নিজ দুঃখের গীত গাইতেছে, বৃক্ষপত্র মৃদুসঞ্চালনে অটবীর প্রণয়াহ্বান প্রকাশ করিতেছে, এ সকল অভ্যস্ত কথা অনেকেই অভ্যাসবলে লিখিতে পারে। কিন্তু চন্দ্রমা যখন হাসিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গে এ সংসারে কয়টি হৃদয়, প্রকৃতির সেই বিচিত্র শোভার সুখ-শীতল স্পর্শে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে মৃদু হাস্যে উৎফুল্ল হয়? কে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর তটে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার অনতিস্ফুট দুঃখের গীতের সহিত নিজ দুঃখের গীত মিশ্রিত করিতে ক্ষমতা রাখে; তরুলতার আহ্বানে ইতর-জন-ভোগ্য পাশব ভোগসুখের আহ্বানকে কয় জনে অবহেলা করিতে পারে?

হর্ষ, দুঃখ, ক্রোধ ও প্রীতি প্রভৃতি ভাবনিচয়ের ভাষা চিরকালই গাঢ়তার মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যে হর্ষ, যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল, সহজেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যেমন তরল ভাব, তেমন তরল ভাষা। মনুষ্যের মন অল্প হর্ষে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অল্প আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হর্ষ অথবা আনন্দজনিত হাস্যোল্লাস কিছুতেই তখন নিবৃত্ত হয় না। অল্প দুঃখ অশ্রুজলেই বিগলিত হইয়া যায়। অল্প মাত্রার ক্রোধ ভ্রূকুঞ্চনে ও তর্জ্জন-গর্জ্জনেই ব্যয়িত হয়। অতি অল্প প্রীতি অল্পজলা স্রোতস্বতীর ন্যায়, সর্ব্বদা খল খল করে। কিন্তু যে হর্ষ শরীরের রোমে রোমে অমৃতরসের ন্যায় সঞ্চরণ করে, যে দুঃখ গরলখণ্ডের ন্যায়

হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লগ্ন হইয়া থাকে, যে ক্রোধ চিত্তকে তুষানলবৎ অহর্নিশ দাহন করে, যে প্রীতি একবার নিশার স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়, আবার আত্মাকে সাধারণ আনন্দ ও নিরানন্দের অধিকার হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, তাহা প্রায় কখনও দৃশ্য কি শ্রাব্য ভাষায় সুচারুরূপে পরিস্ফুট হয় না।

কবিতার ভাষাও এই নিয়মের অধীন! লঘু কবির যত কিছু সম্পদ্, তাহা শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। তদপেক্ষা উচ্চতর কবির শব্দসম্পত্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, রস-গাম্ভীর্য্যই অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অমৃত-স্রোত অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জ্বলদক্ষরলেখা পাঠ করিতে থাকে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিচরণ করে; যখন আত্মা তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আত্মহারার মত হইয়া পড়ে, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া ক্ষণকালের তরে, তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়েই বিলয় পায়; তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়;—কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব। ভাবলহরী নীরবে উত্থিত হয়, নীরবে লীলা করে, এবং নীরবেই বিলীন হইয়া যায়। মুগ্ধা বালা যেমন দর্পণে আপনার সুন্দরচ্ছায়া আপনি দেখিয়া চকিতনয়নে চাহিয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনার সুখে

আপনি হাসে, বনান্তবায়ু যেমন আপনার দুঃখে আপনি ক্রন্দন করে, কবিও তখন সেইরূপ আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হন। কাহার নিকট কি কহিবেন, কে কি শুনিয়া কি কহিবে, কে প্রশংসা করিবে, কে নিন্দা করিবে, কে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইবে, কে অস্পৃষ্ট থাকিবে, ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহার তদানীন্তন সুখ-সৌন্দর্য্যময় হৃদয়-জগতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। মান, অপমান, সম্পদ্, বিপদ্, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জীবন ও মৃত্যু, সমস্তই তখন তাঁহার নিকট, উচ্চতম শৈল-শিখর-সমাসীন যোগীর নিকট মানবসমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কোলাহলের ন্যায়, অতি নিম্নস্থ ও দূরস্থ হইয়া পড়ে। সংসার আছে কি নাই, ইহাও তখন তাঁহার বোধগম্য থাকে না। তাঁহার নিজের অস্তিত্বও তখন মুহূর্ত্তের জন্য এই বিশ্বব্যাপি-সৌন্দর্য্য-সাগরে বিলুপ্ত হয়।

যাঁহারা বিধাতার প্রসাদে অথবা প্রকৃতির কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নিয়মে, এইরূপ কবিপ্রাণ লাভ করিয়াছেন, এবং লোকাতীত কবিত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে সময়ে সময়ে এইরূপ অভিভূত হন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি আর না চিনি তাঁহারাই সাধক, তাঁহারাই সিদ্ধ এবং তাঁহারাই মানবজাতির দিব্য চক্ষু। তাঁহারা উদাসীন হইলেও আসক্তের ন্যায় কর্ম্মরত ও স্নেহপ্রবণ। তাঁহারা বাহিরে অতি কঠিনপ্রকৃতির লোক হইলেও অন্তরে অবলার ন্যায় কোমল। তাঁহাদিগের

আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই জগতের সুখ-প্রবর্ত্তিনী, জগতের হিত-সাধিনী ; তাঁহাদিগের আশা বসন্তসমাগমের প্রিয়সংবাদ-দায়িনী কোকিলার ন্যায় পীযূষবর্ষিণী। ধর্ম্ম তাঁহাদিগের কাছে কঠোর ব্রত নহে। ধর্ম্ম ও জীবন, সুখ ও সাধনা এই সমস্তই তাঁহাদিগের কাছে এক এবং অভিন্ন পদার্থ। সমীরণ তাঁহাদিগের স্বর্গোপম পবিত্র স্পর্শে শীতল ও সুরভি হয় বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, নচেৎ এই স্বার্থচিন্তাময় সংসার-মরুতে সকলেই প্রাণে মরিতাম। পৃথিবী তাঁহাদিগের পদরেণু প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনুষ্যের নিবাসযোগ্য হইয়াছে ; নচেৎ ইহা নিরয়-নিবাস হইতেও ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিত। তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই, মনুষ্যের ভাষা অদ্যাপি শোক-দুঃখের সুদারুণ পরীক্ষাসময়ে মনুষ্যের দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিতেছে, নৈরাশ্যে আশ্বাস দিতেছে ; দয়া, উৎসাহ, শান্তি ও প্রীতি প্রভৃতি অতিমানুষিক ভাবের ভার বহন করিতেছে ; নচেৎ ইহা পিশাচকণ্ঠ হইতেও অধিকতর শ্রুতিকঠোর হইত। ভক্তি এইরূপ কবিদিগের হৃদয়কাননে নিত্যবিকসিত কুসুম ; আরাধনা সেই ভক্তিবিলসিত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস।

অভিমান

মানবপ্রকৃতির কতকগুলি ভাব কুসুমসদৃশ,—কোমল ও কমনীয়; স্মরণ করিলে হৃদয় আকৃষ্ট কিংবা দ্রবীভূত হয়। কতকগুলি ভাব আবার একান্ত তীব্র ও কঠোর; তৎসমুদয়ের পরিচিন্তনে মনে ভয় কিংবা ভক্তির সঞ্চার হয়, প্রীতি অথবা কারুণ্যরসের লেশও অনুভূত হয় না। যদি কোন সুন্দর, সুস্থকায়, নিরপরাধ বলিষ্ঠ যুবা, ব্যাধ-কুরঙ্গের ন্যায়, শত্রু-ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া, কাহারও পদতলে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লুটাইয়া পড়ে, অসঙ্গত অপমান কিংবা অন্যায় অত্যাচারের সুনীতি-সম্মত প্রতিবিধানের জন্য স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ না করিয়া পরের দিকেই চাহিয়া থাকে, এবং আপনার কর্ত্তব্যের ভার পরের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া, অবলার মত অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে আরম্ভ করে, তাহার তদানীন্তন অবস্থাদর্শনে ভক্তি কিংবা শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া যার-পর-নাই অস্বাভাবিক। কিন্তু তাহার তৎকালীন পরিম্লান মুখচ্ছবি, তাহার সেই কাতর চক্ষু, কাতর ভাবভঙ্গি এবং ততোধিক কাতর গদগদকণ্ঠ অবশ্যই হৃদয়কে করুণায় পরিপ্লুত করিতে পারে। আশ্রিত জনের প্রতি অনুরাগ মহাত্মাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি, বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত অথবা আঘাতের পর আঘাতে উৎপীড়িত হইয়াও একটুকু না হেলে,

—অভাবনীয় দুঃখরাশির মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন রহিয়াও, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা না করে, এবং পরকীয় সহায়তার শত প্রয়োজন সত্ত্বেও, কাহার প্রীতি কিংবা সহানুভূতির প্রত্যাশী না হইয়া, আপনার আত্মার ধর্ম্মবলের উপরেই আপনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ও নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান হয়, তাহার সেই দৃঢ়-কঠোর দৃপ্তভাব দর্শনে কেহই প্রণয়রসে বিগলিত না হইতে পারে! কারণ, যে প্রণয়ের ভিখারী নহে কে তাহাকে আপনা হইতে আদর করিয়া, প্রণয় উপহার দিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু তাদৃশ ভ্রূভঙ্গশূন্য, স্বাবলম্ব পুরুষের গাম্ভীর্য্য ও গৌরবের বিষয় চিন্তা করিলে, মনে স্বভাবতঃই যে, ভয় কিংবা ভক্তির উদ্রেক হইবে, ইহা অবধারিত কথা।

আমরা অভিমানকেও মনুষ্যপ্রকৃতির ঐরূপই একটি কঠোর ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। অভিমানের সহিত কোমলতার কোন সম্বন্ধ নাই। অভিমান দয়ার ন্যায় পরের দুঃখে গলিয়া পড়ে না, প্রীতির ন্যায় পরের চক্ষে চক্ষু দিয়া তাকাইয়া থাকে না, এবং মমতার ন্যায় পরকে আপন করিতেও যত্ন করে না। অভিমানীর প্রতি লোকের যে আপাততঃ বিদ্বেষ জন্মে, তাহারও নিগূঢ় হেতু এই। সে চায় না, সুতরাং কেহই তাহাকে দেয় না। সে একটু স্বতন্ত্র, সুতরাং সকলেরই বিরাগভাজন। কিন্তু তাহা বলিয়া, যথার্থ অভিমানের ভাবকে কখনই ঘৃণার বিষয় বলিতে সাহসী হইব না।

অভিমান দুই প্রকার,—আত্মরক্ষক ও পরপীড়ক। যে

অভিমান, বিষ-মক্ষিকার মত ন্যায্য প্রয়োজন বিনা পরের মর্ম্মস্থলে দংশন করে, ন্যায্য কারণ বিনা পর-পীড়নে প্রবৃত্ত হয়, পরের স্বাধীনতা ও সম্মান-প্রিয়তার উপর কোন না কোন রূপে একটুকু আঘাত করিতে পাইলেই, অন্তরে অতি নিকৃষ্ট লুক্কায়িত আনন্দ অনুভব করিতে থাকে, এবং পৃথিবীতে অন্য কাহারও যশ, মান, সুপ্রতিষ্ঠা ও সমুচ্ছ্রিত ভাব সহিয়া লইতে প্রস্তুত নহে, উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, সন্দেহ নাই, উল্লিখিত প্রকার অভিমান জগতের উপদ্রব বিশেষ, এবং মানবজাতির কলঙ্ক ও উৎপাতস্বরূপ। উহা অভিমান নহে, বস্তুতঃ অভিমানের অতি কদর্য্য বিকার। কবি-কল্পিত অসুর অথবা অপদেবতার ললাটেই উহা শোভা পায়। মনুষ্য যখন ঐরূপ নীচ অভিমানে অন্ধীভূত হইয়া, আপনাকে এক অলৌকিক বস্তুজ্ঞানে পূজা করে, এবং ন্যায়ের শাসন, স্নেহের শাসন, এবং সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাবের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া সংসারে আপনার শাসনই প্রবল করিতে ইচ্ছুক হয় তখন তাহার মনুষ্যত্ব কত দূর অক্ষুণ্ণ থাকে, ঠিক বলিতে পারি না। ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের * প্রথম সময়ের প্রধান নায়ক

* ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে ফ্রান্সের সমস্ত প্রজা রাজকীয় শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া যে বিষম বিপ্লব ঘটায়, তাহাই ইতিহাসে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই বিপ্লবে উক্ত দেশের তদানীন্তন রাজা ষোড়শ লুই সিংহাসনচ্যুত ও সপরিবারে নিহত হন, প্রজাপীড়ক ভূস্বামীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়, এবং বড় ছোট কত লোকের প্রাণ বিনাশ হয়, তাহার গণনা নাই।

মেরাবোর * প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যিনি মেরাবোর ইতিহাস-কীর্ত্তিত বিচিত্র জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, মনুষ্যের পদ-ধূলি হইয়া থাকিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, তথাপি মেরাবোর অত্যুচ্চ-প্রাকৃত শক্তি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেরাবোর অপ্রাকৃত অভিমান লইয়া সকলকে দগ্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে না। যদি কাহারও গৃহে, গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ, ইত্যাকার দুরভিমানের কণামাত্র লইয়াও কেহ প্রবৃষ্ট হন, সুখ ও শান্তি সেই গৃহ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। এইরূপ অভিমান হৃদয়কে গ্রাস করিলে, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আকৃতির সৌন্দর্য্যও একেবারে বিনষ্ট হয়, চক্ষু সততই এক বিকৃত ও বিষাক্ত তেজ উদ্গিরণ করে, এবং অধরনিঃসৃত প্রত্যেক কথায়ই লোকের অঙ্গ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু যে অভিমান, অন্য কাহাকেও পীড়া না দিয়া, সুন্দর একখানি স্বাভাবিক ধর্ম্মের ন্যায়

* ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী বিগনন্ নগরে মেরাবো জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতাবান্—অথচ অসাধারণ দুর্ব্বৃত্ত, দুর্ব্বিনীত ও দুর্নীত ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্প জন্মিয়াছে। ইনি প্রথম বয়সে পিতৃদ্রোহী, তারপর গুরুদ্রোহী, এবং পরিশেষে সমাজদ্রোহী ও রাজদ্রোহী বলিয়া জগতে পরিচিত হন। ষোড়শ লুইর রাজমহিষী মেরী এণ্টোনেট্ ইঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, অপমান ও লাঞ্ছনার একশেষ ভুগিয়াছেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, রাজা মেরাবোকে বশে রাখিতে পারিলে, রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইতেন।

মনুষ্যের হৃদয় ও মনকে পরের আক্রমণ হইতে আবরিয়া রাখে,—যাহা কটাক্ষ, কটু ভাষা কিংবা ভ্রূকুঞ্চনে প্রদর্শিত না হইয়া, স্বসম্মান-রক্ষাপর শান্তমহত্ত্বের মধুর মূর্ত্তি ধারণ করে ;—যাহা সবোবরের স্বচ্ছ সলিল প্রতিভাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় লোক-চক্ষুর অসহ্য হয় না, অথচ এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিলসিত রহিয়া মনুষ্যত্বের প্রতি মনুষ্যের ভক্তি জন্মায় ; তাদৃশ সদভিমানের অনাদর করা দূরে থাকুক, আমরা উহাকে মানব প্রকৃতির এক অমূল্য আভরণ বলিয়া সম্মান করি।

অভিমান আর যশোলালসা সমান নহে। যশোলিপ্সু পরান্নভোজি, পরপ্রত্যাশী। অভিমান আপনার বুদ্ধিতে আপনি পরিতৃপ্ত। যশোলিপ্সু হৃদয়ের কণ্ডুয়নে সকল সময়েই আকুল রহে,—কে তাহাকে কি বলিবে, এই ভাবনাতেই তাহার নিদ্রা দূর হয়। অভিমানী স্বস্থ, সুস্থির ও গভীর। লোকের নয়ন-দর্পণে সন্তোষ কি অসন্তোষের ভাব ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ প্রতিফলিত হয়, যশোলিপ্সুর মুখচ্ছবিও হর্ষ হইতে বিষাদের দিকে এবং বিষাদ হইতে হর্ষের দিকে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। অভিমানী চিত্রার্পিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ ও নিশ্চল। পৃথিবীর অমূলক স্তুতি নিন্দা তাহার নিকট কাকের কোলাহল হইতে অধিক বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যশোলিপ্সা প্রকৃতিতে যে অপূর্ব্ব একটুকু স্নিগ্ধতা ও নমনীয়তা আনিয়া দেয়, অভিমান কঠোর কর্ত্তব্য বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া, সেটুকু বিনাশ করিয়া ফেলে।

যথার্থ অভিমান এক অচিন্তনীয় সামর্থ্য। উহা সাহস, বীরতা এবং সহিষ্ণুতার অভাব পূরণ করিয়া দেয়—যাহা কিছু লজ্জাকর ও গ্লানিজনক, যাহা কিছু নীচ ও ক্ষুদ্রজনোচিত অন্তঃকরণকে তাহার উপরে তুলিয়া রাখে; প্রলোভনের সময় প্রহরীর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়; এবং আপদের কালে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করে। এই দুঃখপূর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে যথার্থ অভিমান অনেক সময়ে ভেলার ন্যায় অবলম্বনস্বরূপ। কেহ লাভের আশায় বাণিজ্য করিয়া সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইলে, সকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য তাহার শতবার মতি হইতে পারে। অভিমান তখন তাহাকে রক্ষা করে। সহস্র-গ্রন্থি-বিশিষ্ট জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিতেও সম্মত হয়, তথাপি ছলনা করিয়া কাহারও কপর্দ্দক রাখিতে চায় না। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অবস্থার পূজা করে। অবস্থা বিগুণ হইলে, অনেক স্থলেই সমস্ত সংসার বিগুণ হয়। মাতা সস্নেহকণ্ঠে সম্ভাষণ করে না; পত্নী মুখ তুলিয়াও চাহে না, ভুলিয়াও মনে করে না; পুত্র পিতৃঋণ ও পিতৃভক্তির সকল কথাই বিস্মৃত হয়; বন্ধুজনেরা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জিত হন; সুতরাং, দেখিলেই দূরে প্রস্থান করেন। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ কেহ অহর্নিশ ঈদৃশ অরুন্তুদ দুঃখে দগ্ধ হইলে, অভিমান আর কিছু করুক, অন্ততঃ সেই দুঃখকে সহিয়া থাকিবার জন্য পুরুষোচিত ক্ষমতা দেয়। অভিমান না থাকিলে, হেলেনার কারাস্থিত সারমেয়-স্বভাব ক্রূর রক্ষকদিগের

তীক্ষ্ণ দংশনেই বোনাপার্টির * তনুত্যাগ হইত, এবং অভিমান না থাকিলে, রাজ্যভ্রষ্ট প্রথম চার্লস † অরাতিনিযুক্ত দুরক্ষর-ভাষী দুর্নীত প্রহরীদিগের অত্যাচার সহিয়া, ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন না।

সৌভাগ্যের সময় অভিমানকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়, বরং তাদৃশ উপেক্ষার ভাবই তখন যথার্থ অভিমান-শালিতার পরিচয় দান করে। যখন চক্ষুর একটি দৃষ্টি কিংবা সেই বাক্য নিয়ত-মুখ-প্রেক্ষিগণ-কর্ত্তৃক শশব্যস্তভাবে গৃহীত ও।

---

* নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে কর্সিকা দ্বীপস্থ একজন হৃতসর্ব্বস্ব সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানের গৃহে জন্মধারণ করেন, এবং কালক্রমে আপনার অলৌকিক প্রতিভাবলে, অক্লান্তপরিশ্রমে ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সমরনৈপুণ্যে, ফ্রান্সের সম্রাট্‌ এবং সমগ্র ইয়ুরোপের প্রভু হন। ইনি যখন প্রুশিয়া ও ইংলণ্ডের সমবেত সৈন্যদ্বারা ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আটলাণ্টিক সাগর গর্ভস্থ হেলেনা দ্বীপে অবরুদ্ধ রহেন, তখন নিম্নস্তরস্থিত কারা-রক্ষকেরা অনেক সময়ে ইঁহাকে অকারণ উৎপীড়ন করিত। ঐ কারা-রক্ষকদিগকেই সারমেয় বলা হইয়াছে।

† প্রথম চার্লস ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া, ১৬৫৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; এবং পরিশেষে পার্লিয়ামেণ্ট সভার সহিত বিরোধহেতু ক্রমওয়েলের কূটমন্ত্রণায় পরাজিত, সিংহাসনচ্যুত এবং রাজবিদ্রোহীর ন্যায় বধ-কাষ্ঠে নিহত হন। ইঁহার শাসনপ্রণালীতে বহুদোষ প্রদর্শিত হইয়া থাকিলেও ইহার মহত্ত্ব ও উদারতার উপর কেহ কোনরূপ কলঙ্ক আরোপণ করিতে পারে নাই। ইনি চরিত্রাংশে নিতান্ত নির্ম্মল এবং যার-পর-নাই আশ্রিত-বৎসল ছিলেন।

অনুবাদিত হয়, এবং সকলে সমবেত হইয়া উহার অর্থগ্রহ করিতে উপবেশন করে ;—যখন পরিচয়-মাত্র থাকিলেই লোকে পরম আত্মীয় বলিয়া সন্নিহিত হয়, হাসিলে শতমুখে হাসি ফুটে, এবং একটি দীর্ঘনিশ্বাস অকারণে ত্যাগ করিলেও নিকটস্থ সকলের মুখ বিষাদে মলিন হইয়া যায় ;—যখন বায়ুর প্রত্যেক তরঙ্গ প্রশংসার ধ্বনিই আনয়ন করে, এবং সমস্ত সংসার জ্যোৎস্নাধৌত নিশার ন্যায় আনন্দে ঢল ঢল প্রতীয়মান হয়, মনুষ্য তখন ফল-ভার-নত পাদপের ন্যায় নিতান্ত নুইয়া পড়িলেও তাহার চরিত্রে নীচতা কিংবা কলঙ্কের স্পর্শ হইবে না। বিনয়াচ্ছন্ন গর্ব্ব সম্পদের দিনই সুন্দর দেখায়। কিন্তু, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে একবারে ভূতলে আনীত হইলে, মনুষ্য কখনই সদভিমান পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তখন, তাহাকে সকল বিষয়েই পদে পদে গণনা করিতে হয়, এবং কথাটি কহিতে হইলেও তাহার পাঁচবার চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সে নিতান্ত সরলান্তঃকরণেও কাহারও গুণবাদ করিলে, লোকে তাহা চাটুবাদ বলিয়া উপহাস করে, এবং সে তাহার হৃদয়ের প্রীতির উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রকৃতই কাহারও প্রণয়-পিপাসু হইলে, লোকে তাহাকে অম্লানবদনে সুচতুর বণিক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক হয়। যেমন সুখ-শান্তির স্বাভাবিক সম্ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, অতিমাত্র বিনীত ও নম্র হওয়াও সেইরূপ সকলের পক্ষে, সকল সময়ে, সম্ভবপর হয় না। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি

মনুষ্যের পাদ-সেবন করুন, তাহাতেও অপবাদ কিংবা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু, ভাগ্য যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহার বিনয় ও প্রণয়, তাহার মধুভাষিতা ও গুণানুরাগিতা, সমস্তই সাধারণ মনুষ্যের নিকট স্বার্থসিদ্ধির সৎকৌশল বলিয়া বিড়ম্বিত। এমন স্থলে, অভিমানে আত্মনির্ভর ভিন্ন ভূমণ্ডলে তাহার আর অবলম্বন কি? সে তাহার শেষ অবলম্ব অভিমানকেও যদি তখন বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রমে ক্রমে, কত নীচে নামিতে হয়, সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

এক সম্ভ্রান্তচরিত্র মহাশয় পুরুষ, অবস্থার পরিবর্ত্তনিবন্ধন, বিরাট-গৃহে যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, একদা কোন ধনীর গৃহে অপরিচিতভাবে আশ্রয় লইয়া, দিনপাত করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিপালক এক দিন তাঁহার কোন কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দেন এবং তাঁহার বহুপ্রকার উপকার করেন। কেহ অপকার করিলে, তাহা অক্ষুব্ধচিত্তে সহিয়া লওয়া যায় ; কিন্তু কেহ উপকার করিলে, সেই উপকারের ভার বহন করা, উন্নতপ্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। উল্লিখিত ছদ্মবেশী মহাত্মা, আশাতীতরূপে উপকৃত হইয়া, হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতার আবেগ নিবারণ করিতে পারিল না। তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতাকে সম্বোধন করিয়া, বাষ্পগদ্গদবচনে বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, প্রাণ থাকিতে তাহা

ভুলিতে পারিব না। আমার পূর্ব্বের অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিলে আমি আপনার পাদযুগল মস্তকে ধারণ করিতাম। আজি দুঃখ এই, ঈদৃশ উপকারী বান্ধবকে যে নির্ম্মুক্তচিত্তে সমুচিত কৃতজ্ঞতা উপহার দিব, এমন ভাগ্যও এইক্ষণ আমার নাই।” যদি অভিমান কোন পদার্থ হয়, ইহারই নাম অভিমান। অভিমানী প্রাণকে অব্যবহার্য্য জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় অবহেলায় পরিত্যাগ করিতে পারে, কষ্ট ও ক্লেশ যাহা কিছু সম্ভবে, তাহা অনবসাদে বহন করিতে সমর্থ হয়, জ্বলন্ত বহ্নিমুখে প্রবিষ্ট হইতেও ভীত হয় না, কিন্তু সে তাহার আত্মায় চৈতন্য থাকিতে কোন মতেই মানত্যাগ করিতে পারিয়া উঠে না।

মনুষ্যের মন যথার্থ অভিমানে অলঙ্কৃত হইলে, উহার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করে। তখন পরশ্রীতে তাহার কাতরতা হয় না। হৃদয় পরের সৌভাগ্যে খিন্ন হইলে, অভিমানী আপনার নিকট আপনি অপরাধী হয়, এবং ঐ ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। যে আপনাকে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য এবং সর্ব্বতোভাবে সারশূন্য বিবেচনা না করে, সে অন্যদীয় সম্পদে কদাপি বিষণ্ণ হইতে পারে না। অভিমানী, কাপুরুষের মত, কাহাকেও অগোচরে আক্রমণ করে না, অন্ধকারে আঘাত করিতে জানে না, এবং একবারের পরিবর্ত্তে শতবার মরিতে হইলেও, অযোগ্যস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হয় না। কবির কল্পনা বল,

আর ইতিহাস বল, মহাবাহু ভীষ্ম, শিখণ্ডীর দুর্ব্বল-কর-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে রোমে রোমে বিদ্ধ হইয়াও, তাহাকে ফিরিয়া আঘাত করিতে পারেন নাই। যে জাতীয় লোকেরা নীচ-প্রকৃতি ও স্বার্থপর, তাহাদিগের মধ্যে সম্মুখসংগ্রাম অপেক্ষা উপাংশুহত্যা অধিক প্রচলিত, বীরাচার অপেক্ষা ছদ্ম ব্যবহার ও ছলনারই অধিক আদর, এবং প্রকৃত বীরপুরুষ অপেক্ষা কপট-কুশল কার্য্যসাধকেরই অধিক সম্মান। তাহারা সাধনের প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করে না, সিদ্ধিই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব। পক্ষান্তরে, যে জাতীয়দিগের অন্তরে অভিমানের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে, তাঁহাদিগের রীতি নীতি সর্ব্বাংশে ইহার বিপরীত। তাঁহারা যাহা কিছু করেন, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড তাহার সাক্ষী থাকেন। সিদ্ধি হউক কিংবা না হউক, তদর্থ তাঁহারা ব্যস্ত হন না; সাধন-পদ্ধতিতে কোনরূপে কলঙ্কস্পর্শ না হয়, ইহাই তাঁহা-দিগের মুখ্য চিন্তা। ভারবি * বলিয়াছেন,—

"অভিমানই যাঁহাদিগের ধন, যাঁহারা ক্ষয়শীল প্রাণে উপেক্ষা দিয়া অক্ষয় মান সঞ্চয় করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা সৌদামিনীর বিলাস-লীলার ন্যায় চির চঞ্চলা কমলার উপাসনা করেন না। যদি তিনি তথাপি কৃপা করেন, সে কৃপা আনুষঙ্গিক ফল।" †

* কিরাতার্জ্জুনীয় নামক প্রসিদ্ধ মহাকাব্য রচয়িতা।

† "অভিমানধনস্য গত্বরৈ-
রসুভিঃ স্থাসু যশশ্চিচীষতঃ।

অভিমানী অন্যদীয় চরিত্রে অভিমানের উজ্জ্বলতর দীপ্তি দর্শনে ক্লিষ্ট হয়, এ কথা অলীক। যে ব্যক্তি অভিমানের সারভূত ভাবকে মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া পূজা করে, সে অন্যের প্রকৃতিকে সেই পূজার্হ ভাবের উৎকৃষ্টতর শোভা ও বিকাশ দেখিয়া হৃদয়ে কখন অপ্রফুল্ল হইতে পারে না। পুরাতন কালে আর্য্যবীরেরা মানবহৃদয়ের এই রহস্যটি ভালরূপে বুঝিতেন, এবং এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল স্থানের মহাত্মারাই তাঁহাদিগের মতানুসরণ করিয়াছেন। যখন অতীত-স্মৃতির দংশনোন্মত্ত ভীম অভিমানী দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করেন, রাজসূয়পূজিত রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির তখন অনর্গল অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যখন মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ রাক্ষস, * চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলে সর্ব্বথা অভিভূত হইয়া, পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হন, তখন অভিমানী

অচিরাংশুবিলাসচঞ্চলা
ননু লক্ষ্মীঃ ফলমানুষঙ্গিকম্ ॥”

* রাক্ষসনামা জনৈক নীতিনিপুণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্র নগরে নন্দবংশীয় মহানন্দ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ঐ মহানন্দ কর্তৃক চাণক্যের অপমান হওয়ায়, চাণক্য নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন দেন, এবং যদিও রাক্ষস বহুপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তথাপি বুদ্ধিবলে তাঁহাকে পরাভব করিয়া, অবশেষে অত্যন্ত সম্মানসহকারে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন।

চাণক্য ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার পাদ-বন্দনা করেন। যখন পরাজিত পোরস * আলেক্‌জেণ্ডারের সম্মুখে আনীত হইয়া, গর্ব্বিতভাবে আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, বিজয়ী বীরচূড়ামণি তখন রুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট না হইয়া, তদীয় তেজস্বিতায় নিতান্ত প্রীতিলাভ করেন। প্রুশিয়ার প্রথম সম্রাট্ ফরাশিদিগকে পরাজয় করিয়া যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অচিরেই বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তিনি সিংহাসন-ভ্রষ্ট লুই নেপোলিয়নের † সম্মাননার জন্য যেরূপ যত্ন দেখাইয়াছেন, ইতিহাস তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না।

কাহারও তরঙ্গচঞ্চল তরল মন, রূপের অভিমানে ফাটিয়া পড়ে। যেন পৃথিবীর যত কিছু বৈভব, সমস্তই তাদৃশ ক্ষণবিলাসি রূপের ক্ষণিক-বিলাসে অবস্থিত রহিয়াছে। কেহ সামান্য কোন গুণ থাকিলে, সেই গুণাভিমানে মৃত্তিকায় পাদনিক্ষেপ করিতে চাহে না। কেহ পরের চরণ লেহন

---

* পঞ্জাব প্রদেশের পুরাতন এক রাজা; কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইঁহাকে পুরুরাজ বলে। যখন মেসিডোনিয়ার অধিপতি মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য সমাগত হন, তখন এদেশের প্রায় সকল রাজাই বিনাযুদ্ধে তাঁহার পদানত হইয়াছিল, কিন্তু পোরস বীরের মত যুদ্ধ করিয়া সৈন্যসংখ্যার অল্পতাহেতু পরাজিত হন।

† বোনাপার্টির ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি বিগত ফ্রান্স-প্রুশীয় যুদ্ধে রাজ্যভ্রষ্ট হন।

করিয়া একটুকু পদোন্নতি লাভ করিলে,—সাধু কিংবা অসাধু কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলে, সংসারে দশজনের মধ্যে কোন না কোন রূপে কিঞ্চিৎ পরিমাণে গণনীয় হইতে পারিলে, অভিমানে উন্মত্ত হয় এবং চক্ষে অন্ধকার দর্শন করে। ঈদৃশ জঘন্য ভাব অভিমানের বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃত অভিমান, উচ্চাশয়তার একজাতীয় বস্তু। উহাতে চাতুরী ও চাঞ্চল্য কিছুই নাই, উহা কখনও তুলনায় তুলিত হয় না। প্রতি মনুষ্যের আত্মাতে যে এক অচিন্তনীয় নিজত্বের ভাব নিহিত রহিয়াছে,—যে ভাব অবলম্বন করিয়া, লোকে আপনাকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকূলে 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং অন্য হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়, পৃথিবীর সকল প্রকার আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে সেই ভাবটি রক্ষা করা, এবং উহাকে ক্রমে পরিস্ফুটিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হওয়াই অভিমানের প্রকৃত কার্য্য।

যে মনুষ্য অভিমানের এইরূপ অমল তেজ অন্তরে পরিপোষণ না করে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা সে কখনই অনুভব করিতে পারে না। সে অপরাংশে যত কেন উন্নত না হউক, তাহার ললাট-দেশে সকল সময়েই তদীয় প্রভুর নাম অঙ্কিত দেখিবে। তাহার চক্ষু আছে ; কিন্তু সে পরের চক্ষে দেখিতে ভালবাসে। তাহার কর্ণ আছে ; কিন্তু সে

পরের কর্ণে শুনিতেই সুখানুভব করে। তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তিও বুদ্ধির বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, সে কখনও নিজ জীবনের কার্য্য-কলাপ-সম্পর্কে নিজের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করে না। অন্যে তাহাকে যে পথ দেখায়, সেই পথে চলে, যে তালে নাচায়, সেই তালে সে নাচে। সে পরকীয় ছন্দানুবর্ত্তন ও নষ্টনৈপুণ্যের প্রভাবে অন্যান্যরূপ উন্নতির পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিলেও, তাহার সেই উন্নতি এবং তাহার শিক্ষা ও সম্পদ্ প্রভৃতি সমস্তই জ্ঞানীর চক্ষে অন্তঃসারশূন্য বস্তুর ন্যায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের জীবনচরিত

এ সংসারে সকলেই মহানুভব ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া, খাইয়া শুইয়া কাল কর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, যাঁহারা তৃণের মত জোয়ার ভাটায় যাতায়াত না করিয়া, এই অনন্ত কাল-সমুদ্রের সৈকত-ভূমিতে আপনাদিগের পদ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের আবির্ভাবে ধরা টলমল করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে হুলুস্থুলু পড়িয়াছে, মানবজাতি হয় হাসিয়াছে, না হয় কাঁদিয়াছে, তাদৃশ অনন্যসাধারণ ক্ষণ-জন্মা পুরুষদিগের ঘরের কথা জানিবার জন্য মনে

স্বভাবতঃই এক বিষয় কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। তাঁহারা ছোট বেলায় কিরূপে খেলা করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহারা যৌবনকালে প্রবৃত্তির তরঙ্গে কিরূপে হাবুডুবু খাইতেন; তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়া, সমাজের অভিনয় ভূমিতে কিরূপে অবস্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সবিশেষরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

নীতিবিশারদ পণ্ডিত মহাশয়েরা বলেন, পৃথিবীব প্রধান পুরুষদিগের জীবনবৃত্ত পাঠ কর; ক্রমেই মন, নীচভাব পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যোচিত উচ্চতার প্রতি অনুরক্ত হইবে। কবিসমাজ উপদেশ করেন, মহামতি মনুষ্যদিগের আলেক্ষ্যের প্রতি স্থির-নয়নে তাকাইয়া থাক—তাঁহাদিগের চরিত চিন্তা কর, তবেই বুঝিতে পারিবে যে, মহত্ত্বের দ্বার তোমার জন্যও উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু, মনুষ্যের জীবনচরিত কোথায় পাইব? পৃথিবীতে পৌনে ষোল আনা হইতেও অধিক লোক আসে আর যায়। তাহারা যে কোন সময়েও জীবিত ছিল, এমন বলিবার কারণ নাই। যদি তাহারাও জীবিত থাকিয়া থাকে, তবে তাহাদিগের শয়নখট্টা এবং অবলম্বযষ্টিও জীবিত ছিল। যাঁহারা জীবিত ছিলেন বলিয়া জগতে পরিচিত,—যাঁহাদিগের জীবনচরিত লইয়া নৈতিকের উপদেশ, কবির উৎসাহ এবং চরিতাখ্যায়কের আশা ও আশ্বাস, তাঁহাদিগের বিষয়ই বা প্রকৃতরূপে কে কি জানিতে পারে?

কোন মৃত মনুষ্যের কঙ্কালশেষ দেহ দর্শন করিয়া, কেহই তাহার মুখচ্ছবি ও রূপলাবণ্যের কল্পনা করিতে সমর্থ হয় না। সে কিরূপে হাসিত, হাসির সময়ে তাহার অধরপল্লবে কি কি ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইত,—তাহার ভ্রূ কোন সময়ে আকুঞ্চিত, কোন্ সময়ে সরল আয়ত থাকিত, তাহার নয়নযুগল, মুখর ভৃত্যের ন্যায়, মনের কি কি নিগূঢ় কথা লোকের নিকট কহিয়া ফেলিত ইত্যাদি সহস্র বিষয় মাংসচর্ম্ম-বিবর্জ্জিত একখানি করোটি ও একখানি অস্থির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্যের জীবনচরিতও সাধারণতঃ এইরূপ। মনুষ্য মনুষ্যের বহিঃস্থ ক্রিয়াকলাপই অবলোকন করে। প্রকৃত মনুষ্য-জীবন কুসুমকোরকের অন্তঃস্থ কিঞ্জল্কের ন্যায় পটলের পর পটলে আবৃত থাকে। কাহারও চক্ষু সেখানে প্রবেশপথ পায় না। মনুষ্য আপনাকেই আপনি জানে না, পরকে কিরূপে জানিবে? আপনার জীবন আপনিই পাঠ করিতে কেহ সমর্থ হয় না, পরের জীবন কিরূপে পাঠ করিবে? যদিও প্রকৃতির কৃপাবলে, কেহ মানবজীবন-গ্রন্থের দুই চারি পংক্তি কিংবা দুই চারি পৃষ্ঠা পাঠ করিতে সমর্থ হন, তিনি আবার ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। মানুষী ভাষা আজও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং বোধ হয়, এই অপূর্ণতা কখনও ঘুচিবে না। প্রভাতে কি সন্ধ্যার সময় অথবা ঝটিকার প্রাক্‌কালে আকাশের জলদ-মালা মুহূর্ত্তে কত শোভা ধারণ করে, কত পরিবর্ত্তনের অধীন হয়, তাহা নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে পারিলেই মনুষ্যের প্রশংসা; ভাষায় আবার তাহা

আঁকিয়া তুলিব, কেহই এমন আশা করে না। মনুষ্যের মন আকাশের জলদমালা হইতেও অধিক পরিবর্ত্তনশীল। ভাগীরথীর লহরী-লীলার বিরাম আছে, কিন্তু চিরচঞ্চল মনুষ্যমনের ভাব-তরঙ্গের কখনও বিরাম নাই। কে তাহা গণনা করিবে? কে আবার তাহা বর্ণনা করিবে?

জীবনচরিত পাঠ করা গেল, আলেক্‌জেণ্ডার, সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া, তদীয় প্রিয় ও পুরাতন সহচর ক্লিটস্‌কে * স্বহস্তে সংহার করিলেন, এবং ক্যাসেণ্ডরের † সাহসিক ভাষা সহ্য করিতে না পারিয়া, নিতান্ত ইতর জনের ন্যায় তাহাকে অপমান করিলেন। এই উভয় অনুষ্ঠানই—কার্য্য। ইহাদের কারণ কোথায়? আলেক্‌জেণ্ডার এক সময়ে পুরুষপদবাচ্য বীরদিগের ললাটের তিলক ছিলেন। কেন অকস্মাৎ তিনি এবংবিধ কাপুরুষপদবীতে পদ-নিক্ষেপ করিলেন? এক সময়ে তিনি

* ক্লিটস্‌ আলেক্‌জেণ্ডারের একজন প্রিয়তম সুহৃদ্‌ ও ধর্ম্মতঃ পরিগৃহীত পোষ্য ভ্রাতা ছিলেন, এবং ক্লিটস্‌ একদা যুদ্ধে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি অতি গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ভালবাসিতেন। একদিন আলেক্‌জেণ্ডার ভোজের উৎসবে উন্মত্তের ন্যায় আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, এমন সময়ে, কথায় কথায় সহসা ক্রোধে অন্ধীভূত হইয়া ক্লিটস্‌কে স্বহস্তে বধ করেন। এই মহাপাতক আলেক্‌জেণ্ডারের হৃদয়ে চিরজীবন একটি বিষদগ্ধ শল্যের ন্যায় সংলগ্ন ছিল।

† আলেক্‌জেণ্ডারের অন্যতম সুহৃদ।

শত্রুরও সম্মান করিতে জানিতেন, কেন পরিশেষে তিনি মিত্রের মর্য্যাদাও ভুলিয়া গেলেন ? তাঁহার প্রকৃতির এমন শোচনীয় ও বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্ত কেন ঘটিল ? সেই শৃঙ্খল-বদ্ধ কারণ-পরম্পরা কে দেখিয়াছে এবং কে তাহা বুঝিতে পারিবে ? বোনাপার্টি * প্রসিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে, মনুষ্যের জাতিসাধারণ অধিকার-সমূহের একজন প্রধান রক্ষক ছিলেন। অবশেষে অনেক বিষয়ে তাঁহার কিরূপ মত-পরিবর্ত্ত উপস্থিত হইল,--রক্ষক, তুদিন দশদিন যাইতে না যাইতে, অনেকের পক্ষে কিরূপ ভয়ঙ্কর ভক্ষকবেশ ধারণ করিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার বাহিরের জীবন অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার বাহিরের জীবন যে অভ্যন্তরীণ জীবনের সামান্য ছায়া মাত্র,—যে জীবনে 'কারণ' সকল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত করিয়া, দৃষ্ট জগতে কার্য্যফল প্রসব করিয়াছে, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় আছে কি ? এ কথা সত্য যে, চরিতাখ্যায়কেরা এই উভয় মহাত্মার চরিত্রভ্রংশের বহু কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হেতুবাদে মনতৃপ্তি হয়, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

অনেকে, এই সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া, মনুষ্যের স্বরচিত

* যখন পুরাতন রাজবংশের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়, নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সহানুভূতি তখন সাধারণের দিকে। পরে, তিনিই আবার জনসাধারণের বহুবিধ স্বত্বাধিকার পদতলে দলন করিয়া রাজার উপর রাজা এবং সম্রাট্ হন।

জীবনবৃত্ত পাঠেই বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, পরে যাহা লিখে, তাহা হয় অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, না হয় অনুচিত স্তুতি কিংবা অনুচিত নিন্দায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু মনুষ্য পৃথ্বীতল হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়া যায়, তাহাতে অসত্য, অত্যুক্তি অথবা অজ্ঞাতমূলক ভ্রমপ্রমাদের কণিকাও থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষে কেহ কোন দিন আপনার জীবনকাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন, এমন আমরা জানি না। বাবর এবং আরংজীব * প্রভৃতির কথা অবশ্য গণনার বাহিরে রাখিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিলেও ভারতের তদানীন্তন পুরাতন অধিবাসীরা তাঁহাদিগকে ভারত-বাসী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিত না। ভারতবর্ষের নাম উচ্চারণ করিলে, যে অস্তমিত আর্য্যজাতির ভূতবৃত্তান্ত মনে সমুদিত হয়, তাঁহারা যদি স্বদেশের ইতিহাস এবং স্ব স্ব জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাইতেন, তবে এই শত-শোক-জর্জ্জরিতা দুঃখিনী ভারতমাতা এখনও গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া, আবার পুরা-তন জ্ঞান-সম্পদ্ প্রদর্শনের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে বিস্মিত ও মোহিত করিতে পারিতেন। পুরাতন নাম এবং পিতৃপুরুষ-দিগের কাহিনী মৃতদেহে জীবন সঞ্চারণে সমর্থ হয়। কিন্তু আমা-দিগের পক্ষে সে আশা তৃষ্ণাতুরের পক্ষে মৃগতৃষ্ণিকার মত।

---

* ভারতবর্ষে এই দুই মুসলমান সম্রাট্ নিজ নিজ জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং ফলকথা এই হইতেছে যে, মনুষ্যের জীবন-বৃত্ত পাঠ করিয়া কোন উপকারের প্রত্যাশা করিলে, আমাদিগকে ইয়ুরোপ এবং আমেরিকাতেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্বদেশে সে সুখের লেশমাত্র সম্ভাবনাও নাই।

ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার অনেক মহাত্মাই আপনার জীবনের কাহিনী আপনি গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ স্বকীয় জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আখ্যায়িকার প্রণালী-ক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ, সে পথ অবলম্বন না করিয়া, প্রণয়িবন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট নিজ জীবনের প্রধান ও অপ্রধান ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা পত্র লিখিয়াছেন। বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারস্থ ব্যক্তিরা, তদীয় পর-লোক প্রাপ্তির পর সেই সকল পত্র যত্ন-পূর্ব্বক সংকলন করিয়া, —প্রসঙ্গ-সঙ্গতির জন্য মধ্যে মধ্যে আবার আপনাদিগের উক্তি পূরিয়া দিয়া, মনোজ্ঞ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরেজী গ্রন্থালয়ে ঈদৃশ গ্রন্থের কিছুই অসদ্ভাব নাই। নাম করিতে ইচ্ছা হইলে, অনায়াসে বড় ছোট শত শত গ্রন্থকারের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যের জীবন-বৃত্ত পাঠ করা আবশ্যক, কাহারও স্বরচিত জীবনচরিত পাঠে তাহা সম্যক্ সফল হয় কিনা বোধ হয় ইহা সংশয়ের বিষয়।

মনুষ্য ভীরু। দুর্ব্বল। মনুষ্য পরের প্রশংসায় বাঁচে, পরের অপ্রশংসার শ্বাসমাত্র অঙ্গে লাগিলে, ঢলিয়া পড়ে। সুতরাং মনুষ্য আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা বলে, তাহা বেদবাক্যস্বরূপ

মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে, দুইবার চিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে মনুষ্য কোন নিভৃত-স্থলে বসিয়া, মনের কপাট একেবারে খুলিয়া দিয়া, জীবনের সমস্ত গূঢ়কথা যখন লিখিয়া যায়, তখন তাহাকে অবিশ্বাস করা একান্ত অসঙ্গত। কিন্তু আমরা স্পষ্টতার অনুরোধে উল্লেখ করিতেছি, এস্থলে বিশেষ কোন মনুষ্যের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলেও, মানবজাতির প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতাকে সম্যক্ বিশ্বাস না করিবার বহু কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্য একাকী উপবিষ্ট হইয়াই আপনার কথা লিখে বটে ; কিন্তু তাহার অবিরামপ্রসবিনী চিরসঙ্গিনী কল্পনা তাহাকে সে নিগূঢ় নির্জ্জন স্থানেও অসংখ্য মনুষ্য চক্ষুতে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। সে যেই মনে করে যে মনুষ্য তাহার দিকে বর্ত্তমান ও ভাবী কালের লক্ষ চক্ষু তাকাইয়া রহিয়াছে, অমনি তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। যাহা শাদা মনে লিখিয়া ফেলিবে স্থির করিয়াছিল, এইক্ষণ সে তাহা একটুকু সাবধান ভাবে লিখে, এবং লিখিয়া এখান হইতে একটি অনুস্বার তুলিয়া ফেলে, এবং ওখানে দুটি বিসর্গ ভরিয়া দেয়। তাহার হাতের কাগজখানিতেও তাহার সম্যক্ প্রত্যয় থাকে না। এইরূপ সংশোধনের পর সংশোধনে, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে, লেখকের প্রকৃত ও লিখিত জীবনে, ক্রমে ক্রমে এত প্রভেদ হইয়া পড়ে যে, বিবেচনার সহিত দেখিলে একটিকে অন্যটির প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার করাও কঠিন হয়। পৃথিবীর অনেক প্রধান পুরুষের স্বলিখিত জীবন-বৃত্ত এই দোষে দূষিত।

যে সকল ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি, শুধু জগতের হিত কামনায় স্বজীবনের আখ্যায়িকা রচনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, অপেক্ষাকৃত সরল হইয়াও, চিত্তের ভ্রম-বিপাকে আত্মপ্রবঞ্চক। তাঁহারা বস্তুতঃ যাহা নহেন, জগতের হিতসাধনোদ্দেশ্যে, আপনার আপনার নিকট তাহা প্রমাণ করিবার অভিলাষে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়া, পরিশেষে এমন জটিল ভ্রমজালে জড়িত হইয়া পড়েন যে, তাহা হইতে বাহির হওয়া আর তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের অনেক স্মরণীয়নামা ব্যক্তি, আপনার কাহিনী আপনি কহিতে গিয়া, এইরূপে ঠকিয়াছেন। তাঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া পর-পীড়নে প্রবৃত্ত হইলে, তাদৃশ প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মবৃত্তির স্ফুরণ বলিয়া মনের নিকট প্রবোধ দিয়াছেন, এবং লোককেও সুতরাং ঐরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি লৌকিক যশের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, সে লালসা সাধুসজ্জনে প্রীতিলাভের পিপাসা। তাঁহারা যদি বিষয় বৈভবের জন্য চিত্তে ব্যাকুল হইয়া থাকেন, সে ব্যাকুলতা আশ্রিত-পালনের সদুদ্দেশ্যমূলক যত্নশীলতা। তাদৃশ ধর্ম্মান্ধ মহাশয় পুরুষদিগের মানসিক সরলতার প্রতি অনেকেরই সংশয় না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ মনের গতি সম্বন্ধে সরলভাবে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথার উপর লোকের তেমন আস্থা না থাকা নিতান্ত বিস্ময়ের কথা নহে।

স্বচরিত-লেখকদিগের মধ্যে কেহ আবার, যেন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য সরলতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, দম্ভের শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা দম্ভভরে সংসারকে তৃণের সমান জ্ঞান করিয়াছেন, এবং লোকে হাস্থক কিংবা ভালবাস্থক, কিছুরই প্রতি দিক্‌পাত না করিয়া নিজ জীবনের লোক-ভয়ঙ্কর দোষসমূহ কীর্ত্তন করিবার জন্য বিকারগ্রস্ত উন্মত্তের মত ঔৎস্থক্য দেখাইয়াছেন; তাঁহারা জগৎকে চমকিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং বস্তুতঃও জগৎ আগে চমকিত, শেষে ভয়ে, বিস্ময়ে, দুঃখে ও ক্রোধে স্তম্ভিত হইয়াছে।

আধুনিক কাব্যোপাসকদিগের আরাধ্য পুত্তল লর্ড বাইরণকে * আমরা এই শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করি। বাইরণ আত্মসম্বন্ধে ভ্রমান্ধ ছিলেন না; কিন্তু অভিমানের বিষময় বিকারে মোহগ্রস্ত ছিলেন। তিনিও, পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মান্ধ পুরুষদিগের ন্যায়, স্বজীবনের পট-প্রদর্শন-সময়ে, শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার অভিধানে পরিণাম-দর্শিতার নাম ভীরুতা, লোকের প্রতি শ্রদ্ধার নাম কাপুরুষতা, এবং লোকানুরাগপ্রিয়তা অথবা লৌকিক শাসনের সম্মাননার নাম নিকৃষ্টোচিত নীচতা। অনেক কথা তাঁহার

* ইনি ইংলণ্ডের আধুনিক কবিগণের মধ্যে, টেনিসনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, অতি প্রধান বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম, এবং ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

লিখিতে লজ্জা হয় নাই, লোকের তাহা পড়িতে লজ্জা হয়: লজ্জার সঙ্গে দুঃখও হয়। কেন অমন প্রতিভাশালী পুরুষ, সাধ করিয়া আপনাকে আপনি নানাবিধ কলঙ্কে কলঙ্কিতরূপে কীর্ত্তিত করিবার জন্য, ঐরূপ ঔৎসুক্য দেখাইলেন—কেন আবার সেই প্রকৃত ও অপ্রকৃত কলঙ্ক-নিচয় কালি কলমে লিপিবদ্ধ করিয়া, চিরকালের তরে জগতে আপনার তাদৃশ এক বিচিত্র ইতিহাস রাখিয়া গেলেন, ইহা মনে করিলে, মনে মনে অতি নিদারুণ আঘাত লাগে। তিনি কবিবর মূর * এবং অন্যান্য বন্ধুর নিকট পত্র লিখার ছলে আপনার যে এক বিকট, বিদ্বেষার্হ ও ভয়াবহ ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার সমকাল-বর্ত্তীদিগের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিই † তাহা তাঁহার প্রকৃত ছবি বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি কবি,—তাই কল্পনার কুহকে পড়িয়াছিলেন। আপনার প্রকৃতি যত না নিন্দিত, লোকের নিকট উহার তদপেক্ষাও নিন্দিত মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন ; অহো কি ভয়ানক দম্ভ ! অহো কি আত্ম-লাঞ্ছনা ! কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকট, দাম্ভিকের অতিরিক্ত আত্ম-নিন্দা ও ধার্ম্মিকের অতিরিক্ত আত্মস্তুতি, উভয়ই সমান। কারণ, উভয়ই সত্যের অপলাপ।

---

* আয়র্লণ্ডের একজন সুপরিচিত কবি। ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে ডবলিন নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাইরণের একজন প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন।

† বিখ্যাত উপন্যাস রচয়িতা স্যার ওয়াল্টার স্কট্ প্রভৃতি।

আত্মদোষকীর্ত্তনে রুসো * বাইরণকেও পরাভব করিয়াছেন। রুসো বাইরণের ন্যায় অভিমানের বিকারে স্ফীত হইয়া লিখেন নাই। সংসার তাঁহাকে সরল বলিয়া ধন্য ধন্য করিবে, শুধু এই লোভবশতঃই, আপনার সম্বন্ধে মানব জিহ্বার অবক্তব্য, মানব-কর্ণের অশ্রোতব্য নানা কথা লিখিয়া যশস্বী হইতে যত্নপর হইয়াছেন। কিন্তু, পৃথিবীর লোক এমনই ছলগ্রাহী, এত যে প্রকাশ করা হইয়াছে, তথাপি অনেকে বলে যে, রুসো স্থানে স্থানে চন্দ্রবিন্দু চুরি করিতে ক্রুটি করেন নাই। ডাকাতি করিয়াছি, এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের সঙ্কোচ হয় না। অথচ স্ব-চরিত্রে চৌর্য্য দোষের সংস্পর্শ থাকিলে, সেটুকু যত্নের সহিত আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হয়। রুসোর স্বলিখিত জীবন-বৃত্তে অবিশ্বাসীরা এইরূপ দোষ অপরোপণ করেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার যে, তিনি স্বকীয় চরিত্রের যে সকল দোষকে বিশেষ দোষ বিবেচনা করেন নাই, তৎসমুদায়ই অক্ষুব্ধমনে বর্ণনা করিয়াছেন। অপিচ, যে গুলিকে তাঁহার নিজ মনেই একান্ত অপমানজনক বলিয়া বোধ ছিল, সে গুলি বিবিধ যত্নে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।

---

* জিন্ জেক্‌স্ রুসো ফ্রান্সের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি এবং পাণ্ডিত্যের চিরস্মরণীয় কলঙ্ক। ইহার লেখাই ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লবের বীজ স্থাপন করে। কিন্তু ইনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্ব্বলমতি ও দূষিতচরিত্র ছিলেন, এবং চরিত্রের দোষকেও গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। ১৭১২ খ্রীঃ অব্দে ইহার জন্ম ও ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অল্পদিন হইল, জনষ্টুয়ার্ট মিলের * স্বরচিত জীবন-বৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনাতন অনেক লোকেই তাঁহাকে বুদ্ধিগত ক্ষমতা ও পরার্থপরতা বিষয়ে অসাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া থাকেন। মিল আপনিও আপনাকে অসাধারণ মনে করিতেন, এইরূপ বিশ্বাস করিবার বহু কারণ রহিয়াছে। তাঁহার চরিত্র যে, সর্ব্বাংশে না হউক, অনেক অংশেই তদীয় সমুচ্চ বুদ্ধির অনুরূপ ছিল, ইহাতেও সংশয় হইতে পারে না। তথাপি, বোধ হয়, আপনার কাহিনী আপনি বলিবার সময় অন্যান্য ব্যক্তিরা যে দোষে নিপতিত হইয়াছেন, মিলও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। হিতবাদিসম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক † জেরিমি বেন্থামের নিকট মিলেরা পিতাপুত্রে অধ্যয়ন ও পুস্তক সংকলন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বিশেষরূপে ঋণী ছিলেন। মিল, বেন্থামের প্রতি কোন অংশেও অকৃতজ্ঞের ভাব প্রকাশ

---

* ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম, এবং কতিপয় বৎসর হইল, ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থবাদ ও তর্কশাস্ত্রে ইনি ইংলণ্ডের আধুনিক পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য।

† যাহাতে জগতের অধিকাংশ লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম; যাহাতে অধিকাংশ লোকের অহিত, তাহাই অধর্ম্ম,—এই নীতিই হিতবাদিসম্প্রদায়ের প্রধান কথা এবং বিখ্যাত পণ্ডিত জেরিমি বেন্থাম এই সম্প্রদায়ের গুরু। ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

করেন নাই। অথচ, বেন্থামের ঋণ পরিশোধের জন্য, হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া যে সকল কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা উচিত ছিল, বোধ হয়, তাহার অনেক কথা অনুল্লিখিত রহিয়াছে। বেন্থামের চরিতাখ্যায়ক, মিল এবং মিলের পিতাকে ক্ষমতা ও চরিত্র বিষয়ে যে স্থান প্রদান করিয়াছেন, মিল, আপনাকে আপনি এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিতাকেও তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে তুলিতে যত্ন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বুদ্ধি অসাধারণ হইলেও স্বগুণপক্ষপাতিতা একেবারে তিরোহিত হয় না। জীবিত মনুষ্য স্তুতির মোহকণ্ঠে বিমোহিত রহে। মুমূর্ষু মনুষ্য এই রোগ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায়, ইহা কে বলিবে ?

আপনার জীবন আপনি লিখিলেই যদি এত দোষ ঘটে, উহা পরের লেখনীদ্বারা লিখিত হইলে, কত অপূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মনুষ্য আপনার চক্ষে এক, পরের চক্ষে আর। সে যতক্ষণ একাকী ততক্ষণ সরল। যেই তাহার উপর পরের দৃষ্টি পড়িল, অমনি তাহার তনু ও মন কপটতার সুদৃশ্য আবরণে আবৃত হইল। ইহা মনুষ্যের স্বভাবের দোষ নহে, মানবসমাজের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনের ফল। সর্ব্বতোভাবে সরল ব্যক্তি মানবসমাজে এক দিনও তিষ্ঠিতে পারে কি না, সন্দেহ! ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শয়নঘরের সেবকের নিকট কোন মহাত্মাই দেবতা নহেন। কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত ইহাও

বলিয়াছেন,—যদি কাহারও স্বভাবের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে চাও, তাহার নিত্যসন্নিহিত ভৃত্যের শরণ লও। এই সমস্ত প্রচলিত কথার প্রকৃত অর্থ এই,—মনুষ্য যখন স্বগৃহে স্বস্থচিত্তে একাকী উপবিষ্ট থাকে,—যখন প্রিয়তম সেবক ব্যতীত অন্য কেহ তাহার নিকট যাতায়াত করিতে পায় না, তখন বস্ত্রাদির উপরও তাহার মনোযোগ থাকে না, স্বভাবের বহিরাবরণ বিষয়েও সে সতত সাবধান রহে না। পরন্তু, সে যখন আপনা হইতে উচ্চ কিংবা আপনার সমান ব্যক্তির সন্নিধানে গমন করে, তখন যে কারণে সে ভাল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, ঠিক সেই কারণেই আবার, স্বকীয় স্বভাবের উপরও ভাল একখানি আবরণ দিয়া, ভাল সাজাইয়া যাইতে প্রয়াসপর হয়। সুতরাং কিবা বেশবিন্যাসে, কিবা চরিত্রাংশে, বহিঃস্থ ব্যক্তির নিকট সে সকল বিষয়েই সজ্জিত পুতুল।

চরিতাখ্যায়কেরা প্রায়শঃই বহিঃস্থ ব্যক্তি। ভিতরের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে সাধারণতঃ অসাধ্য। এই হেতু, তাঁহারা মানবজীবনের বাহির লইয়াই সতত ব্যাপৃত। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখিতে পান, তাহারই সঙ্গে কল্পনার কোটি কথা মিশাইয়া, বাস্তব এবং অবাস্তব উভয়বিধ উপকরণ দিয়া, এক অদ্ভুত বস্তু সৃজন করেন। কোন্ কথা বলিলে, লোকের মনে বিস্ময়-রসের সঞ্চার হইবে,—কিসে সংসার মুগ্ধ এবং গ্রন্থের অধিকৃত ব্যক্তির প্রতি মানুষের চক্ষু আকৃষ্ট হইবে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের যে পরিমাণ

যত্ন থাকে, অমিশ্র সত্য প্রকাশের জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে কখনও তেমন যত্ন পরিলক্ষিত হয় কি ?

প্রাগুক্ত চারিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে অনেকে—ভক্ত। ভক্তের মন মৃত মহাত্মার গুণরাশি স্মরণ করিয়া ভক্তির তরঙ্গে নাচিতে থাকে, দোষভাগের প্রতি ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করে না। অনেকে স্নেহানুরক্ত। স্নেহ মনুষ্যের চক্ষে কিরূপ ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। পুত্র কিংবা কন্যা, পরলোকগত পিতার জীবন-বৃত্ত লিখিতে উপবিষ্ট হইলে, অথবা পত্নী, সংসারের নিকট মৃত পতির পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে, লেখনী ধারণ করিলে, তাঁহাদিগের উদ্বেল হৃদয় কত দিকে প্রবাহিত হয়, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কত ভ্রমে নিপতিত হন, তাহা হৃদয়ালু ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারেন। অনেকে ভক্তি স্নেহের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেও, সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি অনুরাগনিবন্ধন আপনা হইতে অন্ধ। ক্রম্‌ওয়েলের * জীবনচরিত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* অলিবার ক্রম্‌ওয়েল ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের সহিত রাজার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ক্রম্‌ওয়েল পার্লিয়ামেণ্টের পরিচালক ছিলেন। প্রথম চার্লস সিংহাসনচ্যুত ও বিনষ্ট হইলে, ইনি ইংলণ্ডের অধিনায়ক হইয়া কিয়ৎকাল ইংলণ্ডীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কোন কোন লেখক ক্রম্‌ওয়েলকে দেবতা হইতেও বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার, দস্যু কিংবা দানব অথবা কুটিলগতি কাল-সর্পের সহিত, তাঁহার তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিংবা সাম্প্রদায়িক অনুরাগের অন্ধতা ব্যতীত ইহার আর কি কারণ হইতে পারে?

লেখকদিগের রুচি ও প্রকৃতির বৈষম্যবশতঃও অনেক স্থলে একই ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনার ঘোরতর বৈষম্য ঘটিয়া উঠে। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনচরিত্র হইতে এ কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা তাহা না করিয়া, দুখানি সর্ব্বত্র-সমালোচিত প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে, এখানে একটি উদাহরণ দিব। শকুন্তলার নাম ও চরিত্রের সহিত পরিচয় না আছে, এদেশে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। আগে ব্যাস, তার পরে কালিদাস, ইহারা উভয়েই সেই লোকত্তর সৌন্দর্য্যশালিনী তপোবন-বিলাসিনীর জীবনের আলেখ্য এত যত্নের সহিত আঁকিয়া রাখিয়াছেন যে, ভারতে শকুন্তলার কথা কাহারও কাছেই নূতন কথা নহে। কিন্তু ব্যাসের শকুন্তলা এবং কালিদাসের শকুন্তলা এক স্থলে দণ্ডায়মান হইলে, ইনিই যে উনি, এইরূপ অবধারণ করা, অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ব্যাসের শকুন্তলা পরুষাক্ষরভাষিণী, প্রবীণা,—কথায় কথা কাটিতে সঙ্কোচ নাই, সম্মুখে অপরিচিত পুরুষ বলিয়া ভ্রূক্ষেপ নাই, লোকে কি কহিবে, কি না কহিবে,

তৎপ্রতিও অণুমাত্র দৃষ্টি নাই। যেন বয়সের প্রথমোন্মেষেই প্রগল্‌ভস্বভাবা, প্রৌঢ়া তাপসী। আর অদূরে কালিদাসের শকুন্তলা, লতার ন্যায় কোমলা, নিশ্বাসের ভরও সয় না, আপনার তনুতে আপনি লুক্কায়িত। যেন লজ্জা আর প্রীতির সহিত মধুরতা মাখিয়া কেহ একখানি মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছে। অথবা, যেন লজ্জা আপনিই প্রীতির আকর্ষণে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ইহাও এ স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা ওজোগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের লেখনীর গুণে অনেক দীন-সত্ত্ব ব্যক্তিও ওজস্বল বলিয়া প্রতিভাত হন, এবং সময়ে সময়ে মহাসত্ত্ব প্রবীণপুরুষেরাও, ক্ষণমতি অকৃতীর হাতে পড়িয়া, অপাত্রের পংক্তিতে মিশিয়া যান। যদি নিদর্শন চাও, তাহা হইলে মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিতের সহিত বঙ্গীয় কবিকল্পনার কৃষ্ণচরিত মিলাইয়া লও কিংবা বাল্মীকির সেই দুর্নিরীক্ষ্য দুরাধর্ষ লক্ষ্মণ, কেমন করিয়া, ধীরে ধীরে, বঙ্গে “ধর লক্ষ্মণ” নামে পরিচিত হইয়া পড়িলেন, তাহা চিন্তা কর।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের কোন মহাত্মাই আপনার জীবনচরিত আপনি লিখিয়া যান নাই। ভারতবর্ষ-বাসীরা একে অন্যের জীবনচরিত লিখিয়াছেন, এমনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা কবিতার কল-কূজনেই মোহিত থাকিতেন। আর কোন দিকেই চিত্ত প্রেরণ করিতে

অবসর পাইতেন না। শাক্যসিংহ * ও শঙ্করাচার্য্য † প্রভৃতি কতিপয় সুপরিচিত সাধুপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত অংশতঃ সংকলিত আছে। কিন্তু তাহাও ভক্তের হাতে পড়িয়া এত বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হইয়াছে যে, এইক্ষণ আর কোন অংশেও জীবনচরিত বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে।

পারসিকেরা, এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও, প্রতিবেশীর সংসর্গদোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত নহেন। জীবনচরিত লেখার প্রকৃত আড়ম্বর গ্রীসদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পশ্চিমে। সে দিকে যত জনে অদ্য পর্য্যন্ত লোকের জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিতদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে, বস্‌ওয়েলই ‡ বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। পণ্ডিতেরা বলেন, বস্‌ওয়েল চরিতাখ্যায়কদিগের রাজা। তিনি জন্‌সনের সম্বন্ধে, চরিত-লেখকের কার্য্য করিতে গিয়া চিত্রকরের

---

* বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামুনি। ইঁহাকে কেহ আদি বুদ্ধ কেহ বুদ্ধ গৌতম বলে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ এবং খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে আশী বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সংবরণ করেন।

† বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা এবং মোহমুদ্গার প্রভৃতি সুললিত উপদেশ গ্রন্থের রচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ ঋষি।

‡ জেম্‌স্ বস্‌ওয়েল—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ লেখক সামুয়েল জন্‌সনের জীবনচরিত লিখিয়া ইদানীং জন্‌সন্ হইতে অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইনি তদ্গত-

কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকায় সকলই উঠিয়াছে। আমরা যদিও বস্‌ওয়েলের চিত্রনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি, তথাপি মানব প্রকৃতির বিচিত্র-গঠন স্মরণ করিয়া, ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, যথাযথ বর্ণনা বিষয়ে বস্‌ওয়েলও সকল সময়ে কৃতকার্য্য হন নাই। বস্‌ওয়েল জন্‌সনের আত্মার ভাবে একবারে অভিভূত ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও জন্‌সন্ বিনা আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। দুর্ব্বলস্বভাবা কুমারীরা যেরূপ আপনাদিগের বিকৃত কল্পনার আবেগে ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ জন্‌সন্ কর্ত্তৃক আবিষ্ট থাকিতেন। এই গুণেই তিনি অভীপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইয়াছেন; অথচ এই গুণই আবার তাঁহার প্রধান দোষ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। জন্‌সনের সহিত অপরের তুলনা করিবার কালে, তাঁহার ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকিত না; এবং তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য যেরূপ বুদ্ধি আবশ্যক তাহাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি জন্‌সনের নিকটবর্ত্তী হইলেই, স্তম্ভিত হইত।

ওদিকে জন্‌সন্ যতই সাধু, যতই সত্যপরায়ণ হউন, তিনি বস্‌ওয়েলকে তাঁহার নিত্যসহচর ও চিত্তরঞ্জনপর চরিতাখ্যায়ক বলিয়া স্নেহ করিতেন। বস্‌ওয়েল তাঁহার মুখের কথা, নয়নের

চিত্ত ভক্তের ন্যায় সতত জন্‌সনের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে এডিনবরা নগরে ইঁহার জন্ম, ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ভঙ্গি, তাঁহার হাস্য, তাঁহার ক্রোধ সমস্তই গ্রন্থবদ্ধ করিতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগরিত রহিত। মনে প্রতিক্ষণে এইরূপ চিন্তা স্ফুরিত হইতে থাকিলে, কাহারও যথার্থ জীবন প্রকটিত হয় না, তৎসম্বন্ধে হাঁ কি না বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

জীবন পাঠের ফল সম্বন্ধেও লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। কবি ও নীতিপ্রবক্তাদিগের উপদেশ এই প্রবন্ধের আরম্ভ-স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-ভক্ত দার্শনিকেরা আর একটু অগ্রসর হইয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, জীবন-চরিতই মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল-ভিত্তি। মানবপ্রকৃতির মর্ম্ম পরিগ্রহ করা মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের জীবনগ্রন্থ সমালোচনা দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সুচারু-রূপে সংসিদ্ধ হয়। মানব-মন অঙ্কুরিত অবস্থায় কিরূপ থাকে, উহার বৃত্তি সমুদায় কুসুমের ন্যায়, ক্রমে ক্রমে কিরূপে বিকসিত হয়,—মনুষ্য, কোন্ মনোবৃত্তির কিরূপ বিকাশে, কি অভিলাষে, কোন্ কার্য্যে কখন প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার হৃদয়-যন্ত্রের কোন্ তার স্পর্শ করিলে, কখন কি তান বাজিয়া উঠে, ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বই তাঁহারা জীবনচরিত পাঠ করিয়া, সংকলন করিতে ইচ্ছা করেন। মনুষ্যের যথার্থ জীবন-বৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, এই উদ্দেশ্য কেন, ইহা হইতে মহত্তর উদ্দেশ্যও শুধু জীবনচরিত পাঠেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু, জগতের যে প্রণালীতে মনুষ্য মনুষ্যের জীবন পাঠ করে,

এবং পাঠ করিয়া যে ভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করে তদ্দ্বারা তাদৃশ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না, ইহা বস্তুতঃই চিন্তনীয়। বৈজ্ঞানিক, স্বকীয় ব্রত বিস্মৃত হইয়া, কবির কল্পনা ও বীণা লইয়া উপবেশন করিলেন, না বুদ্ধিই ভোজ্য লাভ করে, না হৃদয়ই দ্রবীভূত হয়। তথাপি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এত অভাব, এত অপূর্ণতা সত্ত্বেও মনুষ্যের জীবনচরিতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন করা মনুষ্যের অসাধ্য। মনুষ্য কি ইতিহাসে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে? জীবনচরিত সাধারণতঃ যে সকল দোষে দূষিত, ইতিহাস শাস্ত্রও সেই সকল দোষে দূষিত, অথচ ইতিহাস জগতের অপরিসীম উপকার সংসাধন করিতেছে। জীবনচরিতশাস্ত্রও, তীক্ষ্ণ সমালোচন দ্বারা যথাসম্ভব শোধিত হইয়া, জগতের সেইরূপ অশেষ উপকার সংসাধন করিবে সন্দেহ নাই। ইতিহাস মানব-জাতির জীবন-চরিত; জীবনচরিত মনুষ্যদিগের ইতিহাস। যেমন ইতিহাস প্রাচীন পিতামহের ন্যায়, জগতের ভূত কথার প্রস্তাব করিয়া মানবজাতির নির্ব্বাণোন্মুখ আশার উদ্দীপন করে,—কোন্ জাতি উন্নতির সোপানে ক্রমে ক্রমে কিরূপে উঠিল, ক্রমে আবার কি হেতু জলে জল-বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল, তাহা কহিয়া, নিয়ত শিক্ষা দেয়; মনুষ্যের জীবনচরিতও মনুষ্যকে সেইরূপ উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়া প্রকৃত সুহৃজ্জনের কার্য্য করে। জাতিবিশেষের কাহিনী কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলেও, ব্যক্তি-

বিশেষের কাহিনী অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় ; কারণ সেই দুঃখ, সেই আশা, সেই উদ্যম, এবং সেই উত্থান ও পতন ; কেবল আধারের ভেদ।

জীবনের ভার

"I slept, and dreamt that life was Beauty,
I woke, and found that life was Duty." *

এই দুর্ল্লভ মানবজীবন অনেকের পক্ষেই এক দুর্ব্বহ ভার। শোক নাই, দুঃখ নাই, ভোগ্যবস্তুর অভাব নাই, অন্য কোনরূপ অভাবেরও তাড়না নাই ;—তথাপি হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন। দিন যায়, রাত্রি আইসে, রাত্রি যায়, দিন আইসে, আবার রাত্রি, আবার দিন ;—আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো ; সূর্য্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে, আবার উঠিতেছে ও আবার অস্ত

---

* ভাবানুবাদ

নিদ্রায় দেখিনু ! মধুর স্বপন,—
কি সুন্দর সুখময় মানবজীবন !
জাগিয়া মেলিনু আঁখি,—
চমকিনু পুনঃ দেখি,—
কঠোর-কর্ত্তব্য-ব্রত—জীবন-যাপন

যাইতেছে ;—এক, দুই, তিন, করিয়া ঘটিকাযন্ত্রের অশ্রান্তগতি লৌহ-হস্ত ঘুরিয়া আসিতেছে ও ঘুরিয়া যাইতেছে ; কিন্তু সময় কিছুতেই ফুরাইতেছে না, জীবনের অসহ্য ভার কিছুতেই কমিতেছে না, আত্মা কিছুতেই উৎসাহিত হইতেছে না। সুখের সহস্র সামগ্রী উষার প্রসন্ন জ্যোতিতে চারিদিকে হাসিতেছে, প্রীতি ও মমতা, প্রভাত-সমীর সঞ্চালিত তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রমোদলহরীতে খেলা করিতেছে, সৃষ্টির আনন্দপ্রবাহ হৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে অযুতধারায় বহিয়া যাইতেছে,—কিন্তু মন কিছুতেই উঠিতেছে না। আঁধার রাত্রির বিজলীর মত, অধরে কখনও একটু হাসির রেখা ফুটিতেছে, অথচ সে হাসির কোন অর্থ নাই ; দৃষ্টি শূন্যগর্ভ, চিত্ত চিরনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াও অধীর ? সঙ্গীত, সাহিত্য, সুহৃজ্জনের সংসর্গ, কাব্যকথা, প্রেমালাপ, ক্রীড়ার আমোদ, চিত্রের তুলিকা পর্য্যায়ক্রমে আদৃত, পরীক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে। অন্তর কিছুতেই নিবিষ্ট হয় না। ইহা কি ?

জীবনের এ অবস্থা যে অস্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কারণ, যাহা স্বাভাবিক, তাহা স্বাস্থ্যকর ; এবং যেখানে স্বাস্থ্য, সেখানেই প্রীতির পবিত্র উচ্ছ্বাস ও প্রফুল্লতা। যদি এ অবস্থা স্বাভাবিক হইবে, তাহা হইলে হৃদয় ইহাতে এরূপ ক্লিষ্ট ও জ্বালাদগ্ধ রহিবে কেন ?

পক্ষান্তরে, যাঁহার হৃদয় স্বভাবানুজাত স্বাস্থ্যসুখের প্রাণ-পদ স্পর্শে শীতল রহে, এ সংসার তাঁহার কাম্যকানন অথবা

কার্য্যভবন। পর্ব্বত অবধি পুষ্পস্তবক পর্য্যন্ত এ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার প্রীতি আছে। বিদ্যুতের বিনোদ নৃত্য, বজ্রের ভীম গর্জ্জন ; বৃষ্টি, বাত, শীত, গ্রীষ্ম, ফুল, ফল, লতা, পাতা, বিহঙ্গের বন্যগীত, বনচরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, ইহার কিছুই তাহার নিকট সুখ-শূন্য নহে ; এবং মনুষ্যের সুখ-দুঃখ, সম্পদ্, বিপদ, শস্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শিল্পের বিকাশ, বিজ্ঞানের প্রচার, বাণিজ্য ও রাজকার্য্য, সমাজের বিকাশ ও অধোগতি, নীতির নূতন সংস্করণ এবং জাতিবিশেষের উত্থান ও পতন, ইহার কিছুই তাঁহার নিকট নিঃসম্পর্ক বিষয় নহে। তিনি আপনাতে অনুরক্ত, অতএবই সংসারে লিপ্ত ও সংসারে আসক্ত। তাঁহার কর্ত্তব্যের আর অবধি নাই।

কিন্তু, আমরা মনুষ্য-মনের যে অবস্থাকে আঁকিয়া তুলিতে যত্নবান্ হইয়াছি, মনুষ্য যখন সেই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সে আপনাতেই আপনি বিরক্ত, অন্য কিছুতেই তাহার অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কি ? তখন সৃষ্টি থাকুক, কি সৃষ্টি বিলুপ্ত হউক, তোমার সমাজ ও সামাজিক বন্ধন সুরক্ষিত হউক, কি উচ্ছিন্ন যাউক, উভয়ই তাহার নিকট সমান কথা। তখন সে যৌবনে জরাজীর্ণ ; বাহিরের বসন্তসমীর তাহাকে কিরূপে দোলায়িত রাখিবে ? তখন সে আপনার অন্ধকারে আপনি আচ্ছন্ন ; জগতের কোন্ আলো তাহার চক্ষু আকর্ষণ করিবে ? সুতরাং এ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিতে পারে না যে, এই অবসাদ, এই অনুৎসাহ, এই গ্লানি ও এই ভার এক

ভয়ানক রোগ। কিন্তু হায়! এই রোগের মূল কোথায়? যদি ইহা রোগ বলিয়াই অবধারিত হইল, তবে কি ইহার প্রতিবিধান নাই? মনুষ্য শরীর-সম্পর্কে অতি সামান্য রোগের প্রশমনের জন্যও প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে;—অথচ, যে রোগে তাহার জীবনের সকল আশাই উন্মুলিত হয়,—জীবনের পারিজাত কানন ইহলোকেই দগ্ধ মরুর মূর্ত্তি ধারণ করে, তৎপ্রতি কি কেহই ফিরিয়া চাহিবে না?

আমরা মানব প্রকৃতির গতি ও পরিবর্ত্ত-রীতি যেরূপ পাঠ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বিশ্বাস যে উল্লিখিত মানসিক ব্যাধি দুইটি প্রচ্ছন্ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এবং সেই দুই পাপ,—জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ ও আলস্য।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ এবং চক্ষু কর্ণ ও হস্ত পাদ প্রভৃতি শারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে, প্রতিমনুষ্য-নিহিত জীবনী শক্তিরও সেইরূপ একটি চিরনির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারিত লক্ষ্য আছে। মনুষ্য ধনী হউক, কি নির্ধন হউক,—সে সিংহাসনের প্রান্তভাগে কিংবা প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে জন্মগ্রহণ করুক,—অথবা আপনার ললাটপট্টে দুঃখ ও দুর্গতির সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসুক, তাহার জন্ম ও জীবন, শিশুর লোষ্ট্র-নিক্ষেপের ন্যায় নিরর্থক নহে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, গ্যালিলিয়ো * এবং

---

* গ্যালিলিয়ো—পৃথিবীর একজন অতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ। ইটালীদেশের অন্তর্গত পিসা নগরে ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম

রাম, যুধিষ্ঠির ও ম্যাট্‌সিনি † প্রভৃতির জীবন যেমন সাধারণ ও বিশেষ ভাবে বিধিনির্দ্দিষ্ট ; যাহাদিগকে কেহ চিনে না, জানে না, মনুষ্য বলিয়া গণনায় আনে না,—মনুষ্যজ্ঞানে নিকটে আসিতে দেয় না, সেই অপরিচিত-নামা অলক্ষিত ব্যক্তিদিগের জীবনের লক্ষ্যও সাধারণ ও বিশেষভাবে সেইরূপ বিধিনির্দ্দিষ্ট। যে সংসারে অতি ক্ষুদ্র একটি বারিবিন্দুর উদয় ও বিলয়ও অনন্ত-বিস্তারিত নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা অনুশাসিত,—অতি ক্ষুদ্র একটি অঙ্গার-কণাও নিয়তির শাসন লঙ্ঘনপূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ হয় না, সেই সংসারে মনুষ্যের ন্যায় অনন্ত-তৃষ্ণাবিশিষ্ট, অনন্তোন্মুখ উন্নতজীব যে কোনরূপ প্রয়োজনের অনুসরণ বিনা শুধু লীলা করিতে আসিবে এবং কিছুদিনের তরে লীলা করিয়াই

এবং ফ্লরেন্স নগরের অনতিদূরে ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। যাঁহাদিগের প্রযত্নে জগতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছে, ইনি সেই পূজনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও একজন অতি পূজ্য মহাত্মা।

† ম্যাট্‌সিনি—ইটালীর অন্তর্গত জিনোয়া নগরে ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। পৃথিবীর আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে ইনি এক জন বিখ্যাত লোক। ইটালী কিছুদিন পূর্ব্বে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ উহার রাজরাজ্যেশ্বর ছিলেন। এইক্ষণ সেই ইটালী অষ্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া একটি সম্মিলিত ও দৃঢ়-গঠিত নূতন রাজ্য হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রযত্নে ইটালী এই নূতন একতা ও নবজীবন লাভ করিয়াছে, ম্যাট্‌সিনি তাঁহাদিগের চালক ও মন্ত্রনায়ক বলিয়া সম্মানিত।

তিরোহিত হইতে অধিকার পাইবে, এইরূপ কল্পনা করাও বুদ্ধির বিড়ম্বনা। বস্তুতঃ মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের এক একটি লক্ষ্য আছে, এবং স্বাভাবিক শক্তি ও চিত্তবৃত্তির অনন্যসাধারণ বিকাশ ও চরিত্রের অনন্যসাধারণ গঠনে যাহার যে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট কি নিরূপিত হয়, মানব-জীবনের সাধারণ নিয়মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে সেই লক্ষ্যসাধনই তদীয় জীবনের অদ্বিতীয় অথবা প্রধান কার্য্য। ইহাতেই তাহার সুখ, এবং ইহাতেই তাহার সার্থকতা। এই লক্ষ্য স্থির থাকিলেই তাহার জীবনের কেন্দ্র স্থির। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই গভীর সত্য অনেকের বুদ্ধিতেই স্ফুরিত হয় না,—অনেকের ইহা মনে থাকে না, এবং যাহাদিগের মনে থাকে, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকেরই নিজ জীবনের লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রহে না। তাহারা ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, মনের সাময়িক দুর্ব্বলতায় হউক, কিংবা বিশেষ কোন প্ররোচনার প্রাবল্যে হউক জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জীবন-তরীর হালি ছাড়িয়া দেয়, এবং অবস্থার নিপীড়নে, কিংবা সংসারচক্রের আবর্ত্তনে, পরিশেষে যেখানে গিয়া ঠেকে, সেখানে বসিয়া, কর্ত্তব্যমূঢ় বৃদ্ধের মত বিলাপ ও পরিতাপে দিনপাত করিতে রহে। তখন তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত জীবনের দুর্ব্বহ-ভারবহনে। স্বপ্ন ও জাগরণ সকল সময়েই সেই অসহ্য ভার। এইরূপ জীবন উদ্‌যাপন করা যে যার-পর-নাই ক্লেশকর—জীবন এই রূপে দুর্ভর হইয়া উঠিলে, কুসুমশয্যাও যে কণ্টকাকীর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান অনাবশ্যক।

তুমি তানসেন, তোমার হাতে রাফায়েলের * ঐ চিত্রতুলিকা কে তুলিয়া দিল? উহা কি তোমাকেই সুখী করিবে, না মনুষ্যেরই কোন কার্য্যে লাগিবে? প্রকৃতি তোমার অমানুষকণ্ঠে সঙ্গীতের সার-সুধা ঢালিয়া দিয়া তোমার দ্বারা মানুষ সর্পের বশীকরণ ও চিত্তোৎকর্ষ-সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তুমি সে ব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়া, তুলি ও বর্ণপাত্র লইয়া বসিয়া থাকিলে, তোমার এই জীবনে কি কখন সাফল্যসুখ অনুভব করিতে পারিবে? তুমি যদি তোমার ঐ চিত্রের তুলিকা লইয়া অহোরাত্র পরিশ্রম কর, সে শ্রম কি কোন দিনও তোমার কি অন্যের প্রীতিপদ হইবে? অথবা, প্রকৃতি তোমাকে, ভারবি কি ভবভূতির মনস্বিতা ও মনোমদ ভাষা-শক্তিতে অলঙ্কৃত করিয়া মানুষী ভাষার শক্তিসম্পদ্ ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের দ্বারা জাতিবিশেষের উন্নতি-বিধানের জন্য, সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি, সে কথা না বুঝিয়া, কিংবা বুঝিয়াও, তাহাতে অবহেলা করিয়া কোন এক বণিকের সুসজ্জিত কর্ম্মস্থলে বসিয়া, স্বর্ণাভরণ ক্রয় বিক্রয় করিতেছ, এবং সেই ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব লিখিতেছ। তুমি তোমার এই লক্ষ্যভ্রষ্ট নিষ্ফল-শ্রমে নির্ব্বৃতি কি শান্তির আশা

---

* ইটালী দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক অথচ অদ্য এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়েও ইঁহার কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ কমনীয় চিত্রপটসকল গুণগ্রাহী পণ্ডিতদিগের প্রাণনিহিত ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে।

করিবে কেন? কিংবা মনে কর, তুমি রিশলুর * শাসনী ক্ষমতা ও প্রখর প্রভুত্বশক্তি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রিশলু যেমন একটি উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যকে শুধু স্বকীয় শাসন-ক্ষমতায় একটা সাম্রাজ্যের মত সুদৃঢ়-গঠিত ও সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, মনে কর, তুমিও যেন ঠিক তেমনই সাম্রাজ্য গঠনের সামর্থ্য ও কর্ম্মকুশলতা লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছ। এক্ষণ জিজ্ঞাসা এই, তোমার সমুজ্জ্বল শক্তি-সামর্থ্য ও সম্মানার্হ কর্ম্ম-নৈপুণ্য, যদি বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে প্রযোজিত না হইয়া, অপথে ও ও কোনরূপ অপকৃষ্ট কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তুমি যদি রিশলুর মানব যন্ত্রচালনার উচ্চ ক্ষমতা লইয়া সুবর্ণকারের বাতযন্ত্র চালনায় উপবিষ্ট হও, তোমার কি কখনও জীবনে কৃতার্থ ও তৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? শঙ্করাচার্য্য যদি জগতে তত্ত্বজ্ঞানের পবিত্র পীযূষ বিতরণ না করিয়া কোন রাজার রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত হইতেন, অথবা ভক্তির পুতুল চৈতন্যদেব যদি জগতে ভক্তির অমৃত না বিলাইয়া বোনাপার্টির বীর-ব্রত গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন কি কখনও নিজের কিংবা পরের সুখাবহ হইত? তাদৃশ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট জীবন কি কোন অংশেও সুচারুবিকসিত মানব-জীবনের মোহনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকে চরিতার্থ করিতে পারে? ইহাই জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ।

---

* ফ্রান্সের অধিপতি ত্রয়োদশ লুইর প্রধান মন্ত্রী। যাঁহারা রাজ্য শাসনক্ষম রাজপুরুষ বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক।

জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ যদি পাপ, জীবনের কর্ত্তব্যবিষয়ে আলস্য ক্ষমার অযোগ্য, অসহনীয় মহাপাপ। জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ কোনস্থলে অজ্ঞানকৃত, এবং অনেকস্থলে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। আলস্য সর্ব্বতোভাবে এবং সকলস্থলেই ইচ্ছাকৃত অধঃপাত। ইহার আরম্ভ যেমনই কেন প্ররোচক হউক না, অবসান যার-পর-নাই ভয়ঙ্কর। ফলতঃ আলস্য উপেক্ষা কিংবা পরিহাসের কথা নহে। (চিন্তাশূন্য, মূঢ় মূর্খেরা আলস্যকে দুঃখের বিরাম বলিয়া মনে করিতে পারে, তরলমতি যুবজনেরা আলস্যকে আমোদ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িতে পারে, এবং ভ্রমরপ্রকৃতি কচিসম্প্রদায়ও আলস্যে হৃদয়ের বিলাস-সুখ অনুভব করিয়া উহাকে কল্পনার বিলোল চিত্রে চিত্র করিতে পারেন।) কিন্তু, বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর চক্ষে আলস্য অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণাজনক কলঙ্ক ও লজ্জাজনক দুষ্কৃতি আর নাই। আলস্যের নাম অকার্য্য। উহা মানবজীবনরূপ কল্পতরুর কোটরস্থ বহ্নি। একবার যদি উহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সমস্ত বৃক্ষটিকে ভস্মরাশি না করিয়া আর উহা বাহির হয় না। উহা হৃদয়-কুসুমের কীট। উহার বিষ-দন্ত আশার কর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলে। উহা শক্তিরূপে সুবর্ণের শ্যামিকা। আগুনে না পোড়াইলে সে দুরপনেয় মলিনতা আর কিছুতেই প্রক্ষালিত হয় না। উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের ভার—অরোগে রোগ, অশোকে শোক, অদুঃখে দুঃখ, অতাপে তাপ। যাহার বুদ্ধির জ্যোতি, দেশব্যাপী অন্ধকারকে ভেদ করিয়া সত্যের গৌরব বিস্তার করিবে বলিয়া আশা

ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে চাটুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন এক ধনিসন্তানের চিত্তবিনোদনে রত। যে, সমুচ্ছ্রিত বট-বৃক্ষের ন্যায়, বহু সহস্র প্রাণীর আশ্রয়স্থল হইবে আশা ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে মুষ্টিমিত ভিক্ষান্নের জন্য লালায়িত। যাহার উদয়োন্মুখী প্রতিভা দর্শনে বহুলোকের প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়া নাচিয়াছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে পণ্যাঙ্গনার উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত। যাহার নবোদ্গত কল্পনার কমনীয় কান্তি দেখিয়া অনেকেই বাহু তুলিয়া অভিবাদন করিয়া-ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে উদরের জ্বালায় কারারুদ্ধ। যাহার হৃদয়নিহিত তেজস্বিতা—যাহার আকাঙ্ক্ষা, আস্পর্দ্ধা, অভিমান ও অধ্যবসায় সমীপস্থ সকলের মনেই বিস্ময় জন্মাইয়া-ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে অঞ্চলবদ্ধ নর্ম্মসচিব। যে এক সময়ে পুরুষের মধ্যে পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পূজা পাইয়াছিল, —যাহার দৃষ্টি, দামিনীর দুঃসহ দীপ্তির ন্যায়, সহস্র দৃষ্টি শাসন করিত, যাহার জিহ্বা সহস্রাধিক হৃদয়কে নিত্য নূতন তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রাখিত, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে সকলের কাছেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত, সর্ব্বত্রই পাদ-দলিত। আলস্যের প্রথম ছায়াপাতেই জীবনের সকল উদ্যম এইরূপে বিনষ্ট হয়, এবং জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে। ইহার পরিণাম যে কি হইতে পারে, তাহা কয় জনে ভাবিয়া দেখে?

মনুষ্যের হৃদয় যে সমস্ত কার্য্যকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করে, মনুষ্য সেই সমস্ত কার্য্যে আপনা হইতে আপনি প্রথমতঃ আসক্ত

হয় না। পাপের দুর্গন্ধ বিকটচ্ছবি তাহার চিত্তে কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জন্মায়, এবং সে উহা হইতে ভয়ে ভয়ে দূরে রহিতে চাহে,—দূরে রহিতে পারিলেই ভালবাসে। কিন্তু আলস্য যখন হৃদয়কে অসার করিয়া তুলে—যখন আলস্যের প্রভাবে হৃদয়ের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে বিনাশ পায়, স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণা বিকৃত হইয়া যায়,—যখন অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই সেই কেমন এক শূন্য-শূন্য ও পুরাতন-শূন্যতায় পরিপূর্ণ জ্ঞান হইতে থাকে, তখন পাপজন্য পরিবর্ত্তনের নূতনতাও নিতান্ত প্রীতিকর হইয়া উঠে; এবং যাহাদিগের অধঃপাত অন্য কোন প্রকারে আশঙ্কিত হয় না, আলস্যের শূন্যহৃদয়তাই তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অধঃপাত সাধন করে। কিছুই ভাল লাগে না, অতএব কিছু একটা হইলেই যেন বাঁচি, এই এক চিন্তাই তখন হৃদয়ের একমাত্র চিন্তা, এবং বোধ হয়, সেই চিন্তাই অনেক দুঃখদগ্ধ ও ভারাক্রান্ত জীবনের আদি কাহিনী ও শেষ ইতিহাস।

আর এক প্রকারে দেখিতে গেলে, আলস্য ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহরূপে প্রতিভাত হয়। আমরা দেখাইয়াছি যে, আলস্য আর অকর্ম্মণ্য জীবন এক কথা। কিন্তু যাহাকে অকর্ম্মণ্য জীবন বল, তাহারই অপর অর্থ আত্মদ্রোহ, সমাজদ্রোহ ও বিশ্বদ্রোহ। অতএব যে অলস, সে এই ত্রিবিধ অপরাধেই সর্ব্বপ্রকারে দণ্ডার্হ ও নিগ্রহভাজন।

প্রথমতঃ আত্মদ্রোহ। বিধাতা তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন, তুমি সেই চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অন্ধ হইয়া রহিলে।

বিধাতা তোমাকে শ্রুতি দিয়াছেন, তুমি শ্রুতি সত্ত্বেও বধির হইয়া রহিতে যত্ন পাইলে। ইহা আত্মদ্রোহ। কেন না, ইহাতে আত্মার ক্ষতি। আর বিধাতা তোমাকে বুদ্ধি ও বিবেক দিয়াছেন, বুদ্ধি ও বিবেকের সমুচিত বিকাশেই তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কিন্তু, তুমি আলস্যবশতঃ সেই বিকাশের পথে ইচ্ছা সহকারে কাঁটা দিলে, অথবা আপনার উৎকর্ষসাধনে আলস্যের হেলায় খেলায় উপেক্ষা করিয়া ক্রমে একটি পশু হইলে। ইহাও আত্মদ্রোহ! কেননা, ইহাতেও তোমার আত্মার শোচনীয় ক্ষতি। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আলস্যে ও আত্মদ্রোহে কার্য্যতঃ কিছুই প্রভেদ নাই। কারণ, আলস্যে বুদ্ধি ও হৃদয় প্রভৃতি সমস্ত মনোবৃত্তিকেই অপ্রাকৃত করিয়া রাখে এবং আত্মহত্যারূপ আসুর কার্য্যে এক দিনে যাহা সম্পাদিত হয়, আলস্যও একটুকু একটুকু করিয়া ধীরে ধীরে, ঠিক তাহাই সম্পাদন করে। কিন্তু মনুষ্যের কি বিচার! যে ব্যক্তি কোন অসহ্য মনস্তাপে কিংবা অসহ্য শোকে একদিনে এক মুহূর্ত্তে আত্মহত্যা করিতে চাহে, তাহাকে সকলেই বিশেষরূপে শাসন করে, অথচ, যে বিনা শোকে ও বিনা মনস্তাপে, ক্রমে ক্রমে, আত্মহত্যা করিতে রহে, তাহাকে কোনরূপ শাসনের অধীনতায় আনিতে কেহই সেরূপ যত্নবান নহেন। এই উভয়ের মধ্যে অধিকতর নিন্দা কার?

দ্বিতীয়তঃ সমাজদ্রোহ। আলস্যের ফল যদি শুধু আত্মদ্রোহেই পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে যতই কেন

দুর্ব্বল হউক না, বলিবার একটা কথা ছিল। বলিতাম, আমার গলায় আমি সাধ করিয়া ছুরি দিব, তোমার তাহাতে সুখ-দুঃখ কি? আমার চক্ষু আমি আপনি উৎপাটন করিয়া ফেলিব, আমার কর্ণ আমি দগ্ধ শলাকাদ্বারা বেধ করিয়া বধির হইয়া থাকিব, আমার ভূমি আমি অমনি পতিত রাখিয়া আপনার চিত্ত পরিতৃপ্ত করিব, তোমার তাহাতে আসে যায় কি? এবং তুমি কেন সেই জন্য বৃথা অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে, অথবা আমাকে বৃথা নিগ্রহ করিতে সম্মুখীন হইয়া তোমার ও আমার উভয়েরই বিরক্তি জন্মাইবে? কিন্তু সামাজিক ধর্ম্ম আলস্যের এই গর্ব্বিত উক্তিতে মুহূর্ত্তের তরেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায়ের অটল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, এবং যে অলস, সে যে আত্ম-দ্রোহিতাতেই সমাজদ্রোহী, এই সত্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করে।

দেখ, আলস্যে কত প্রকার সমাজদ্রোহ। সমাজ-যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গই মানবশরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় অন্য অঙ্গ কর্ত্তৃক পরিতুষ্ট রহে, এবং যে অঙ্গ যে পরিমাণে অন্যদীয় বল শোষণ করিয়া লয়, সেই অঙ্গ সেই পরিমাণে প্রতিদানে আপনার প্রাণবল প্রদান করিয়া সামাজিক শক্তির সাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু যে অলস, তাহার শোষণ আছে, প্রতিদানে পর-পোষণ নাই। সে নেয়, অথচ কিছুই দেয় না। সে আদান-প্রদান-রূপ সমাজ-নীতির প্রত্যক্ষ পরিপন্থী, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বদা সমাজ-যন্ত্রের ঘোরতর অনিষ্ট-কর। সমাজের যাহা

কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সাধারণের শ্রম-লব্ধ। সেই শ্রম শারীরিক হউক, কিংবা মানসিক হউক, কিন্তু কোনরূপ সম্পত্তিরই বিনা শ্রমে উৎপত্তি নাই। যে অলস, সে এই শ্রমের অংশ বহন করে না; কিন্তু শ্রম-লভ্য বস্তুর ভাগ হরণ করিয়া সমাজের আংশিক দরিদ্রতার কারণ হয়। অপিচ, সমাজের যাহা কিছু বল, তাহা সাধারণের একতার ফল। কেহ বুদ্ধিবলে, কেহ বা হৃদয়-বলে, সমাজের পুষ্টিসাধন করে; এবং কেহ নীতিবলে, কেহ বা শারীর-বলে, সমাজের সামর্থ্য বর্দ্ধন করিতে প্রয়াস পাইয়া আপনার জন্ম-ঋণ পরিশোধে যত্নবান্ রহে। এইরূপে তিল তিল করিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলের বল-সঞ্চয়েই সমাজের সাধারণ-বল। কিন্তু যে অলস, সে সমাজের বল বৃদ্ধি করিবে দূরে থাকুক, ব্যাধিজীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত সমাজের কণ্ঠে সে বিলম্বিত রহে, এবং তাহার অযোগ্য ভার-বহনরূপ অনাবশ্যক কার্য্যেই সমাজ অকারণে অংশতঃ ক্ষীণবল হইতে থাকে। ইহাতে জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যে অলস, সে সামাজিকতার সূক্ষ্মবিচারে তস্করের তুল্যস্থানীয়। তস্কর যেমন দণ্ডার্হ, অলসও লোকতোধর্ম্মতঃ তেমনই দণ্ডার্হ। নীতির নির্ম্মল দৃষ্টিতে এ উভয়ের কোন অংশেই কোন পার্থক্য নাই।

তুমি কে যে তুমি আলস্যের বিলাস-দোলায় অর্দ্ধ-নিদ্রার মধুর-বিলাসে সময়পাত করিবে; আর আমি চৈত্রের রৌদ্র ও শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় বহিয়া তোমার জন্য ভোগ্যবস্তু আহরণ

করিব? তুমি কে যে তুমি বসন্তের পুষ্পিত বৈভবে অঙ্গ ঢাকিয়া বিরহবিলাপে বসিয়া থাকিবে; আর আমি তোমারই জন্য আমার এই ক্ষীণ শরীর ও দীন চিত্তকে অশেষপ্রকারে ক্লেশ দিয়া ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইব? হউক তোমার নাম হস্ত, আর আমার নাম পদ; অথবা তোমার নাম নাসিকা, আর আমার নাম নখ। কিন্তু তুমি আর আমি উভয়ই যখন সমাজের অঙ্গ, তখন তুমি যদি হস্ত কিংবা নাসিকার কার্য্য না করিলে, আমি কেন তোমার সম্পর্কে পদ কিংবা নখের কার্য্য-সাধনে রত রহিব? আমি দিবসের একার্দ্ধ মাত্র পরিশ্রম করিয়াই জীবন-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু, আমাকে যে সেই স্থলে সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিতে হয়, এবং তাহাতেও আমার উপযুক্ত সংস্থান কিংবা সংকুলান হয় না, তাহার প্রধান কারণ তোমার এবং তোমার মত আর কতকটির ঐ ঘৃণার্হ আলস্য; আমি ও আমার সমানধর্ম্মা ব্যক্তিরা, ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যে ভাবে আমাদিগের কঠোর কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি, তাহাতে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্গতির অভাবনীয় ক্লেশে ক্লিষ্ট হওয়া আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। কিন্তু তথাপি যে আমরা, সময়ে সময়ে, সেই ক্লেশের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি, তাহার প্রধান কারণ তোমার এবং তোমার মত আর দশজনের ঐ ঘৃণার্হ আলস্য। আমি ও আমার সমশ্রেণীর ব্যক্তিরা যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিয়াছি, এবং সেই শিক্ষা ও দীক্ষার মাহাত্ম্যে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা ও রুচি

যেরূপ প্রসারিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, তাহাতে সম্মান-স্বাধীনতার অমল স্বর্গেই আমরা সর্ব্বতোভাবে অধিকারী। কিন্তু, তথাপি যে, আমরা সামাজিক অপমান ও অধীনতার পঙ্কিল নিরয়ে কীটের মত পড়িয়া রহিয়াছি, তাহার প্রধান কারণ তোমার এবং তোমার অনুকারীদিগের ঐ ঘৃণার্হ আলস্য। অতএব তোমার ঐ আলস্যজনিত মহাপাতকে ধিক্ এবং যাহারা তোমার ঐ পাপময় আলস্যের অনুকরণ কিংবা অনুবর্ত্তন করিয়া মনুষ্যকে দুঃখের উপর দুঃখ দিতেছে,—সামাজিক দুঃখের ভার বাড়াইতেছে,—সামাজিক সুখের বিঘ্ন ঘটাইতেছে, তাহা-দিগকেও ধিক্।

তৃতীয়তঃ বিশ্বদ্রোহ। আলস্যের সহিত সমাজদ্রোহের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, আলস্যের সহিত বিশ্বদ্রোহিতার কিরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই বিশ্বের নিয়ম কার্য্য-তৎপরতা—এই বিশ্বের নিয়ম শ্রম। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যে কিছুই পদার্থ আছে, প্রত্যেকেই কোন না কোন কার্য্য করিতেছে, প্রত্যেকেই শ্রম-নিরত। প্রকাণ্ড সূর্য্য কিংবা প্রকীর্ণ পরমাণু,—অনন্ত নক্ষত্ররাশি অথবা অনন্ত খদ্যোতমালা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ ইহার কাহারও বিরাম নাই, কাহারও বিশ্রাম নাই। অদ্রির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ কর, অথবা অন্ধকারাবৃত গিরিগুহা কি সাগরগর্ভে প্রবেশ কর, দেখিবে কার্য্যের গতি সকল স্থলেই সমানরূপে অব্যাহত। বিশ্বের

অনন্ত সূর্য্যমণ্ডল যেমন গ্রহ উপগ্রহ লইয়া অহোরাত্র নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, সূর্য্যরশ্মিবিলসিত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ধূলি-কণাও আপনার কার্য্যে তেমনি অহোরাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে। জল চলিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, বিদ্যুতের অন্তঃস্রোত যাতায়াত করিতেছে ;—পরমাণু সকল যোগে ও বিয়োগে, সৃষ্টি ভাঙ্গিতেছে, ও গড়িতেছে, এবং রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি ত্রিবিধভাবে অনন্ত খেলা খেলিতেছে,—বিশ্বজনীন প্রাণ-প্রবাহ যোগ-বিয়োগের বিবিধ লীলায় অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে ; কোথাও ক্ষণকালের তরে যন্ত্রের বিরতি নাই। আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত, বিবর্ত্তের পর বিবর্ত্ত,—অঙ্কুরের পর পল্লবোদগম, পল্লবোদগমের পর ফুল, ফুলের পর ফল, এবং পরিণতি ও প্রক্রিয়ার পর প্রক্রিয়া ;—নিমিষের জন্যও জগদ্‌যন্ত্রের সেই ক্রিয়াশীলতার নিবৃত্তি কি নিরোধ নাই। প্রকৃতির এই অশ্রান্ত কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে মনুষ্যের আলস্য জনিত অকার্য্য কিরূপ নিসর্গ-নিষিদ্ধ, নিয়মবিরুদ্ধ অপ্রাকৃত ভাব, তাহা চিন্তা করিতেও এইক্ষণ শরীর কণ্টকিত হয়। ইহার পর কি জিজ্ঞাসা করিবে যে, অলসের জীবন কেন এইরূপ দুর্ব্বহ ভার ?

জীবনের ঐ ভার প্রকৃতির অঙ্কুশ-তাড়না ;—আসন্ন বিপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ, অথবা আরব্ধ ব্যাধির পূর্ব্বযাতনা। উহার অর্থ,—শঙ্কিত হও,—সাবধান হও,—ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মনুষ্য যখন জীবনের ভারে ঐ রূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃতি তাহাকে অস্ফুটস্বরে উপদেশ দেন যে—কার্য্য কর এবং

জীবনের কার্য্যে তৎপর হও; নহিলে জীবনে সজীবতা নাই! মনুষ্য যখন হৃদয়ের স্বাস্থ্য ও আত্মার স্ফূর্ত্তিতে বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তখন প্রকৃতি তাহাকে যন্ত্রণার অব্যক্তশাসনে প্রকারান্তরে বুঝাইতে থাকেন যে,—কার্য্য কর এবং জীবনের কার্য্যে তৎপর হও; নহিলে জীবনে শান্তি নাই। মনুষ্য যখন আপনাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দিয়া একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে—স্রোতের জলে তৃণের মত ভাসিয়া যায়, উত্থানের চেষ্টাও পরিত্যাগ করে, তখন প্রকৃতি তাহার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুতাপের অরুন্তুদ বেদনায় এইরূপ আদেশ করেন যে,—সময় থাকিতে উত্থিত হও,—সময় থাকিতে স্বশক্তির আশ্রয় লও,—বিধাতার এই কর্ম্মভূমিতে অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই।

মহত্ত্ব ও মিতব্যয়

এই দুয়ের স্বরূপ ও সম্বন্ধ

"What would life be without Arithmetic, but a sceno of horrors?" *

যাহারা বয়সে বালক না হইলেও বুদ্ধি-চাপল্যে বালক, অথবা যাহারা স্বভাবতঃ অবোধ না হইয়াও সংসারের গতি-

* গণিত বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে মনুষ্যের জীবন কি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যে পরিণত হইত!

নীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এই প্রবন্ধের শিরোনাম, কাচ-কাঞ্চন-সংযোগের ন্যায়, তাহাদিগের নিকট নিতান্তই বিসদৃশ অথবা বিরুদ্ধ সংযোগ বলিয়া বোধ হইতে পারে। কারণ, কোথায় নন্দনজাত কল্পপাদপের উচ্চতম উচ্চতা, আর কোথায়, তিমিরাবৃত গিরি-গহ্বরের নিম্নতম নীচতা! কোথায় কাব্যের কমনীয়-বিলাস, আর কোথায় কড়া ও ক্রান্তির কদর্য্য গণনা! কোথায় মহত্ত্বের চির-স্পৃহণীয় মাধুরী, আর কোথায় মিতব্যয়ের চির-বিতৃষ্ণাজনক ক্ষুদ্রচিন্তা! এই দুইয়ে কি কখনও কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়?

আমাদের বিশ্বাস এমন নহে, এবং এই জন্যই আমরা এই অতিলঘু প্রশ্নের নিকট গুরুভারাক্রান্তচিত্তে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি। আমরা ইহা জানি যে, এ জগতে যদি কিছু উপাস্য পদার্থ থাকে, সেই অতুল ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ মহত্ত্ব; এবং যিনি যে পরিমাণে মহত্ত্বের উচ্চ আদর্শকে, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা করিয়া, পূজা ও পরিপোষণ করিতে পারেন, তিনিই সেই পরিমাণে মনুষ্যজাতির পূজনীয় ও মনুষ্যত্বের বিশ্রাম-স্থল। আমরা ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি যে, এই সুবিস্তীর্ণ সংসার-মরুতে যদি কিছু আদরের বস্তু থাকে, সেই বস্তু মহত্ত্ব; এবং যিনি যতটুকু মাত্রায় মহত্ত্বের আদর করিতে জানেন, তিনিই ততটুকু মাত্রায় মনুষ্যমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন সুহৃদ্। আমরা ইহাও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে, মহত্ত্ব কাব্যের প্রাণ-প্রিয়ধন, কল্পনার চিরবাঞ্ছিত লীলা-

কানন, ধর্ম্মের প্রিয়তম পার্থিব নিকেতন, এবং যাহা মহত্ত্বের সার, তাহাই মাধুর্য্যের প্রকৃত প্রস্রবণ।

কবিতা স্বভাবতঃই মনুষ্যের হৃদয়-হারিণী হয় কেন? এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর হইতে পারে। সংসারে যাহা দেখিতে পাইনা, কবিতার কমনীয় স্নিগ্ধ আলোকে কখনও কখনও সেই স্পৃহণীয় শোভা নয়নগোচর হয়, এই জন্য কবিতা হৃদয়-হারিণী। সর্ব্বত্র যাহা শুনি না, কবিতার অস্ফুট আলাপে সময়ে সময়ে সেই প্রীতিপবিত্র মধুরধ্বনি মনুষ্যের শ্রুতিপথে প্রবেশ করে, এই জন্য কবিতা হৃদয়-হারিণী। অথবা, পৃথিবীর ফুলে ও ফলে, কিংবা পৃথিবীর কোন বস্তুতেই, যে রসের, স্বাদ পাই না, কবিতায় কদাচিৎ তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় রস-স্বাদে কৃতার্থ হই, এই জন্য কবিতা হৃদয়-হারিণী। কিন্তু এই সমস্ত উত্তরের উপর সর্ব্বপ্রধান উত্তর এই যে, মাটির মানুষ, প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং স্বার্থ ও প্রয়োজনের শাসনে, মহত্ত্বের যে উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, কবিতার অপার্থিব মানুষ, সেই দুর্নিরীক্ষ্য ও দুরারোহ উচ্চতায় অবলীলাক্রমে উত্থিত হইয়া, মনুষ্যের কলুষপঙ্কিল কল্পনাকে যেন কি এক অলৌকিক শক্তির সহিত ক্রমশঃই সেই ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ কিংবা আহ্বান করে,—মনুষ্যকে ক্ষণকালের জন্য হইলেও ক্ষুদ্রতা ও নীচতার নিম্নভূমি হইতে সবলে তুলিয়া লইয়া মহত্ত্বের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আলেখ্য দেখাইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহিত করিয়া রাখে; এই-

জন্যই কবিতা মনুষ্যের হৃদয়গ্রাহিণী। পৃথিবীতে যে কয়খানি কাব্য আছে, মহত্ত্বই মূলমন্ত্র। যে কাব্য, এই মন্ত্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপাতের আপাতমধুর সঙ্গীত শুনাইয়া, মনুষ্যের মন ভুলাইতে যত্ন পাইয়াছে, তাদৃশ বিকট বস্তুকে কাব্য বলা শব্দশাস্ত্রের বিড়ম্বনা।

অপিচ, ধর্ম্ম মনুষ্যের মন এবং মনুষ্য-সমাজের উপর স্বভাবতঃই প্রভুর ন্যায় আধিপত্যস্থাপনে সমর্থ হয় কেন? রাজরাজেশ্বর সম্রাট্ তাঁহার সিংহাসনের উপরে বসিয়া যাহাদিগকে চালনা করিতে সক্ষম * হন না, রাজপথের একজন সামান্য ভিক্ষু, শুধু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, তাহাদিগকে বিনা মূল্যে কিনিয়া লইতে অধিকারী হয় কিসে? এই প্রশ্নেরও অনেক উত্তর করিতে চেষ্টা করিয়া চিন্তার নিভৃত-নিবাসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি আপনার অন্তরের স্থান হইতে এই উত্তর পাইয়াছেন যে,—কাব্যের ন্যায় ধর্ম্মেরও প্রধান লক্ষ্য মহত্ত্বে, এই জন্যই ধর্ম্ম মনুষ্যজগতের অধিপতি ও মনুষ্য ধর্ম্মের অধীন। বিশ্বসমুদ্রের বিবর্ত্তনে জীবের পর জীবের বিকাশ হইয়াছে, নিকৃষ্টের পর উৎকৃষ্ট—এবং উৎকৃষ্ট পরম্পরায় সর্ব্ব-

* সংস্কৃত সাহিত্যে সক্ষম শব্দের ব্যবহার নাই; বাঙ্গালায় আছে। বাঙ্গালায় উহা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত, অথচ ব্যাকরণ অনুসারে শুদ্ধ। ভাববাচি ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত ক্ষম বিশেষ্য। অর্থ সামর্থ্য, শক্তিমত্তা। সুতরাং সক্ষম ও সমর্থ এই শব্দ একার্থবোধক, মান্ততা হেতু উপান্ত অকারের বৃদ্ধি নিষেধ।

শ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং সেই জীব-জগতের জীবন-প্রবাহে মহত্ত্বের আদর্শরূপ মানসকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া আজি মনুষ্যকে প্রবৃত্তিজন্য মোহ ও স্বার্থপরতার নিগড় ভাঙ্গিতে শিক্ষা দিতেছে। এমন যে আরাধনার ধন,—মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট কোন্ ব্যক্তি ইহাতে উপেক্ষা করিতে পারে? এই পৃথিবী যে দিন ইহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও ভজনালয় হইতে মহত্ত্বের সকল প্রকার কল্পিতমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমুদ্রজলে ভাসাইয়া দিবে, এবং সেই সকল শূন্য দেবালয় ও ভজনালয়ে নিকৃষ্টসম্পদের নানাবিধ বিকটবিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজার আয়োজনে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিবে পৃথিরাজের সেই দিন পশুনিবাসের কোন পার্থক্য থাকিবে কি না সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ। কেন না মনুষ্য আপনার মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হইয়া, প্রয়োজনের অনুরোধে কিংবা পাশব-শক্তির পীড়ন ভয়ে পিশাচের নিকটেও মাথা নোয়াইতে পারে। ইহা মানব-জাতির পুরাতন কলঙ্ক এবং এ কলঙ্ক শীঘ্র যে পুঁছিয়া যাইবে এমন আশা অতি দুর্ব্বল। কিন্তু যদি প্রীতি ও ভক্তির অনুরোধে মাথা নোয়াইতে হয়, তাদৃশ স্থান মহত্ত্বের পাদপীঠ। সুতরাং মহত্ত্বের উপাসনা যদি পৃথিবী হইতে একেবারে প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রীতি অথবা ভক্তির আর অবলম্ব থাকে কোথায়? এবং যেখানে প্রীতি নাই ও ভক্তি নাই, অথবা প্রীতি ভক্তি যেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, কে সেই প্রত্যক্ষ নিয়মে সাধ করিয়া বাঁচিয়া থাকে?

এই সকল কথা ভাবিয়াই বলিয়াছি যে, মনুষ্যজগতে মহত্ত্বের তুলনা নাই। মহত্ত্ব যদি পর্ণকুটীরে লতাপাতার আচ্ছাদনে পড়িয়া থাকে, সেই পর্ণকুটীরও স্বর্ণপ্রাসাদ হইতে সুন্দর দেখায়; মহত্ত্ব যদি অসংখ্যগ্রন্থিযুক্ত জীর্ণাম্বরে পরিহিত রহে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও সেখানে লজ্জায় নিষ্প্রভ হয়। বাহিরের শোভা ও বাহিরের সুচিক্কণ কারুকার্য্য ক্ষুদ্রতারই উপযুক্ত আবরণ। মহত্ত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কোনরূপ কৃত্রিম সহায়তার অপেক্ষা করে না। উহা যদি বাহিরের সকল প্রকার কান্তি ও কমনীয়তাতে বঞ্চিত হইয়া আপাততঃ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ন্যায়ও প্রতীয়মান হয়, তথাপি উহার গৌরব ও সৌরভ কালসহকারে দিগন্ত ছড়াইয়া পড়ে, এবং যাহার চক্ষু আছে, সেই যেমন প্রাতঃসূর্য্যের প্রফুল্লজ্যোতিঃ দেখিয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকে, সেইরূপ যাহার চিত্ত আছে, সেই মহত্ত্বের প্রদীপ্ত অথচ প্রসন্ন প্রতিভাদর্শনে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া রহে।

কিন্তু সে মহত্ত্ব কি?—পরার্থ আত্মশাসন, পরার্থ আত্মসুখ বিসর্জ্জন। উচ্চাভিলাষ, উচ্চস্পর্দ্ধা, মান ও মনস্বিতা, সাহস ও শৌর্য্য, এ সকল ভাবও মহত্ত্বের উপাদান বলিয়া সদ্‌যুক্তিসহকারেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। যখন দেখিতে পাই যে, ভয়ে যিনি যমের নিকটও দৃষ্টি সঙ্কোচন করেন না, স্নেহে তিনি শিশুর নিকটও গলিয়া পড়েন, ন্যায়ের শাসনে শত্রুকেও তিনি সম্মান করেন, এবং সত্য ও সাধুতার অনুরোধে অনুগত জনের আনুগত্য

অবলম্বনেও তিনি অভ্রূভঙ্গ রহেন, আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র, এবং তিনি মহান। কারণ যে মহত্ত্বের উপাসনা করে না, সে কখনও শক্তিসত্ত্বে শক্তিসংযম করিতে ইচ্ছুক হয় না, এবং বৈভবের সহিত বিনয়ের মিশ্রণ কিরূপ মধুর মনোহর, তাহা বুঝিয়া উঠে না। যখন দেখিতে পাই যে শাকান্নমাত্র যাঁহার সম্বল, তিনি আত্মাবমাননা ও আত্মবিক্রয়ের মূল্যস্বরূপ সাম্রাজ্যসম্পদ্‌কেও পদতলে দলন করিতে সাহস পাইতেছেন—তৌলদণ্ডের একদিকে পৃথিবীর ভোগসুখ আর এদিকে আপনার সম্মানরূপ তুলসী-পত্রকে তুলিত করিয়া সেই তুলসীটিকে তিনি অধিকতর ভার-বিশিষ্ট মনে করিতেছেন; অথবা অবস্থার অজেয় অত্যাচারে পরাজিত হইয়াও অন্তরে অপরাজিত রহিয়াছেন; অদৃষ্টচক্রের অন্তস্তলে নিপতিত হইয়াও আত্মার বল, আত্মার বীরতা, উচ্চা-ভিলাস ও উচ্চতর আধ্যাত্মসামর্থ্যে আপনাকে আপনি মনুষ্যত্বের উন্নত ভূমিতে ধ্রুবনক্ষত্রবৎ স্থির রাখিতে সক্ষম হইতেছেন; আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র এবং তিনি মহান্। কারণ, যে মহত্ত্বের উপাসনা করিতে জানে না, সে সুখ ও সম্মানের তুলনায় কখনও সম্মানের মূল্য অবধারণ করিতে পারে না; এবং মনুষ্য যে শারীর-বল ও সম্পদ্-বলের উপরে মানসিক বলেও বলীয়ান্ হইতে পারে, ইহা কোন ক্রমেই তাহার ভোগ-বিমূঢ় জড়বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় না। যখন দেখি যে, বিঘ্নবিপত্তির ভয়ঙ্কর ঝটিকা-

বর্ত্ত যাঁহাকে এক পদ হেলাইতে পারে নাই, সুখ-সঞ্জাত স্নিগ্ধ সমীরণের মৃদুল দোলনেই তিনি কৃতজ্ঞতার ভরে ঢুলিয়া পড়িয়াছেন,—আপদের পর্ব্বত-ভরেও যিনি নুইয়া পড়েন নাই, প্রীতি অথবা পুষ্পভরেই তিনি নত হইয়াছেন, বিদ্বেষের বিষাক্ত বাক্যও যাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই, ভক্তির অস্ফুট-মধুর সম্ভাষণমাত্রেই তিনি অন্তরে স্পৃষ্ট হইতেছেন, তখন আমরা অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র, এবং তিনি মহান্। (কারণ, যেখানে সূর্য্যের আলোক আভাত হয় না, সেখানে যেমন ফুল ফোটে না, ফল ফলে না সেইরূপ যেখানে মহত্ত্বের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় না, সেখানেও এই সমস্ত লোকোত্তর গুণরাশি বিকসিত হইবার স্থান পায় না।) কিন্তু উচ্চতার যেমন উচ্চতর উচ্চতা আছে, গভীরতার সম্পর্কেও, যেমন গভীরতর গভীরতা সম্ভবপর হয়, মহত্ত্বেরও সেইরূপ মহত্তর উৎকর্ষ আছে। এই উচ্চতম মহত্ত্ব—পরার্থা প্রীতি,—পরার্থ আত্মশাসন,—আত্মসুখ বিসর্জ্জন,—আত্মোৎসর্জ্জন।

মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বসুখ-নিরত। সে আপনার বিনা আর কিছু জানে না, আপনার বিনা আর কিছু বোঝে না, আপনার বই আর কিছুরই সংবাদ লইতে অবসর পায় না। এইরূপ আত্মচিন্তা প্রাণিমাত্রেরই অপরিহার্য্য গতি। ইহা যেমন মনুষ্যে আছে; পশুপক্ষীকীট-পতঙ্গাদিতেও তেমনিই বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা যাহার জীবনশক্তির প্রণোদিনী এবং শীতবাত

যাহার স্বাভাবিক শত্রু, সে ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ছাড়িয়া আগে আপনার ভাবনা না ভাবিয়াই পারে না। আপনার ভাবনা ভুলিয়া গেলে, তাহার জীবনশক্তিই নিরবলম্বন হইয়া ম্রিয়মাণ হয়। কিন্তু প্রকৃত মহত্ত্ব সেই আপনার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে পরের ভাবনাকেও আপনার করিয়া লয়, এবং সময়ে সময়ে, যেন আপনারই উচ্ছ্বাসে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া,—যেন আপনারই প্রভাবের স্রোতোবেগে আপনি প্রবাহিত হইয়া পরার্থ আপনাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে, এবং কুত্রচিত কখনও সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দেয়।

তুমি সকলের ভাগ বলে বা ছলে কাড়িয়া আনিয়া আপনার মুখারবিন্দে তুলিয়া দিতেছ। ইহা তোমার মহত্ত্ব নহে। ইহা তোমার বাহুবলের নিদর্শন মাত্র। বনের বাঘও এইরূপ অথবা ইতোধিক প্রবলতর ক্ষুৎপিপাসার পাশবশক্তি নিত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু, তুমি যখন, আপনার মুখের গ্রাস অধিকতর ক্ষুধিত অন্য কাহারও মুখে তুলিয়া দিয়া, আপনি একটু ক্লেশ স্বীকার কর, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি পূজাস্পদ। তুমি, বর্ণবিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, আপনি আপনার বিলোল শোভা নিরীক্ষণ করিতেছ। ইহা তোমার মহত্ত্ব নহে! ইহা শুধু তোমার বৈভব-শালিতারই প্রমাণ! কবিতা শিশুকণ্ঠ-সাহায্যেও এই নীতি শিখাইতে প্রয়াস পাইয়াছে যে, মনুষ্য বেশভূষার বৈচিত্র্যবিষয়ে ময়ূর ও মক্ষিকার নিকটও আসন পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু, তুমি যখন, আপনার বেশ ও

আপনার ভূষার কথা বিস্মৃত হইয়া আপনা হইতে দুঃস্থ অন্য কাহারও অঙ্গে একখানি বস্ত্র তুলিয়া দেও, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি মনুষ্যের শিক্ষাস্থল। তুমি শুদ্ধ আপনার সুখ ও আপনার দুঃখের সঙ্কীর্ণচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, আপনার প্রলাপ ও বিলাপ লইয়া জীবন-যাপনে রত রহিয়াছ,—আপনাকেই জগতের কেন্দ্রস্থানীয় মনে করিয়া আপনার আনন্দে আপনি ভাসিতেছ, আপনারই বেদনায় আপনি কাঁদিতেছ, ইহা তোমার মহত্ত্বের পরিচয় নহে। ইহাতে এই মাত্র বুঝায় যে, এ জগতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও লক্ষ লক্ষ জীব, যেমন এক আপনারই সুখের অন্বেষণে দেহ পাত করিয়া, বিস্মৃতির সমাধিমন্দিরে শয়ান হইয়াছে, তুমিও তাহাদিগেরই এক জন। কিন্তু, তুমি যখন পরকীয় ন্যায্য সুখের জন্য আপনার অন্যায্য সুখকে পরিত্যাগ কর,—পরের তীব্রতর দুঃখে আপনার সামান্য দুঃখ ভুলিয়া যাও, পরের জন্য কাঁদ,—অথবা নির্ভয়ে, নিস্পৃহহৃদয়ে এবং অভিমানের উপর উচ্চতর অভিমানে, আপনার মান পরকীয় মানের নিকট বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হও,—আপনার সমুজ্জ্বল মনস্বিতাকে আঁধারে রাখিয়া, পরের চিত্তবিনোদনে—পর-প্রীণনে প্রীতি অনুভব কর, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি গুরুস্থানীয়!

প্রকৃত মিতব্যয়ের পরিণামফল, চরমলক্ষ্য এবং মূলসূত্রও ঐরূপ পর-পোষণ ও পরার্থ আত্মোৎসর্জ্জন। কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নহে। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম। কার্পণ্য অভ্যাসগত লোভের শাসনে অভ্যাসজাত সঞ্চয়;

মিতব্যয়িতা উদ্দেশ্যবিশেষের উচ্চতর অনুরোধে ইচ্ছাকৃত সংগ্রহ। কার্পণ্যের আদি চিন্তা আত্মসুখ, মিতব্যয়িতার আদি চিন্তা পরের সুখ! কার্পণ্যের যত কিছু উৎকণ্ঠা, তাহা আপনার নিমিত্ত। মিতব্যয়িতার যত কিছু উৎকণ্ঠা, তাহা পরের নিমিত্ত। এমন স্থলে এই দুইকে এক জ্ঞান করিতে যাইবে কেন? যাহারা কৃপণ তাহাদিগকে ঘৃণা কর, তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যাহারা শক্তি সত্ত্বেও ক্ষুধাতুরকে এক মুষ্টি অন্ন এবং তৃষ্ণাতুরকে এক ফোঁটা জল না দিয়া, গভীর রাত্রিতে কুসীদ-গণের কষ্টচিন্তায় ডুবিয়া রহে, সহৃদয় আর্য্যসন্তানেরা যে প্রাতঃ-সময়ে তাহাদিগের নাম গ্রহণেও কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হন, ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ দীনচিত্ত ও ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ সামাজিক নিগ্রহ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি, মুষলধারার বৃষ্টির মধ্যে দ্বারস্থ অতিথিকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়া, আপনার মনের আনন্দে সুখপর্য্যঙ্কে শয়ান থাকে, তাহাদিগের নামোচ্চারণে অন্নব্যঞ্জন নষ্ট না হউক, চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও হর্ষ অবধারিত বিনষ্ট হয়। এইরূপ পিত্তদগ্ধ ব্যক্তিরা বৃথা এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, বৃথা এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। কবি এইরূপ স্বর্ণভার-নিপীড়িত সমৃদ্ধদরিদ্রদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"তুমি ধনী হইলেও দরিদ্র। গর্দ্দভ যেমন উহার নিপীড়িত পৃষ্ঠে পিণ্ডীভূত সুবর্ণরাশির ভার বহন করে, তুমিও সেইরূপ পুঞ্জীভূত ধনের ভার বহিয়া পথশ্রমমাত্র করিতেছ

এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তোমায় সেই ভার হইতে বিমুক্ত করিতেছে।” *

কিন্তু যাঁহারা পরের ভাবনা ভাবিয়া আপনারা মিতব্যয়ী হন, পরকে একমুষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্য আপনারা এক মুষ্টি কম খান, পরকে সুখসম্ভোগে একটুকু অধিকারী করার অভিলাষে আপনাদিগের সুখসম্ভোগের চক্র একটুকু সঙ্কোচন করেন, তাদৃশ মিতাচার-পরায়ণ মহাত্মাদিগকে কৃপণ বলিলে পাতক হইবে! তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যশ্লোক। তাঁহাদিগের মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত কর।

সুতরাং এইক্ষণ প্রত্যক্ষ দেখ, মহত্ত্বের সহিত মিতব্যয়ের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং ইহা, সমান পরিধির ক্ষেত্র না হইলেও, সমকেন্দ্রবদ্ধ। মহত্ত্বের অর্থ মিতব্যয় এবং মিতব্যয়ের অর্থ মহত্ত্ব, এমন কথা আমরা বলি নাই। কিন্তু মহত্ত্বের গতি যে দিকে, মিতব্যয়ের পরিণতিও সেই দিকে এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে মহত্ত্বের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার কর কি? তাহা হইলে মিতব্যয়ী হও। যে মিতব্যয়ী হওয়া কষ্ট

---

* "If thou art rich, thou art poor;
For like an ass, whose back with ingots bows,
Thou bearest the heavy riches but a journey,
And Death unloads thee."

(Shakespeare)

জ্ঞান করে, সে কখনও আপনার সমস্ত কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে না। জনকজননী ও স্ত্রীপুত্রপরিজনের ভরণপোষণ এবং ন্যায়তঃ পাল্য আশ্রিতদিগের লালন পালন মনুষ্যমাত্রেরই অনুল্লঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। মনু, কর্ত্তব্য-বুদ্ধির কঠোর মূর্ত্তি দর্শনে, যেন একটু ভীত হইয়াই, মনের তদানীন্তন আবেগে এই অসঙ্গত ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, "যদি শত অপকার্য্য করিতে হয়, তাহাও বরং করিবে, তথাপি পরিজনকে গ্রাসাচ্ছাদনে ক্লেশ দিবে না। যাহারা ইহাদিগের ভরণপোষণে উদাসীন হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সমস্ত পুণ্যই পয়োমুখ বিষকুম্ভের সমান।" * কিন্তু যাহারা স্বসুখ-লালসা ও ভোগপিপাসার প্রমত্ততায় অমিতব্যয়ী হয়, তাহাদিগের পরিজনেরা প্রথমে কিরূপ উপেক্ষিত এবং পরিশেষে কিরূপ অপার দুঃখ-সমুদ্রে নিপতিত হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখ। যে সকল সুকোমলপ্রকৃতি শিশু এক সময়ে আদরের পুতুল ছিল, পিতার অমিতব্যয়িতায় আজি তাহারা অনাথনিবাসের অতিথি, অথবা ভিক্ষান্নের জন্য লালায়িত। যাঁহারা, একসময়ে অন্তঃপুরে কমনীয় উদ্যানে কুসুমের মত বিকসিত ছিলেন, পতি কি পরিবারস্থ

---

* "বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তং ভরেৎ॥" ইত্যাদি
(মনুসংহিতা)

অভিভাবকের অমিতব্যয়িতায়, আজি তাঁহারা তীর্থাশ্রমের কাঙ্গালিনী। যদি ইহার পরও অমিতব্যয়িতাকে সামাজিক মনুষ্যমাত্রেই ঘোরতর পাতক বলিয়া ঘৃণা করিতে না শিখে, এবং মিতব্যয়িতার সহিত কর্ত্তব্যের কঠোরধর্ম্ম সুতরাং মহত্ত্বের পূজার্হ ধর্ম্মভাবের কিরূপ নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, সকলে তাহা না বোঝে, তাহা হইলে বলিব যে, মনুষ্যের চক্ষু কিছুতেই ফুটিবার নহে।

তুমি স্বদেশ ও স্বজাতির প্রকৃত হিতকর সেব্য এবং লোক সমাজের উপকার-চেষ্টাকে মহত্ত্বের অঙ্গ বলিয়া মানিতে সম্মত হইবে কি? তাহা হইলে মিতব্যয়ী হও। যে, জীবনের প্রথম হইতেই, মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয়, তাহার নিকট স্বদেশ স্বজাতি অথবা স্বসমাজ, ইহাদের কাহারও কোন প্রত্যাশা নাই। যাঁহারা পূর্ব্বসঞ্চিত কিংবা উপার্জ্জিত অর্থরাশি দ্বারা জগতের উপকার করিয়াছে—স্থানে স্থানে শিক্ষার মঠ স্থাপন করিয়া অনাথ ও অসহায় শিশুদিগের পিতৃস্থানীয় হইয়াছে, এবং এইরূপে অথবা অন্য প্রকারে মনুষ্যত্বের বিকাশ-কার্য্যে প্রকৃতির সাহায্য করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র হইতেও শ্রেষ্ঠতর প্রাকৃতশক্তি বলিয়া গণনার মধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যাঁহারা স্থানে স্থানে ঔষধের আশ্রম সংস্থাপন দ্বারা দীন-দুঃখীর রোগ-জীর্ণ অঙ্গে ঔষধের শান্তিপ্রদ প্রলেপবৎ অনুভূত হইয়াছেন; পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া আশ্রমহীন পথিকদিগকে প্রণয়িজনের অপ্রত্যক্ষ প্রিয়সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন,—অপ্রত্যক্ষ কোমলস্পর্শে

শীতল করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যাঁহারা পতিত সমাজের পুনঃসংস্কার-বাসনায়, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সভ্যতারূপ স্পৃহণীয় সম্পদের প্রকৃত বিকাশের উপযোগী বিবিধ কর্ম্ম যন্ত্রের গঠন ও চালনে প্রভূত অর্থবলের চালনা করিয়া, যন্ত্রী বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন,—আগুনের জিহ্বায় হাত দিয়াছেন, সাপের ফণা ছিঁড়িয়া আনিয়াছেন, বাঘের দাঁত উপাড়িয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারাও স্বজীবনে মিতব্যয়ী ছিলেন! যদি এই সকল পুরুষার্থসার্থক প্রধান মনুষ্যেরা অর্থকে একহাতে উপার্জ্জন করিয়া, চৈত্রবায়ু-তাড়িত শক্তুর ন্যায়, আর একহাতে উড়াইয়া ফেলিতেন, অথবা উচ্ছৃঙ্খলতার অবতারের ন্যায় পুরুষপরম্পরাগত সম্পত্তিকে সুসেব্য ও অসেব্য নানাবিধ ভোগে ও সুখে ভাসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে হয় ত মধুলুব্ধ মক্ষিকার মত মাক্ষিক-প্রকৃতির মনুষ্য তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া, মধুর স্বরে গুণ্ গুণা করিত। কিন্তু, কে তাঁহাদিগের নাম শুনিত? কে তাঁহাদিগের নাম লইত? কে তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিয়া মহত্ত্বের গুণানুবাদে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত?

ইহাও দৃষ্ট না হয় এমন নহে যে, এই পৃথিবীর অনেক সরলমতি ও সুকুমার প্রকৃতি ব্যক্তি ব্যয়সম্বন্ধীয় উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রকৃতই উদারতার লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং মিতব্যয়ের বুদ্ধিকে মহত্ত্বের সমকেন্দ্রবদ্ধ নীতিরেখা বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক, অপব্যয়ীর নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় ভাবকেই মহত্ত্ব, অভিমান

ও শক্তিমত্তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা হৃদয়াংশে নিকৃষ্ট নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই বিচিত্র জ্ঞানাংশে তাঁহারা নিঃসন্দেহ ভ্রান্ত। সংসারে যেমন অনেকেই ভাল ভাবিয়া ভ্রমে পড়িয়া থাকে, তাঁহারাও বস্তুতঃ ভাল ভাবিয়াই ভ্রমে পড়িয়া আছেন। নাম নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেলি * সেরিডেন † এবং গোল্‌ড্‌স্মিথ ‡ প্রভৃতি অতিবড় ভাল এবং অতিবড় উচ্চাশয় কতকগুলি পুরুষকে এ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই

* পর্‌সি বিশ সেলি ইংলণ্ডের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি বিখ্যাতনামা বাইরণের সমসাময়িক এবং বাইরণের একান্ত প্রীতিভাজন সুহৃৎ ছিলেন। ইঁহার গুণরাশি স্মরণ করিয়া এখনও অনেকে ইঁহাকে ভক্তি করেন, এবং ইঁহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম চিন্তা করিয়া দুঃখে অবসন্ন হন। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়, এবং ইনি ৩০ বৎসর বয়সের সময়ে জলে ডুবিয়া মৃত্যুর গ্রাসে নিপতিত হয়েন।

† রিচার্ড ব্রিন্‌স্‌লী সেরিডেন, চতুর্থ জর্জ্জের সমসাময়িক ও সুহৃৎ। ইনি প্রহসনাদি রচনা দ্বারা প্রথমে সুপরিচিত হন এবং পরিশেষে পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ বক্তা বলিয়া ইংলণ্ডে সম্মান লাভ করেন। ইনি জীবনের শেষভাগ ঋণ-যন্ত্রণায় ও রোগ-যন্ত্রণায় যার-পর-নাই কষ্ট-দুঃখে মানবলীলা সংবরণ করেন।

‡ অলিবার গোল্‌ড্‌স্মিথ সুপ্রসিদ্ধ লেখক, সুকবি এবং জন্‌সনের সুহৃৎ। ইনি দাতা, পরোপকারী এবং যার-পর-নাই অমিতব্যয়ী ছিলেন। ইনি অর্থাভাবে এক এক সময়ে অন্নকষ্ট পাইয়াছেন, এবং অশেষ প্রকারে অপমানিত হইয়াছেন।

জীবন-চরিত উদারতা ও অমিতব্যয়িতার মিশ্রণজন্য দগ্ধহলাহলে মনুষ্যের স্মৃতিপটে দগ্ধাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু,তাঁহারা যদি বুঝিতে পাইতেন যে, আত্মাবলম্বন ও আত্মনির্ভর প্রভৃতি মহত্ত্বের যে সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে অভিমানে আবৃত ও আত্মগত, মিতব্যয়রূপ পরিণাম মধুর কঠোর ব্রতের সঙ্গে সেগুলিরও অতি দুশ্চেদ্য সম্বন্ধ, তাহা হইলে অভিমানের নামেই তাঁহারা মিতব্যয়ী হইতেন। তাঁহারা যদি বুঝিতে পারিতেন যে আপনাকে গলগ্রহ করিয়া রাখা, অথবা আপনার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার ভার অন্যের উপর ফেলাইয়া দেওয়া, যার-পর-নাই অনুদারতার কার্য্য, তাহা হইলে উদারতার নামেই তাঁহারা মিতব্যয়ের আশ্রয় লইতেন। তাঁহারা যদি বুঝিতে পারিতেন যে, যিনি সকল শক্তির আদি শক্তি এবং বিশ্বশক্তিতে শক্তিময়ী, সেই প্রাণাশ্রয়া প্রকৃতির অতি সামান্য একটি বস্তুও অপব্যয়ে যায় না, কিংবা অমিতবলে ব্যবহৃত হয় না,—যদি তাঁহারা বিজ্ঞানের বিমল চক্ষু লইয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন যে, প্রকৃতি এই বিশ্বভাণ্ডারের একটি ধূলিকণা কিংবা একটি পুষ্পরেণুরও অপচয় ঘটে না, তাহা হইলে তাঁহারা শক্তিমত্তার নামেই মিতব্যয়কে মহত্ত্বের অভিন্ন অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করিতেন, এবং অমিতচারিতা যে একমাত্র দুর্ব্বলতারই পরিণামফল ইহা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইতেন। অযুত কোটি সৌরজগৎ লইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সম্পদ্, অনন্ত হইতে অনন্ত যাঁহার নিত্যসঞ্চয় এবং নিত্য পোষ্যপালনের নিত্য দান, একটি গলিতপত্র, স্খলিত ফুল, এক ফোঁটা দূষিত

জল, অথবা রেণুপ্রমাণ একটুকু মৃত্তিকার ব্যবহার বিষয়েও যখন তিনি মিতব্যয়ের অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন মনুষ্য মিতব্যয়ের ধর্ম্মকে কোন্ সাহসে এবং কি অভিমানে মহত্ত্বের অঙ্গীভূত শক্তি সম্পদের বিরোধী ভাব বলিবে, বুদ্ধি তাহা পরিগ্রহ করিতে পারে না।

নিন্দুকের * এত নিন্দা কেন ?

এ দেশের এক প্রাচীন নীতিপ্রবক্তা এইরূপ বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সকল ভার সহিতে পারেন, কিন্তু নিন্দুকের ভার সহিতে পারেন না। নিন্দুক, পর্ব্বত ও সমুদ্র হইতেও দুর্ব্বহ। আবার, সকল নীতিপ্রবক্তার শিরোমণি মহামনা শেক্ষপীরও নিন্দুককে নিন্দাচ্ছলে অতি মর্ম্মস্পর্শিবাক্য এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে,—

"যে আমার অর্থ অপহরণ করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমার কিছুই নিতে পারে না। উহা অবস্তুমধ্যে পরিগণনীয়। উহা সহস্র সহস্র লোকের ভোগে আসিয়াছিল। কিন্তু যে আমা

* যে সকল ধাতুর উত্তর পাণিনীয় প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাকরণ অনুসারে উক প্রত্যয় হয়, নিন্দ্ ধাতু তাহার অন্তর্গত নহে। কিন্তু বাঙ্গালায় নিন্দ্ ধাতুর উত্তর উক প্রত্যয়ের প্রয়োগ চিরপ্রচলিত। এই হেতু বাঙ্গালায় নিন্দক ও নিন্দুক উভয় শব্দই প্রচলিত।

হইতে আমার সুনামটি চুরি করিয়া নেয়, সে আপনি ধনী হয় না, অথচ আমায় যথার্থই দরিদ্র করে।"

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজে সকলেই নিন্দুকের উপর খড়্গহস্ত, সকলেই নিন্দুককে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন। নিন্দুকের উপমাস্থল চোর, নিন্দুকের জিহ্বার নাম কালকূট, নিন্দুকের সাহচর্য্যের নাম নরক, নিন্দুকের কথকতার নাম ভাষার কলঙ্ক। ইহা কেন? অথচ এ কথাও অস্বীকার করিবার বিষয় নহে যে, কাব্যে, সাহিত্যে, নীতিতত্ত্বে নিন্দুকের এত নিন্দা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই কোন না কোনরূপে লোকনিন্দায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে লিপ্ত। মনুষ্যনিবাসে কে না পরের নিন্দা করে? মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যত যত বিষয়ে বাদবিতর্ক হয়, তাহার প্রধান এক ভাগই কি পরনিন্দা নহে?

মনুষ্যের সামাজিক জীবন আলোচনা কর। দেখিবে, তুমি এই সংসারে যে কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে কথা কহিতে যাও তাহাতেই তোমাকে অল্প কি অধিক পরিমাণে মনুষ্যের নিন্দা করিতে হইতেছে। যাহারা তোমার ন্যায়োপেত কার্য্যের অন্যায্য পরিপন্থী, তুমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কটূক্তি কর। যাহা-দিগকে শাসন না করিলে তোমার ন্যায়সঙ্গত সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিনষ্ট হয়, তুমি তাহাদিগকেও যথেচ্ছ তিরস্কার করিয়া থাক। অথবা, তোমার আত্মা যাহাদিগকে মনুষ্য নামের অযোগ্য, মনুষ্যসমাজের শত্রু কিংবা মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে কণ্টক

বলিয়া জ্ঞান করে, তুমি বন্ধু বান্ধবকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে, কিংবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর কোন অভিলাষে, নিভৃত আলাপে তাহাদিগের প্রকৃতিচিত্র অঙ্কিত করিতে যত্নপর হও। ইহার কোন্ কার্য্য লোকনিন্দার সম্পর্কশূন্য? যাঁহারা সমাজ-সংস্কারক, কিংবা বিশেষ কোন ধর্ম্ম কি সত্যের প্রচারক, তাঁহারাও সকলেই কর্ম্মসূত্রে বাধা হইয়া লোকনিন্দা করিয়াছেন। সমাজ-বিশেষের নিগ্রহ বিনা সামাজিক সংস্কার এবং ধর্ম্মবিশেষের দোষোল্লেখ বিনা ধর্ম্মসংস্কার সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। লোকে পুরুষ-প্রবর লূথরের * কতই না প্রশংসা করে; কিন্তু তদীয় অনুগামীদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি নিতান্ত উন্মুক্তপ্রাণে তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহারাও ইহা স্বীকার করে যে তিনি ধর্ম্মানুরাগ এবং দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি প্রভূতগুণে অলঙ্কৃত হইয়াও পোপ † এবং পোপের শিষ্যসেবকদিগের নিন্দা করিবার

---

* ১৪৮৩ খ্রীঃ অব্দে জর্ম্মণির অন্তর্গত স্যাক্সনি প্রদেশে ইঁহার জন্ম এবং ১৫৪৬ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি পুরাতন খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন করিয়া এইক্ষণকার প্রচলিত প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। ইনি পোপের প্রতিকূলে প্রোটেষ্ট (Protest) অর্থাৎ প্রতিবাদ করেন বলিয়া ইঁহার মতাবলম্বীরা প্রোটেষ্টাণ্ট নামে জগতে পরিচিত।

† রোমেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ অথবা প্রধানতম গুরুকে পোপ বলে। ক্যাথলিকেরা খ্রীষ্টের মাতা মেরীরও ভজনা করে এবং ভজনালয়ে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখে, প্রোটেষ্টাণ্টেরা তাহা করে না। লূথরের পূর্ব্ব সময়ে সমস্ত ইউরোপ, পোপের আজ্ঞাধীন ছিল।

সময়ে একাই একসহস্র জিহ্বা সহস্রাধিক ভেরীর কার্য্য করিতেন। পোপের অনুচরবর্গ যেখানে তাঁহার একগুণ নিন্দা করিতেন, তিনি সেখানে অযুতগুণে তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া ঋণ পরিশোধে যত্ন পাইতেন। এইরূপ ঐতিহাসিক, এইরূপ চরিতাখ্যায়ক, এইরূপ রাজনীতি, সমাজ-রহস্য ও কাব্যসাহিত্যের সমালোচক। কেহ লোকান্তরবাসী রাজা ও রাজ-মহিষী এবং মৃত গ্রন্থকারদিগকে মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর নিন্দার কশাঘাত করিতেছেন ;—কেহ জীবিত রাজপুরুষ, জীবিত গ্রন্থকার অথবা অন্য কোন শ্রেণীর জীবিত প্রধান ব্যক্তিদিগকে ক্রীড়ার পুতুলের মত নির্জ্জীব বিবেচনায়, নানা প্রকারে নিন্দা করিয়া, আপনার সমালোচনী ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন। অধিক আর কি, কল্পনামাত্র যাঁহাদিগের সম্বল, কুসুমচয়ন যাঁহাদিগের ব্রত, সেই কবিগণও অতি সূক্ষ্মসূত্রিত কৌশলে লোকের নিন্দা করিয়া জগতে নিন্দার সার্থকতা দেখাইতেছেন। যখন সকলেই এই প্রকার কাহারও না কাহারও নিন্দা করিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন বৃথা আর নিন্দুকের এত নিন্দা করিব কেন ?

এই প্রশ্নটি ঠিক এই ভাবে উত্থাপিত হইলে, আপাততঃ এইরূপ বোধ হওয়া বিচিত্র নহে যে, পরনিন্দায় পাতকস্পর্শের

ক্যাথলিকেরা পোপকে অদ্যাপি অভ্রান্ত গুরু বলিয়া মানে, লুথরের অনুচর প্রোটেষ্টাণ্টেরা তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে না।

যাহা কিছু আশঙ্কা, তাহা কতকটা অমূলক! কিন্তু প্রশ্নের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বে প্রবেশ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, পরনিন্দার এক ভাগ পরপীড়ন আর এক ভাগ পরস্বাপহরণ, এবং যাহারা নিন্দুক, তাহারা অতএবই সর্ব্বাংশে দস্যু তস্করের সমান।

স্তুতি ও নিন্দা উভয়েরই সীমারেখা একদিকে সত্য এবং আর এক দিকে সদুদ্দেশ্য, সৎপ্রয়োজন অথবা সাধুকামনা। সত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও কাহারও নিন্দা করিবে না। তবে, স্তুতিনিন্দার সমালোচনায় এই এক বিশেষ পার্থক্য যে, স্তুতিবাদ যদি সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের প্রতি প্রায়শঃ মনুষ্যের দৃষ্টি পড়ে না। মনুষ্যসমাজ স্তাবককে কবে কোন্ দেশে বিচারগৃহে আনিয়া শাসন করিয়াছে? কিন্তু নিন্দার স্থলে, যেমন একদিকে সত্য, তেমন আর একদিকে সদুদ্দেশ্য, সৎপ্রয়োজন এবং সাধুকামনার পরীক্ষা না করিয়া কেহই নিন্দুককে নিষ্কৃতি দিতে সাহস পায় না, অথবা সম্মত হয় না। মনুষ্য, প্রণয়ের অধীন হইয়া, প্রিয়জনের স্তুতি-গান করিতে পারে, অথবা ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া, ভক্তি-ভাজনের গুণানুবাদ করিতে পারে। তাদৃশ স্থলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইল। আমরা তখন তাদৃশ স্তুতি ও গুণানুবাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কোন অংশেও আবশ্যক মনে করি না। কারণ, প্রীতি অথবা ভক্তির স্তুতি কখনই মানব-সমাজের সৌভাগ্য-শান্তির বিঘ্ন-জনক হইতে পারে না; এবং উদ্বেল হৃদয়, প্রীতি অথবা ভক্তির কোমল অথচ

প্রবল আকর্ষণে, অন্যদীয় হৃদয়ের প্রতি প্রধাবিত হইলে, তাহাতে সংসারের সুখসমষ্টির বৃদ্ধি বিনা হ্রাস হয় না। কিন্তু, মনুষ্য বিনা প্রয়োজনে কিংবা বিনা বিবেক, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও উপকার-বাসনার শাসনে, কখনও কোন মনুয্যের নিন্দা করিতে অধিকারী নহে। নিন্দা অতি ভয়াবহ গরল। স্বকার্য্যনিপুণ সুচিকিৎসক যেমন শুধু ঔষধার্থই গরল ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা করিতে পারেন না ; যাঁহারা মনুষ্যবিশেষ কিংবা মনুষ্যসমাজের উপকার করিতে সমর্থ, তাঁহারাও উল্লিখিত উপকার-মাত্র প্রয়োজনেই নিন্দার ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা করিতে তাঁহাদিগের অধিকার নাই ! তাঁহাদিগের কথা কেবল সত্য হইলেই হইবে না ; কিন্তু যে কথা তাঁহারা বলিতেছেন, তাহাতে সৎপ্রয়োজন এবং সাধুকামনাও আছে কি না, তাহাও প্রগাঢ় দৃষ্টিতে দর্শন করিতে হইবে। যাহারা সাধারণতঃ নিন্দুক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত, তাহারা প্রায়শঃই নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর লোক। অপিচ, তাহারা লোকনিন্দায় যেরূপ নীচাশয় নিঠুরতা ও নিকৃষ্ট প্রফুল্লতা প্রদর্শন করে, তাহাতে তাহাদিগের অন্তরে সদুদ্দেশ্য কিংবা সাধুকামনা বিদ্যমান থাকা কোনরূপেও অনুমিত হইতে পারে না। সুতরাং, তাহারা যে মনুষ্যসমাজে বিশেষরূপে ঘৃণিত এবং বিষাক্ত বস্তুর ন্যায় দূর হইতে পরিত্যক্ত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি ? তবে, নিন্দারও প্রকার আছে, প্রকৃতি আছে, এবং যেখানে বাহিরে উহার পরিস্ফুট কোন কারণ নাই, সেখানে অন্তস্তলে বিশিষ্ট কোন গূঢ় কারণ আছে।

কেহ আহূত নিন্দুক, কেহ অনাহূত নিন্দুক, কেহ বা রবাহূত নিন্দুক।* অনেকে আবার এই তিন শ্রেণীর অতিরিক্ত। তাহাদিগকে সাধারণ নিন্দুক বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সুসঙ্গত। কোন্ প্রকারের নিন্দুককে কি পরিমাণে নিন্দা করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করিবার পূর্ব্বে নিন্দার প্রকার, প্রকৃতি ও কারণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

নিন্দার এক কারণ সহানুভূতির অভাব। যাহার সহিত তোমার মন মিলে না, প্রাণ মিলে না, হৃদয় মিলে না, এবং জীবনের গতি মিলে না, তুমি তাহার নিন্দা কর এবং সেও তোমার নিন্দা করে। তাহার আত্মা তোমার নিকট এক গভীর অন্ধকার কূপ, তোমার আত্মাও তাহার নিকট এক গভীর অন্ধকার কূপ। দুইয়েই দুইয়ের বহিরাবরণ মাত্র দেখিয়া থাক, এবং শুধু বহিরাবরণ দেখ বলিয়াই, দুইয়ে দুইয়ের সম্বন্ধে একে আর এক অর্থ কর।

* যাহাদিগকে সমালোচনার জন্য আহ্বান করা হয়, অথবা লোকে স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা ডাকিয়া আনে, তাহাদিগকে আহূত নিন্দুক বলা যাইতে পারে। যেমন আহূত ব্যাধি অথবা নিমন্ত্রিত শত্রু। যাহাদিগকে কেহ ডাকিয়া আনে নাই, জিজ্ঞাসা করে নাই, অথবা নিন্দার বিষয়ের সঙ্গে যাহাদিগের কোনদিকে কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, তাহারা অনাহূত অথবা অনিমন্ত্রিত নিন্দুক। আর যাহারা পরের যশোধ্বনি অথবা সুখ্যাতির রব শুনিয়া আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা রবাহূত নিন্দুক।

সাম্প্রদায়িকদিগের পরস্পর নিন্দা কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই শ্রেণীর। কারণ, তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ জন্য সহানুভূতির অভাবই তাদৃশ নিন্দাবাদের প্রধান প্রবর্ত্তক। যাহাদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার পরিচিহ্নিত পার্থক্য নাই, অথচ ধর্ম্ম, নীতিতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি ব্যবস্থা লইয়া মনের ভাব ও বিশ্বাসের পার্থক্য নিতান্ত বৃহৎ, তাহাদিগের পরস্পর নিন্দাও এই শ্রেণীর। মর্‌মনেরা * খ্রীষ্টের উপাসনায় একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়াও, খ্রীষ্টীয় সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত, এবং তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধু, সদাশয় ও দয়াধর্ম্মপর পরোপকারী, তাঁহারাই আবার নিন্দার দংশনে বিশেষরূপে নিপীড়িত। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে লূথরকে পুরুষ-প্রবর বলিয়া প্রসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং মনুষ্যসমাজের একার্দ্ধ যাঁহাকে বর্ত্তমান সভ্যতার পথপ্রদর্শক বলিয়া পূজা করিতেছে, ক্যাথলিকদিগের চক্ষে তাঁহার মত পাপিষ্ঠ এ জগতে আর কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি না, তাহা সন্দেহের কথা। পক্ষান্তরে, আমেরিকার দাস-ব্যবসায়ী ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন যে, পাঁচ কোটি মনুষ্যকে পশু-পক্ষীর মত পিঞ্জররুদ্ধ রাখিয়া, তাহাদিগের রক্তমাংস বিক্রয়দ্বারা রীতিমত বাণিজ্য করিলেও, তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক কিংবা

---

* আমেরিকার একটি উপাসক সম্প্রদায়। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই বহুবিবাহকারী ; অনেকে ৮।১০টি বিবাহ করেন।

পাপের ভয় নাই ; কিন্তু পার্কারের * মত ধর্ম্মদ্রোহী নরাধমের নামোচ্চারণ করিলেও মন রুগ্ন এবং চিত্ত পাপের পঙ্কিলহ্রদে চিরদিনের জন্য নিমগ্ন হয়।

নিন্দুকের জিহ্বা রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার ছায়ায় থাকিয়া কতরূপ বিচিত্র কথার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন প্রথিতনামা গ্লাড্ষ্টোনের পবিত্রজীবন। বৃদ্ধ গ্লাড্ষ্টোন জ্ঞানে, গুণে, বাগ্মিতার অলোক-সাধারণ বৈভবে এবং রাজনীতির যন্ত্রচালন-ক্ষমতায় প্রকৃতই বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানতম যশস্তম্ভ বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্মানিত। কিন্তু ইংলণ্ডের বহু কোটি লোক যেমন তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে, ইহাও অভ্রান্ত সত্য যে, তত্রত্য বহু কোটি লোক তেমনই তাঁহাকে অপদেবতা জ্ঞানে ঘৃণারসহিত বিদ্বেষ করিয়া থাকে, এবং প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্নপানীয় গ্রহণের পূর্ব্বে, নিত্যকর্ম্মের মত, একবার তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ ইংলণ্ডের সুবিস্তীর্ণ অধিকারের মধ্যে গ্লাড্ষ্টোনের ন্যায় যশস্বী, অথচ গ্লাড্ষ্টোনের ন্যায় নিন্দিত, দ্বিতীয় আর কেহ আছে কি না, বলা যায় না। ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিকেরা ইদানীং প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম রক্ষণশীল, আর এক

---

* আমেরিকার ইদানীন্তন ধর্ম্মসংস্কারক, বিখ্যাত বক্তা, বিখ্যাত লেখক। যাঁহাদিগের যত্নে আমেরিকার দাস ব্যবসায় রহিত হয়, ইনি তাঁহাদিগের অগ্রগণ্য পরিচালক ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার না বলিয়া বুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষ বলিয়া মানিতেন।

শ্রেণীর নাম উদারতন্ত্রী কিংবা উন্নতিশীল। গ্লাড্‌ষ্টোন যে সম্প্রদায়ের নেতা কিংবা প্রধান পুরুষ, সেই সম্প্রদায় উদারতন্ত্রী কিংবা উন্নতিশীল বলিয়া সাধারণে অভিহিত। তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি অনেকে সরলান্তঃকরণে এইরূপ বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাসের নির্ভরে লোকের কাছে এইরূপ বলিয়া থাকে যে গ্লাড্‌ষ্টোন সদ্যোজাত শিশুর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া নিয়া মদিরায় তাহা মিশাইয়া লয়েন, এবং সেই দ্রবীভূত হৃৎপিণ্ডপানেই বক্তৃতায় তিনি বিশ্ব বিমোহন করিতে সমর্থ হয়েন। * ইহার উপর আবার মনুষ্যের কি নিন্দা হইতে পারে ?

অপিচ, বৃদ্ধ ও যুবজনের মধ্যে যে নানাপ্রসঙ্গে পরস্পর নিন্দা হইয়া থাকে, তাহাও প্রধানতঃ সহানুভূতির অভাব-মূলক। বৃদ্ধ, যুবার প্রতপ্ত ও প্রমত্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না,—সে কেন হাসে, কেন কাঁদে, সে কি উৎসাহে উৎসাহিত হয়, কি দুঃখে দুলিয়া পড়ে, তিনি কোন দিন বুঝিয়া থাকিলেও, এখন আর তাহা বুঝেন না, কিংবা বুঝিতে চাহেন না। আবার, যুবজনেরা বৃদ্ধের শীতসঙ্কুচিত সাবধান প্রাণের মর্ম্মস্থান দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা এক পা অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে কেন শতবার চিন্তা করেন, তাহাদিগের চঞ্চলবুদ্ধিতে তাহা প্রবেশ করে

* হেন্‌রী লুসি প্রণীত 'দুই পার্লিয়ামেণ্টের দৈনিক বিবরণ' নামক অতি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থে এই কথাটা লিখিত আছে।

না। সুতরাং, যুবার চিন্তাবিরহিত প্রমোদময় জীবন, যুবার বিলাস-লালসা, যুবার বেশ-বিন্যাস-ভঙ্গি, যুবার স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি, যুবার তরঙ্গতরল পরিবর্ত্ত-প্রিয়তা অনেক সুবিজ্ঞ বৃদ্ধের নিকটও নিতান্ত নিন্দার্হ ; এবং বৃদ্ধের পরিণাম-গণনা, পরিগণিত কথা, সকল কথায়ই উপদেশ দানের প্রবৃত্তি,—বৃদ্ধের নীরস গাম্ভীর্য্য, নিয়ম-দৃঢ়তা ও নিয়মিত জীবনের দৃঢ়শৃঙ্খলা অধিকাংশ যুবার কাছেই যার-পর-নাই নিন্দনীয় ও বিরক্তিজনক।

সমানুভূতির অভাবে কতরূপে নিন্দার সৃষ্টি হয়, আমরা তাহার প্রকার মাত্র দেখাইয়া দিলাম। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ইহা হইতেই বহুবিধ কথার তাৎপর্য্যগ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহা বলা আবশ্যক যে, এই শ্রেণীর নিন্দা, অনেক স্থলেই কথঞ্চিৎ সহনীয়। কারণ, ইহার অভ্যন্তরে খলতার ভাগ প্রায়শঃ খুব বেশী নহে! ইহা সকল সময়েই ক্ষমাযোগ্য কি না, তাহা বিচার্য্য।

নিন্দার আর এক কারণ শক্তির অভাব অথবা অক্ষমতা। অশক্ত ও অধম ব্যক্তিরা আপনা হইতে উচ্চতর ব্যক্তিদিগের নিকটে পঁহুছিতে পারে না,—তাঁহারা চিন্তার যে গ্রামে অবস্থান করেন, কল্পনার সহায়তায় সতত যেখানে উড্ডীন রহেন, সেখানে উঠিতে সামর্থ্য পায় না, এবং সুতরাং তাঁহারা কেন কি করেন, তাহা ইহাদিগের নিকট কার্য্য কারণের শৃঙ্খলে সুসংবদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় না। তাঁহাদিগের অতি মহৎ কার্য্যও ইহাদিগের রুগ্ন ও সংকীর্ণ বুদ্ধিতে নিতান্ত মন্দ অনুষ্ঠান বলিয়া অনুমতি হয়

এবং সুতরাং ইহারা মনের সহিত তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া থাকে। আর, যেখানে পারে সেখানে শুধু নিন্দা-বাদেই পরিতৃপ্ত না রহিয়া, মানবজগতের মুকুট-মণিস্বরূপ মহাত্মাদিগকে কর্ম্মদ্বারাও নিপীড়ন করে। ইহারা শিক্ষার ন্যূনতা প্রভৃতি নানা কারণেই সুমানুষের কৃপাপাত্র। পৃথিবীর এক পুরাতন ও পূজার্হ মহাপুরুষ * মরণ-মুহূর্ত্তের এই শ্রেণীর নিন্দুক ও নিপীড়কদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এক অধুনাতন মনস্বী ব্যক্তি † এই শ্রেণীর অভাজনদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে মানবজগতে যিনি যে পরিমাণে বড়, তিনিই সেই পরিমাণে নিন্দার কল কল কোলাহলে অভ্যর্থিত। ইহা এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, যেখানে সহানুভূতির অভাব আছে, সেখানে শক্তির অভাব অবশ্যম্ভাবী না হইতে পারে ; কিন্তু যেখানে শক্তির অভাব দৃষ্ট হইবে, সেখানে সহানুভূতির অভাব অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবার বিষয়।

আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতে পারে যে, যাহারা শক্তির অভাব কি ন্যূনতাহেতু নিন্দুক, তাহাদিগের দ্বারা উল্লিখিতরূপ লোকোত্তর ব্যক্তিদিগের জীবনের উদ্দেশ্য একেবারে বিনষ্ট হয়। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। স্বাভাবিকী প্রতিভা প্রথমতঃ যত কেন প্রচ্ছন্ন থাকুক না, উহা পাবকতুল্য। তৃণরাশি

* খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা,—খ্রীষ্টীয়জগতের আরাধ্য-দেবতা যিশুখ্রীষ্ট।

† আমেরিকার অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক এমার্সন।

কখনও উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। তৃণ আপনিই দগ্ধ হইয়া যায়। শক্তি ও অশক্তিতে, আলোকে ও অন্ধকারে, জ্ঞানে ও অজ্ঞতায় এবং পৌরুষে ও অপৌরুষে যেখানে বিরোধ হইয়াছে, ইতিহাসে সেখানেই এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু ইতিহাসে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে যে, সমাজের অধিকাংশ লোক যদি গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিন্দা দ্বারা আপনাদিগের নীচতা ও ন্যূনতা ঢাকিয়া রাখিতে বৃথা এইরূপ প্রয়াস না পাইত, তাহা হইলে মনুষ্যজাতি উন্নতির বর্ত্মে আরও অনেক দূর অগ্রসর হইত।

মনুষ্য শক্তির অভাববশতঃ যেমন নিন্দুক হয়, ভক্তির অভাবেও সেইরূপ পরনিন্দায় তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। বস্তুতঃ ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য যে, যাহার প্রকৃতিতে ভক্তির যে পরিমাণে অভাব, সে পরনিন্দায় সেই পরিমাণে প্রমুখ ও পুরঃসর। যে সকল সমালোচন-ক্ষম, সূক্ষ্মদর্শী, শিক্ষিত ব্যক্তি, অপ্রসিদ্ধ উইচারলী * কিংবা ইতিহাস প্রসিদ্ধ

* উইলিয়ম উইচারলী ইংলণ্ডের একজন নাটক ও প্রহসন লেখক। ১৬৩৫ খ্রীঃ-অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের সমসাময়িক কবি। ইঁহার লেখনী লোক সমাজের সর্ব্বপ্রকার অশ্রোতব্য নিন্দায় কলঙ্কিত। ইনি ক্রমে দুই তিন বার বিবাহ করিয়াছেন। শেষ বিবাহ আশী বৎসর বয়সের সময়। শেষ বিবাহের সাত আট দিনের মধ্যেই ইনি ভার্য্যার বহু অর্থ আমোদ উৎসবে উড়াইয়া দিয়া কালের গ্রাসে কবলিত হন।

ভল্টেয়ার * প্রভৃতির ন্যায়, ভক্তির বিশেষ অভাববশতঃ স্বভাবের এক অংশে একান্তবিকৃত, এবং সেই কারণেই উচ্চ-কল্পের মনুষ্যত্ব হইতে একদিকে কতকটা বঞ্চিত, ধর্ম্মে তাহারা একপ্রকার নাস্তিক, এবং সামাজিকতায় তাহারা বিশ্বনিন্দুক। তাহাদিগের কাছে এ জগতের কিছুই সুন্দর নহে, কিছুই সমুচ্চ কি সম্মানযোগ্য নহে, এবং পতঙ্গ হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত, ছোট বড়, লঘু গুরু, কোন পদার্থই পূজার্হ নহে। তাহাদিগের বিচারে প্রণয়ের নাম প্রবঞ্চনা, সৌহার্দ্দের নাম স্বার্থসাধন, সৌজন্যের নাম শঠ-চাতুর্য্য এবং যশস্বিতা ও ছল-নৈতিকতা সমান কথা। যে ব্যক্তি এই সংসারে কোন না কোন ক্ষমতায় দশজনের মধ্যে যশস্বী,—কোন না কোন গুণে দশজনের মধ্যে গণনীয়, সেই ব্যক্তিই তাহাদিগের কাছে, কোন না কোন রূপে বিশেষ নিন্দাভাজন,—বিশেষরূপে নিগ্রহযোগ্য। পূর্ণিমার প্রফুল্লচন্দ্র, সৌন্দর্য্যের সুধাস্রোত ঢালিয়া জগতের অনন্তকোটি প্রাণ শীতল করিতেছে। কিন্তু

* ভল্টেয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান লেখক ও জগদ্বিখ্যাত লোক। ১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দে ফ্রান্সের অধীন স্যাটিনে নগরে ইঁহার জন্ম হয়, ও ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে অতি পরিণতবয়সে পারিস নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি কাব্য, নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস, চরিতাখ্যান ও দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং যখন যে বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাতেই আপনার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার লেখনী সর্ব্বপ্রকার ভক্তির উপরেই বজ্রের মত আঘাত করিয়াছে।

যাহারা স্বভাবের বিকৃতহেতু বিশ্বনিন্দুক, তাহাদিগের চক্ষে পূর্ণিমার চন্দ্র শুধু কলঙ্কেরই প্রতিকৃতিরূপে প্রতিভাত হইতেছে ; অথবা পৃথিবীর যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ, পরার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া—জীবনে প্রীতির পবিত্র অমৃত ঢালিয়া, মনুষ্যকে কৃতার্থ করিয়াছেন,—পূর্ণচন্দ্রের অমল জ্যোৎস্নাকেও প্রীতির অলৌকিক জ্যোৎস্নায় যেন একটুকু আঁধারে ফেলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্তরূপ বিশ্বনিন্দুকের নিকট তাঁহারাও শুধু ছলনারই প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর নিন্দুক-দিগের সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিবার থাকিতে পারে? তবে এই এক কথা বিশেষ আলোচ্য যে যাহারা দুর্ভাগ্য-বশতঃ জন্মান্ধ, কিংবা জন্মবধির, সকলেই তাহাদিগকে সরল-হৃদয়ে দয়া করে,—কিন্তু যাহারা অধিকতর দুর্ভাগ্যবশতঃ চির-জীবনের জন্য ভক্তিহীন, সুতরাং অন্ধ হইতেও অধিকতর অন্ধ, বধির হইতেও অধিকতর বধির, তাহাদিগের প্রতি কেহই কোনরূপ দয়া প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহে। এই পার্থক্য প্রদর্শনের অর্থ কি? অপরাধ কার?

নিন্দার চতুর্থ প্রবর্ত্তক অতৃপ্ত ক্রোধ। ক্রোধ জিঘাংসার অপক্ক ফল, অথবা আহত অভিমানের অন্তর্গূঢ় মুর্ম্মুরদাহ। কাহারও আচার-ব্যবহারে, কিংবা বিশেষ কোন কার্য্যদর্শনে, মনে সহসা ক্রোধের সঞ্চার হইলে উদারমতি সদাশয় ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই ক্রোধের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। উহা ন্যায্য কি ন্যায়-বিরুদ্ধ,—ন্যায়সঙ্গত হইলেও উহা দয়া ও প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতর

বৃত্তির চক্ষে কিরূপ অনুমোদিত, ইহা ভালরূপে না বুঝিয়া তাঁহারা কখনও কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধেই ক্রোধের ভাব পোষণ করিতে সাহস পান না। কারণ, ঐরূপ অবিহিত, অসঙ্গত ও দয়াধর্ম্মের অননুমোদিত ক্রোধ মহাপাতকের মধ্যে পরিগণনীয় ও সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। কিন্তু, যাহাদিগের প্রকৃতিতে উদারতা কিংবা সদাশয়তার কোন সম্পর্ক নাই, এবং যাহারা ন্যায়ের শাসন ও দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তির শাসনকে শিরোধার্য্য রূপে সম্মান করিতে শিক্ষা পায় নাই, তাহাদিগের রীতি নীতি সর্ব্বাংশে ইহার বিপরীত। তাহারা কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, কুপিত ভুজঙ্গের মত, তৎক্ষণেই তাহার মর্ম্মস্থলে দংশন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, এবং যদি কোনরূপ কারণে সেই ক্রূর অভিলাষসাধনে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে অতৃপ্ত ক্রোধের অস্ফুট-জ্বালা নিবারণের জন্য নানাবিধ কল্পিত নিন্দাবাদের আশ্রয় লয়। এই শ্রেণীর নিন্দা কি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র সমালোচনার বিষয়ীভূত হয় না ? তুমি তোমার জীবনের তরী শিক্ষার সময়ে সুখ-লালসার দুর্দ্দম স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া এইক্ষণ বালুর চড়ায় আসিয়া ঠেকিয়া বসিয়াছ,—এবং যাহাকে তুমি মনুষ্যের মধ্যে গণনায় আনিতে না, তোমার সেই সতীর্থ সহযোগী তোমা হইতে বুদ্ধি-বলে হীনতর হইয়াও শুধু সুখ-ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের বলে, তোমাকে বহু নীচে ফেলিয়া যশ ও প্রতিষ্ঠার মুকুট কাড়িয়া নিয়াছে,—তোমার অন্যায্য অভিমানে আঘাত করিয়াছে, সে এইক্ষণ এই অপরাধেই তোমার নিকট-যার-পর-নাই নিন্দনীয়।

তুমি তোমার প্রভুত্বের গৌরবে উন্মত্ত হইয়া—তোমার প্রকৃতির লঘুতা হেতু প্রভুত্বের গুরুভার বহন করিতে না পারিয়া, পরকীয় সম্মান ও স্বাধীনতার উপর পদাঘাত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলে; কিন্তু, যাহাকে তুমি তৃণ জ্ঞানে পদতলে দলন করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে, আঘাত করিতে যাইয়া পরিচয় পাইলে যে, সে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়,—পর্ব্বতের ন্যায় অনম্য ও অটল। সে সেইক্ষণ এই অপরাধেই তোমার কাছে যায়-পর-নাই নিন্দনীয়। তুমি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে সসম্ভ্রমে গৃহীত হইবার আশা করিয়াছিলে, তোমার সে আশা সফল হইল না;—তুমি কোন সুহৃজ্জনের নিকট আশার অনুপযুক্ত উপকার লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল না;—অথবা তুমি কাহারও উপর তোমার অর্থসম্পদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে, তোমার সে আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইল না। তাহারা সকলেই এইক্ষণ সেই সেই অপরাধে তোমার কাছে যার-পর-নাই নিন্দনীয়। যাঁহারা মনুষ্যসমাজে কর্ম্মপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত এবং কর্ম্মের বহুবিধ সূত্রে বহুলোকের সহিত জড়িত, বোধ হয়, তাঁহারাই অতৃপ্তক্রোধের উদ্গারজনিত নিন্দায় নিপীড়িত।

নিন্দার পঞ্চম প্রবর্ত্তক জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহা কোথাও প্রতিবেশিতার ঈর্ষ্যামূলক, কোথাও শক্তি ও সম্পদ্ লইয়া প্রাণান্তকর শত্রুতামূলক। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এক সময়ে ঘোরতর শত্রুতা ছিল। এখন সে শত্রুতা নাই। এখন শত্রুতার

সেই ভয়াবহ বিদ্বেষ প্রতিবেশিতার সামান্য ঈর্ষায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং আগে ইংরেজের চক্ষে আমেরিক এবং আমেরিকের চক্ষে ইংরেজ যেমন সর্ব্বাংশে নিন্দাভাজন বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি ছিল, সে ভাব এখন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এখন যাহা আছে, তাহাও পরস্পর নিন্দাবিষয়ে নিতান্ত লঘু প্রবর্ত্তনা নহে। ইংরেজ গ্রন্থকারেরা আমেরিক সভ্যতার কিংবা তত্রত্য কোন বড় লোকের বর্ণনা করিবার সময়ে, সত্য ও ন্যাযপরতার মস্তকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না ; এবং আমেরিক লেখকদিগের মধ্যে যাহারা বর্ণনাবিষয়ে পটু, তাহারাও ইংরেজের রীতিপদ্ধতি কিংবা সম্ভ্রান্ত কোন ইংরেজের চরিত্র লইয়া আলোচনার সময়ে শুধু সত্য ও ন্যায়পরতারই প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। এইরূপ পরস্পর নিন্দা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাম্প্রদায়িকদিগের পরস্পর নিন্দার মত। কিন্তু ফরাশি ও জর্ম্মণে যে পরস্পর নিন্দা হইয়া থাকে, তাহার প্রবর্ত্তনা জাতিমান ও ধন-প্রাণ লইয়া শত্রুতায়। সুতরাং তাহা বিষের অংশে গাঢ়তর, এবং জাতিগত হইলেও, ব্যক্তিগত ক্রোধমূলক নিন্দার ন্যায় তীব্রতর। যে সকল জর্ম্মণ স্বদেশে সাধুতার আদর্শ বলিয়া সম্মান পাইতেছেন, তাঁহারাও ফরাশির চক্ষে দুরিতদৃপ্ত দানব, এবং যে সকল ফরাশি স্বদেশে বিদেশে সমান সংবর্দ্ধনা পাইবার যোগ্য, তাঁহারাও জর্ম্মণের দৃষ্টিতে দুষ্টসর্প। * জাতীয়

---

* ফরাশি ও জর্ম্মণের পরস্পর বিদ্বেষের ভাব এইক্ষণ ধীরে ধীরে সৌহার্দ্দে পরিণত হইতেছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনুষ্যের জিহ্বাকে পরনিন্দার পাপে কিরূপ কলুষিত করিতে পারে, মানবজাতির ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের কি অভাব আছে ?

নিন্দার ষষ্ঠ প্রবর্ত্তক বুদ্ধিচাপল্য অথবা বাবদূকতা। মৎস্যের মধ্যে শফরী ও অগাধ-জলহবিহারী রোহিতে যে প্রভেদ, যাহারা বুদ্ধিতে চপল, সুতরাং হৃদয়ে ও রসনায় তরল, তাহাদিগের সহিত ধীর, স্থির, গভীরসত্ত্ব ব্যক্তিদিগেরও সেই প্রভেদ। উল্লিখিতরূপ চপলচিত্ত লোকেরাই সমাজের বাবদূক বলিয়া পরিচয় পায় এবং সামাজিক আলাপের কোনরূপ উচ্চপ্রসঙ্গে অধিকার না থাকা হেতু, সাধারণতঃ পরনিন্দাই ইহাদিগের আলাপের একমাত্র বিষয়, কণ্ঠকণ্ডুয়নের একমাত্র তৃপ্তির ক্ষেত্র, কাল-যাপনের একমাত্র উপায় হয়। এই শ্রেণীস্থ দুইটি লোক কোথাও মিলিত হইলেই সেখানে কাহারও না কাহারও নিন্দার লহরী উঠে; এবং ইহারা যদি স্তুতি দ্বারাও কাহারও চিত্তরঞ্জন করিতে ইচ্ছা করে, তখনও অন্য কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দাবাদের দ্বারাই তুলনায় সেই উপস্থিত ব্যক্তির স্তুতি করিয়া থাকে। ইহারা কতকটা আবার কৃকলাসের মত। যখন যাহার সন্নিহিত, তখন তাহার বর্ণে অনুরঞ্জিত। ইহারা আজ তোমার সন্নিহিত হইয়া তোমার শত্রুর নিন্দা করিতেছে, কল্য পুনরায় তোমার শত্রুর সন্নিহিত হইয়া তোমার নিন্দা করিবে। তবে ইহাদের পক্ষে এই এক বিশেষ কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহারা আপনারা যেমন অন্তঃসারশূন্য, ইহাদিগের

নিন্দাবাদও প্রায়শঃ সেইরূপ অভিসন্ধিবিরহিত, অর্থশূন্য। ইহারাই প্রকৃত রবাহূত নিন্দুক। এ সংসারে যেখানে যশ, মান ও গুণগ্রামের প্রশংসার রব মনুষ্যের শ্রুতিগোচর হয়, সেখানেই ইহারা, স্বয়মাহূত অতিথির ন্যায়, উপস্থিত হইয়া, প্রশংসার সেই মধুর রবের সহিত নিন্দার শ্রুতিকঠোর বিকট রব মিশ্রিত করে ; এবং ভেক যেমন ভ্রমরের সহিত কণ্ঠস্বর মিশাইতে যাইয়া মনুষ্যের আমোদ জন্মায়, ইহারাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে মনুষ্যের সেইরূপ আমোদ জন্মাইয়া থাকে।

নিন্দার সপ্তম ও শেষ প্রবর্ত্তক পরশ্রীকাতরতা। ইহাকে স্বশ্রীকাতরতা বলিলেও ভাষায় গুরুতর দোষ ঘটে না। কেন না ইহা স্বজাতি ও পর-জাতির মধ্যে, স্বজাতীয় ও সন্নিহিত প্রতি-বেশীকেই বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকে ; এবং বলিব কি,—ইহা দূরসম্পর্কিত অপেক্ষা নিকট সম্পর্কিতকে, যথার্থ পর অপেক্ষা মনগড়া পর—আদরের জনকেই বরং অধিকতর স্পর্শ করে। নিন্দার অন্য অন্য প্রবর্ত্তনা সম্বন্ধে যে কোন কথাই কেন বল না, বোধ হয়, যুক্তির কোন রূপ আকুঞ্চনেই পরশ্রীকাতরতা-মূলক জঘন্য নিন্দাবাদের পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইবে না। যাহারা পরশ্রীকাতরতার পোড়া আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া কি স্বদেশীয় কি স্বজাতীয় উন্নত ব্যক্তিদিগের অনর্থক নিন্দা করে,—যেখানে অমৃতের প্রত্যাশা, সেখানে গরল ঢালিয়া দেয়,—সম্মুখে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া, পরোক্ষে পিশুনের মত আঘাত করিতে থাকে, তাহারা যেমন খল-স্বভাব, তেমনই ক্ষুদ্রপ্রাণ।

যদি নিন্দুক শব্দের কিছুমাত্র অর্থ থাকে, তবে তাহারাই সেই নিন্দুক। তাহারা জ্যোৎস্না দেখিলেই চক্ষু মুদিয়া রহে, এবং সমস্ত দিনও যদি তাহারা প্রস্ফুটকুসুম-কাননে পাদ-চারণা করে তথাপি তাহারা করে কতিপয় কণ্টকমাত্র লইয়াই গৃহে প্রত্যাগত হয়। অভ্যুদয়ই তাহাদিগের চক্ষে অপরাধ এবং উন্নতিই তাহাদিগের চক্ষে পাপ। তাহারা মনুষ্যোচিত-গৌরবশূন্য। কারণ, যেখানে তাদৃশ গৌরবের লেশ মাত্রও বিদ্যমান থাকে, সেখানে বিনা আঘাতে পরকীয় সমৃদ্ধিতে কাতরতা হয় না। তাহারা কাপুরুষ। কারণ, যেখানে পৌরুষ তেজস্বিতার কণিকামাত্রও সজীব রহে, সেখানে অন্যদীয় শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ্‌রাশিতে আনন্দ বই কখনও অসূয়ার অন্তর্দ্দাহ জন্মে না। অথবা তাহারা সর্ব্বাংশেই মনুষ্যগণনার বহির্ভূত। কারণ, মনুষ্যত্বের চরম-বিকাশ ও পরমোৎকর্ষ—পরের সুখে সুখ ; তাহাদিগের তুষানল-জর্জ্জরিত পৈশাচিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা—পরের সুখে দুঃখ। তাহাদিগের সহিত আলাপ করাও উচ্চতা ও উদারতার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মানব-হৃদয়ের অন্তস্তলদর্শী মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন—

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।"

অর্থাৎ—যাহারা মহাশয় ব্যক্তিদিগের নিন্দা করিয়া বেড়ায় শুধু তাহারাই পাপিষ্ঠ নহে ; কিন্তু যাহারা তাহাদিগের সেই পাপ কথা কান পাতিয়া শোনে, তাহারাও পাপভাজন।

মনুষ্যসমাজের উপরিতন স্তরসমূহেও নিন্দায় অদ্যাপি পরোপকার-প্রবৃত্তি ও পরার্থপরতার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মনুষ্য প্রীতি, স্নেহ ও প্রাণভরা ভালবাসার বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত মঙ্গল-কামনায়, পরের নিন্দা করে না। যে দিন মনুষ্য মনুষ্যকে আপনার জন বলিয়া অন্তরে বুঝিয়া অন্তরের বেদনায় উপদেশ দিতে শিখিবে, সে দিন মনুষ্য সমাজের অর্দ্ধেক দুঃখভার কমিয়া যাইবে। বোধ হয়, তখন মনুষ্য, শত্রুকেও সদগুণের জন্য সরলহৃদয়ে সম্মান করিতে সমর্থ হইয়া, পৃথিবীতেই স্বর্গসুখের পূর্ব্বাস্বাদ লাভ করিবে।

বিনয়ে বাধা

এ জগতে বিনীত বলিয়া লোকের নিকট প্রশংসিত হইতে কাহার না সাধ হয়? কত কঠোর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যায় না, যদি একটুকু মাথা নোয়াইলে, অথবা দু'টি মধুর কথা কহিলেই সেই কীর্ত্তি সঞ্চয় করা যায়, তবে কাহার প্রবৃত্তি না তাহাতে আপনা হইতে উন্মুখ হয়? তবে সকলেই বিনয়ে অবনত হয় না কেন? ইহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য, এবং বোধ হয়, এই আলোচনায় হৃদয়-রহস্য এবং নীতিতত্ত্বেরও দুই একটি কথা প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইতে পারে।

বিনয় সম্পর্কে বিচার করিতে হইলে, মনুষ্যকে সাধারণতঃ তিনশ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া লওয়া সুসঙ্গত। যাঁহারা মনুষ্যত্বের

সমুদয় লক্ষণেই প্রথমশ্রেণির লোক,—যাহাদিগকে সকলে সর্ব্বাংশেই বড় মানুষ অথবা মানবজাতির অগ্রনায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাঁহাদিগের কথা আগে বলিব। তাঁহাদিগের সমস্ত মনোবৃত্তি সমান-বিকসিত, সমঞ্জসীভূত এবং সেই হেতু সর্ব্বপ্রকার অতি সুন্দর-ভাবাপন্ন। তাঁহাদিগের প্রকৃতির সহিত বিনয়ে কোনরূপ বিরোধ কিংবা বিসংবাদ নাই। তাঁহাদিগের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ;—ভক্তির পবিত্র অথচ প্রীতিপ্রদ মাধুরীতে মধুর। তাঁহারা উন্নত হইয়াও আপনাদিগের উন্নতি সম্বন্ধে অন্ধ কিংবা উদাসীন, এবং অন্যের সমুন্নতিতে অসূয়াশূন্য। সুতরাং তাঁহারা অন্যদীয় গুণের নিকট অবনত হইতে স্বভাবতঃই অতিপ্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহারা প্রীতিমান্, পর-সুখ-প্রিয়, এবং দয়ার্দ্রচিত্ত। ইহার এই ফল, যেখানে ভক্তির তুলসীচন্দন উপহার দেওয়া কঠিন, সেখানেও তাঁহারা প্রীতির প্ররোচনায় দুটি প্রিয় কথা কহিতে সমর্থ হন; এবং প্রীতিও যাহার কাছে ভয় কিংবা বিরক্তিতে অগ্রসর হইতে চাহে না, তাঁহারা তথাবধি দুস্পৃশ্য ব্যক্তিকেও দয়ার দ্রবীভূত উদারভাবে আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারাই মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য, এবং তাঁহারা স্বভাবগুণেই বিনীত। তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ কখনও শিক্ষা করিয়া বিনীত হইতে হয় না; অথচ, লোক-চরিত্রের নানারূপ বৈচিত্র্যের সহিত নিজ চরিত্রকে মিলাইবার জন্য, বিনয়ে নূতন শিক্ষার প্রয়োজন দেখিলেও তাহাতে তাঁহারা বিরক্তি অনুভব করেন না।

যাঁহারা, বিবিধ মহার্হ বিদ্যায় এবং নানারূপ মানসিক ক্ষমতায়, বড় হইয়াও, হৃদয়াংশে অতি নিম্নশ্রেণির লোক, তাঁহাদিগের পক্ষে বিনীত হওয়া সেইরূপ আবার স্বভাবতঃই অশক্য, স্বভাবতঃই অসম্ভব। তাঁহাদিগের বুদ্ধি, সুতীক্ষ্ণ অসির ন্যায় অতি সমুজ্জ্বল। যাহা কিছু সম্মুখে ফেলাইয়া দেও, সেই বুদ্ধি তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। হয় ত, তাঁহারা অসাধারণ তার্কিক, অসামান্য বাগ্মী। হয় ত তাঁহারা সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই গুণবান্ ও প্রধান। কিন্তু যেসকল তত্ত্ব লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তাঁহাদিগের সেই গুলিই নাই। তাহারা ভক্তিহীন, প্রীতিহীন এবং কেহ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণরূপেই দয়া-দাক্ষিণ্যহীন। তাদৃশ ব্যক্তিরা মনুষ্য-সমাজে আর যেরূপেই কেন যশস্বী হউন না, ইহা অবধারিত যে, তাঁহারা কখনও কাহারও কাছে বিনীত হইতে পারিবেন না,—যদি বিনয়নম্রতায় কোনরূপ মধু থাকে, তাঁহারা কখনও সে মধুর স্বাদলাভে অধিকারী হইবেন না। তাঁহাদিগের প্রকৃতিই বিনয়বিরোধিনী—বিষবর্ষিণী,—ছিন্নতার বীণার মত নিত্য বিসংবাদিনী। তাঁহারা কথা কহিলেই, সে কথা নীরস কিংবা কর্ক্কশ হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের দৃষ্টি যখন যাহার দিকে নিপতিত হয়, সে-ই তখন আপনাকে দগ্ধশলাকার দ্বারা বিদ্ধ মনে করে। বিনয় সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, স্বভাবে যাহার অঙ্কুর নাই, শিক্ষায় তাহার বিকাশের আশা কি? বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়?

যাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল, তাঁহারা উল্লিখিত উভয় শ্রেণির মধ্যবর্ত্তী লোক। তাঁহারা না বিদুর, না দুর্য্যোধন; না লুই, * না মিলেংথন। † তাঁহাদিগের হৃদয় অতি দুর্ব্বল। উহা ঘটিকাযন্ত্রের দোলকের ন্যায় সতত দোদুল্যমান। তাঁহাদিগের সেই দুর্ব্বলহৃদয়, কখনও ভক্তি কিংবা প্রীতির আকর্ষণে, একটুকু কোমল হইয়া নুইয়া পড়ে, কখনও আবার দম্ভের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া একটা বিকটমূর্ত্তি ধারণ করে। আমরা যতদূর চিন্তা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বোধ জন্মিয়াছে যে এই মধ্যশ্রেণির নানা ব্যক্তির মনে বিনয় সম্বন্ধে নানারূপ কল্পিত বাধা আছে। সেই বাধাগুলি পায়ে ঠেলিয়া,—বাধাগুলির মূলপর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে বিনীত হওয়া যায় কি না, তাহাই এক্ষণ আমরা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করি।

কাহারও মন কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিনয়ের স্বভাব-সুন্দর মাধুরীর দিকে, কিন্তু তিনি বিনীত হন না,—লজ্জায়। সে লজ্জা অভিমানে স্ফুরিত, অভিমানে জড়িত। লোকের নিকট ছোট হইয়া চলিতে হইলে, তাঁহার আত্মা লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হয়! পাছে লোকে তাঁহাকে শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন, ক্ষমতাশূন্য

---

* ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই। ইনি সকল বিষয়ে দম্ভের এক বিকট ও ভয়ঙ্কর অবতার বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

† লূথরের প্রিয়তম সখা। ইনি খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মসংস্কারে লূথরের সঙ্গী ছিলেন, এবং চরিত্রের সুকোমল-কমনীয়তা ও কাপট্যবর্জ্জিত বিনয়নম্রতা গুণে লূথর অপেক্ষাও বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন।

কিংবা সমাজের নিম্নশ্রেণিস্থ বিবেচনায় উপেক্ষা করে, এই লজ্জা-
তেই তিনি সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকেন, এবং যেখানে ঔদ্ধত্যের কিছু-
মাত্র সার্থকতা নাই, সেখানেও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া, যেখানে দুর-
ক্ষর বলিয়া, কিংবা দাম্ভিক ভাবভঙ্গি ও কঠিনতা প্রদর্শন করিয়া,
বৃথা দুর্ব্বিনীত হন। এই শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা পর-চিত্ত-পরিজ্ঞানে
নিতান্তই মূর্খ। বিধাতা যাঁহাদিগের অঙ্গে জ্যোৎস্নারাশির ন্যায়
রূপরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন, রূপের কৃত্রিম ছটা দেখাইবার জন্য
তাঁহাদিগের যত্ন থাকে না; এবং বিধাতা যাঁহাদিগকে শক্তি,
সামর্থ্য, ক্ষমতা ও অন্য প্রকারের বৈভব দিয়াছেন, কৃত্রিম অভিমানের
আবরণ দিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেও, তাঁহাদিগের মতি জন্মে না।
যাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের আবার প্রদর্শন কি? প্রদর্শন
দরিদ্রের জন্য। যাঁহাদিগের অন্তরে মনুষ্যোচিত উচ্চতার অমল-
জ্যোতিঃ সাগর-গর্ভ-নিহিত অমূল্যরত্নের ন্যায়, লোক-চক্ষুর
অগোচরে, লুক্কায়িত রহে, বিনয়ে তাঁহাদিগের আবার লজ্জা কি?
লজ্জা দীনজনের জন্য। মহাত্মা নিয়ুটনকে * মনুষ্যমাত্রেই জ্ঞান-
গুরু দেবতা বলিয়া পূজা করে, এবং তাঁহার অনন্য-সাধারণ

* স্যার আইজাক নিয়ুটন, ইংলণ্ডের অন্তর্গত উলথশর্প নামক গ্রামে ১৬৪২ খ্রীঃ-অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাধ্যাকর্ষণের বিশ্ব-ব্যাপি-নিয়ম ও আলোকের উপাদান প্রভৃতি নানাবিধ আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, জগতে অতুল কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়া, চতুরশীতি বর্ষ বয়সের সময়, মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে পৃথিবীতে এক অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

প্রতিভার কথা চিন্তা করিয়া মানবজাতি গৌরব ও উন্নতির ধ্যানে, আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকে। তিনি বুদ্ধিবলে বিশ্ব-রচনার মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; দূরস্থিত গ্রহ ও উপগ্রহ-গণকে, অতি নিকটস্থ বস্তুর ন্যায়, নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগের গতির পথ আঁকিয়া দেখাইয়াছেন; এবং নক্ষত্রখচিত নভো-মণ্ডলকে আদিকবি জগদীশ্বরের করলেখা জ্ঞানে পাঠ করিয়া, বিজ্ঞানের অতিকঠোর তত্ত্বেও কাব্যের অমৃতস্বাদ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই পর্ব্বতপ্রতিম উচ্চ পুরুষ, জ্ঞানে সাধারণের ঐরূপ অনধিগম্য হইয়াও, বিনয়ে সকলের কাছেই এত অবনত ছিলেন যে, যে তাঁহার সন্নিহিত হইত, সে-ই তাঁহার শিশুসমুচিত সরলনম্রতায় মোহিত হইত, এবং অতি সামান্য লোকও, তাঁহাকে আপনাদিগের সমান-শ্রেণিস্থ মনে করিয়া, নির্ভয়ে এবং নির্ম্মুক্ত-প্রাণে তাঁহার সহিত আলাপ করিত।

বিনয়ের আর এক বাধা, ভয়। অনেকের বিনয়ী হইতে লজ্জা নাই। তাঁহারা জানেন যে, গরিমা আর বিনয়ে, কাঞ্চন-ময়ী প্রতিমায় কান্তি ও দৃঢ়তার ন্যায় অনায়াসে ও অতিসুখে একত্র অবস্থান করিতে পারে। তথাপি তাঁহারা বিনীত হন না, —ভয়ে। ভয় এই, পাছে বিনয়ের দিকে নামিতে নামিতে ক্রমে আত্মাবমাননা হয়, এবং আভ্যন্তরীণ সামর্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই ভয়ের অর্থ—আপনাতে অবিশ্বাস। মনুষ্যের মন ভ্রান্তির বিপাকে পড়িয়া কতরূপে বিড়ম্বিত হইতে পারে, এই ভয় এই অবিশ্বাস, তাহারই এক নিদর্শন। নতুবা, যাহার বুদ্ধি

আছে, সে কেন বিনীত হইতে ভীত, এবং বিনয়ে আত্মাবনতির শঙ্কা করিয়া কুণ্ঠিত হইবে ? মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত ক্ষমতা পৃথিবীতে 'শক্তি' নামে অভিহিত এবং প্রত্যক্ষ 'শক্তি' বলিয়া পূজিত হইয়াছে, বিনয় ও সৌজন্যশিক্ষায় তাহার ক্ষয় হয়, না বৃদ্ধি হয় ? বুদ্ধির স্বাভাবিকী প্রতিভা, মনস্বিতার অপরিহার্য্য গৌরব, আত্মার উচ্চতা, উদার হৃদয়ের মহিমা এ সকল যদি বিনয়েই কমিবার বস্তু হয়, তবে আর ইহাদের দুর্ব্বহ ভারবহনের প্রয়োজন কি ? তোমাতে যদি যথার্থই এসকল গুণ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, লোকের পাদ-প্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও, তুমি মুকুট-মণির ন্যায় শোভা পাইবে, এবং সকলকে আপনার ক্ষমতায় বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। আর তোমাতেই যদি এ সকল অথবা অন্যান্য সম্মাননীয় গুণের কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয়ই জানিও যে, তোমায় লোকের মস্তকে কিংবা স্বর্ণসিংহানের শীর্ষস্থলে তুলিয়া দিলেও, তোমার স্বাভাবিকী ক্ষুদ্রতা, সমস্ত আচ্ছাদন ভেদ করিয়া, বাহির হইয়া পড়িবে।

যখন রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সুহৃৎ স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে যজ্ঞীয় বিবিধ কার্য্যের ভার পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিন্যস্ত করা হইল। কেহ ভাণ্ডারের ভার লইয়া দানাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। কেহ ভোজ্যান্নবিতরণের ভার লইয়া বহুলোকের সুখ সন্তৃপ্তি সাধনের সুযোগ পাইলেন। কেহ দ্বার রক্ষা, কেহ পুর এবং কেহ

বা শন্তিরক্ষার ভার লাভ করিয়া আপনাকে যথোচিতরূপে সম্মানিত মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি যজ্ঞাবসানে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া অর্ঘ্য পাইয়াছিলেন সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, আপনা হইতে প্রস্তাব করিয়া, আহূত ব্যক্তিদিগের পাদপ্রক্ষালনের ভারমাত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিচিত্র বিনয়নম্রতা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তিপরম্পরার সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করিলে, কাহার চিত্ত না ভয় ও ভক্তির মিশ্রিত ভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে? অযুত-কোটি লোকের হৃদয়ারাধ্য আলোকসাধারণ খ্রীষ্টও তাঁহার শিষ্যদিগের পাদ-প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিত্রমুগ্ধ শিষ্যেরা, সেই আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, যেন কি এক ভাবে একবারে জড়সড় হইয়া, অধিকতর তদ্গতচিত্তে তদীয় আজ্ঞা পালন করিতেন, এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীরা, অদ্যাপি তাঁহাকে জগতে অতুল, জগৎপাবনী শক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। অপিতু, নীরো * রোমবাসীদিগের তাঁহার আত্মমূর্ত্তি পূজা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী রোমকেরা তাঁহাকে নরকের কীট বলিয়া ঘৃণা করিত, এবং লোকে এখনও তাঁহার নাম লইলেই, ঐ নামের উপর, অন্ততঃ কল্পনায়ও পাদুকাঘাত করিতে ভালবাসে। বড় আর ছোট, লৌহ আর চৌম্বক। চৌম্বককে ঊর্দ্ধে রাখ, অধোতে রাখ, উত্তরে রাখ, দক্ষিণে রাখ, লৌহ অবধারিতই উহার

* রোমের ষষ্ঠ সম্রাট্,—মাতৃঘাতী, বিশ্বপীড়ক, বিশ্ববঞ্চক, নরপিশাচ।

আকর্ষণীর অধীন হইবে। কারণ, চৌম্বকে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। বড় আর ছোট, বহ্নি আর তৃণস্তূপ,—বহ্নি-স্ফুলিঙ্গকে তৃণস্তূপের উপর রাখ, আর নীচে রাখ, তৃণসংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। কারণ, বহ্নিতেও চৌম্বকের মত অদৃষ্ট শক্তি আছে। অতএব ইহাতে নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বড়, বিনয়ের কোনরূপ কার্য্যই তাঁহাদিগকে ছোট করিতে পারে না ; এবং যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ছোট,—প্রকৃতির গঠনে খাট, তাহারা দুর্ব্বিনয় ও দাম্ভিকতার কোনরূপ অভিনয়ের দ্বারাই আপনা-দিগকে বড় বলিয়া লোকের ভ্রান্তি জন্মাইতে সক্ষম হয় না।

উল্লিখিত ভয়ের ভাব, কতকগুলি লোকের হৃদয়ে ঠিক ইহার বিপরীত দিকে কার্য্য করিয়া, আর এক প্রকারে বাধার মূর্ত্তি ধারণ করে। ইঁহারা বিনয়কে কোন অংশেও আত্মাবমাননার কারণ মনে করেন না ; এবং মনুষ্য বিনয়ের দিকে নামিতে নামিতে কোনরূপেও হৃদয়ে কি মনে দুর্ব্বল হইতে পারে, এমন ইঁহাদিগের ধারণা নহে। ইঁহাদিগের ভয়ের মুখ্য কারণ এই যে, সামাজিকেরা বিনয়ের ব্যবহারকে সাধারণতঃ কপটব্যবহার বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহারা যদি হৃদয়ের স্ফুরণে, অতি সরল ভাবেও, বাহিরে বিনয়নম্রতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে, ইঁহারাও সম্ভবতঃ কৃত্রিমবিনয়ী ও কপট লোক বলিয়াই উপেক্ষিত হইতে পারেন। ইহা বলা বাহুল্য যে এই রূপ ভয় শুধু অমূলক নহে, ইহা ঘৃণার্হ। ছলগ্রাহী মনুষ্য

মনুষ্যচরিত্রের বিনয়শীলতায় যেমন অবিশ্বাস করে, মনুষ্যহৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, দয়া ও সরলতায়ও তেমনই অবিশ্বাস দেখাইয়া থাকে। কিন্তু, তাই বলিয়া কি প্রকৃত হৃদয়বান ব্যক্তিরা ভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি পূজার্হ ভাবকুসুমগুলিকে পদতলে দলন করিতে সাহস পাইয়াছেন? লোকে অবিশ্বাস করিবে বলিয়া কি প্রকৃত দয়াশীল ব্যক্তি দয়ার উপযুক্ত পাত্রকে দয়া করিতে, অথবা দয়ার উচ্ছ্বাসে নয়নের জল উপহার দিতে, বিরত হইবেন? বিনয়ের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। মনুষ্য হয় তোমাকে বিশ্বাস করিবে, না হয় তোমাকে অবিশ্বাস করিবে। যে অন্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না, সে অবশ্য অবিশ্বাসীর ক্রূর চক্ষেই তোমার সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কিন্তু পাছে মনুষ্য অবিশ্বাস করে, তুমি কি এই ভয়ে, আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এবং ব্যবহারের সৌষ্ঠব বিনাশ করিয়া, লঘুচিত্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় দুর্ব্বিনীত হইবে? বিনয়ে যদি প্রকৃত কোন সৌন্দর্য্য থাকে, সেই সৌন্দর্য্যের উপাসনা কর,—সত্যনিষ্ঠা ও সারল্যের সহিত বিনীত হও। লোকে তাদৃশ বিনীত ভাবের ভাল কি মন্দ, কিরূপ ব্যাখ্যা করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া বিচলিত কিংবা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া কাপুরুতার পরিচয় মাত্র।

বিনয়ের তৃতীয় বাধা, স্বার্থচিন্তা। মনে অভিমানজনিত লজ্জা নাই, অথবা অন্য কোনরূপ অহেতু ভয়ও নাই, অথচ এই বিশ্বাস অতি প্রবল যে, বিনয়ের একান্ত অধীন হইলে স্বার্থরক্ষা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। যাঁহারা বিনয় ও স্বার্থরক্ষার উপযোগী

কর্ম্মপরতার ভাবকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহারা কখনও কখনও গৌরব করিয়া এইরূপও বলিয়া থাকেন যে, যখন বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর আঘাত না করিলে, কোথাও কোন কঠিন কার্য্যের উদ্ধার হয় না, তখন বৃথা আর লোকের কাছে বিনয়ের মধুধারা সেচনে কি পুণ্য লাভ হইতে পারে? বিনয়ের পক্ষে এই প্রতিবন্ধককেও আমরা উপযুক্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করি না। লৌকিক ও কার্য্যভূমিতে কদর্য্য নীতি ও কুৎসিত কর্ম্মপদ্ধতির উপর বজ্রের ন্যায় আঘাত করা যে সময়ে সময়ে অনিবার্য্য হইয়া উঠে তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা মানবজগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বজ্রসার পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন, এবং যাঁহারা গুরুতর কর্ত্তব্য কিংবা নীতিঘটিত গুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধে বিপক্ষের মস্তকে সময়-বিশেষে শতবজ্রের সম্মিলিত-শক্তিতে আপতিত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই কি বিনয়হীন ছিলেন? অথবা, বিনয়ের আভরণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া তাহারা কেহই কি কখনও ন্যায্য স্বার্থ ও উপযুক্ত সম্মান রক্ষায় উপেক্ষা কিংবা অক্ষমতা দেখাইয়াছেন? যিনি রোম সাম্রাজ্যের সংস্থাপয়িতা বলিয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, এবং কাব্য-সাহিত্যের উৎসাহ-দান পুষ্টিবর্দ্ধন হেতু পুরাতন ইউরোপের বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, রোমের কোন পুরুষ সে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অগষ্টস সীজরের * সহিত বিনয়নম্রতায় উপমিত হইতে

* রোমের প্রথম সম্রাট্। রোমসাম্রাজ্যে সমস্ত লোকেই ইঁহাকে

পারে? অথবা রোমের কোন বীর, শত্রুশাসন, শত্রুঘাতন এবং আঘাতের বজ্রনিভ কঠিনতায়, তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া সম্মান পাইবার যোগ্য? অগষ্টস সীজর, রাজ্যের দৃঢ়তারক্ষার জন্য, অতিকঠোর কার্য্যও বিনয়ের কৌশলে সম্পাদন করিতেই প্রয়াস পাইতেন, এবং তদানীন্তন সভ্যজগতের সর্ব্বাধিকারী প্রভু হইয়াও, আশ্রিত ও আশ্রয়প্রার্থী প্রভৃতি সকলের কাছেই সতত বিনীত রহিতেন। তিনি কখনও সম্রাটের বেশভূষা গ্রহণ করিতেন না, এবং রাজকীয় সভা সমিতিতে উপস্থিত হইবার সময়েও একটি সৈনিক কিংবা সেবককে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। কিন্তু, তাঁহার ধীর, গভীর, বিনীত ব্যবহারে এমনই এক বিচিত্র শক্তি ছিল যে, তিনি যতই বেশী নত হইয়া চলিতেন, লোকে ততই তাঁহার অনুগত হইত, এবং তিনি যাহাদিগকে প্রিয়বয়স্যজ্ঞানে প্রণয়ের সুখ-মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন তাহারাও তাঁহার কাছে প্রীতি ও ভক্তিতে সতত বদ্ধাঞ্জলি রহিয়া তাঁহার স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে কার্য্য করিত।

বীরচূড়ামণি বোনাপার্টি, তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বীরপুরুষদিগের নিকট বজ্রপুরুষ বলিয়াই অভিহিত হইতেন, এবং সকলেই তাঁহাকে বজ্রের মত ভয়ঙ্কর মনে করিত। কিন্তু, যাঁহারা এই জগতে, যশ ও মানের জন্য বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য লইয়া

পিতৃবৎ সম্মান করিত। ইনি খ্রীঃ-পূঃ ৬৩ অব্দে রোম নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৭ বৎসর কাল, নানারূপ সুখ সম্মানের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া ১৪ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হন।

কন্দুকক্রীড়া করিয়াছেন,—যাঁহাদিগের দৃষ্টিমাত্রনিক্ষেপে একটা দেশের হয় আনন্দের কল-কোলাহল, না হয় রোদনের বিকলধ্বনি উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে কে বোনাপার্টির মত বিনয়নম্র ছিলেন? বোনাপার্টির প্রশান্তগাম্ভীর্য্য ও সুস্থিরভাবকে লোকে বজ্রপাতের প্রাক্‌কালীন সুন্দর, সুখদর্শন ও প্রশান্ত মেঘমালার সহিত তুলনা করিত;—এবং তাঁহার অধর প্রান্তে হাসির রেখা দৃষ্ট হইলেই, বিরুদ্ধচারী বিদ্বেষীদিগের মনে বজ্রসঙ্গিনী বিদ্যুতের রেখা প্রতিভাত হইত। কিন্তু যাহারা অহোরাত্র তাঁহার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহাকে একখানি কাব্যের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিল, তাহারা প্রকৃতই তাঁহাকে কুসুমের মত কোমল এবং নিরতিশয় বিনীতপ্রকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। কবিবর ভবভূতি লোকোত্তর-পুরুষদিগের চরিতরহস্য চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইঁহাদিগের হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর, এবং কুসুম হইতেও কোমল। এই কথাগুলি বোনাপার্টির বিস্ময়াবহ জীবনচরিতে অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। সমরনায়ক সেনাপতিরা, যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার সময়ে, আপনাদিগের সম্পদ্‌ ও বৈভবের কতই ঘটা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বোনাপার্টির এ সকল কিছুই ছিল না। তিনি ঐরূপ সময়ে প্রায়শঃই সামান্য সৈনিকের বেশে সৈনিকদিগের সঙ্গে পাদ-চারে পথপর্য্যটন করিতেন,—তাহারা যাহা খাইতে পাইত, তাহাই খাইয়া পরিতৃপ্ত রহিতেন, এবং সময়বিশেষে তাহাদিগের মত শ্যামল দুর্ব্বাদলে শয়ন করিয়াই নিদ্রার সুখ-শীতল শান্তিলাভে চরিতার্থ হইতেন। ফলতঃ

তাঁহার অসংখ্য পরিচরেরা যে উন্মত্তের মত তাঁহার উপাসনা করিত, তদীয় ধীর-স্থির বিনয়নম্রতাই, অন্য দশ প্রকার কারণের মধ্যে তাহার এক প্রধান কারণ। তাঁহার এই রীতি ছিল, তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বে, সন্ধিসূত্রে শান্তি স্থাপনের জন্য, শত্রুর নিকট পুনঃ পুনঃ অতি কাতরকণ্ঠে পত্র লিখিতেন, এবং যুদ্ধ যদি একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সমরাবসানে বিজয়-বৈজয়ন্তী দোলাইয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুপক্ষের নিকট পুনরায়, সন্ধি সংস্থাপনের জন্য প্রার্থী হইতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ জয়লাভের পরেও বিরুদ্ধাচারী রাজাদিগের নিকট স্বহস্তে যে সকল বিনয়পূর্ণ কাতরোক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, অন্য কোন সাধারণ লোক কখনও তদনুরূপ বিনয় দেখাইতে সাহস পায় না। বোনাপার্টি এইরূপ বিনীত ছিলেন বলিয়া স্বার্থসংরক্ষণ বিষয়ে কেহই কি তাঁহাকে শুকদেব অথবা শঙ্করাচার্য্যের মত উদাসীন মনে করিয়াছে ?

পুরুষসিংহ প্রথম রিচার্ডও * সামাজিকদিগের সহিত কথোপ-কথনে ও ব্যবহারে যার-পর-নাই বিনয়াবনত থাকিতেন। তিনি

* ইংলণ্ডের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা। ১১৫৭ খ্রীঃ-অব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১১৯৯ খ্রীঃ-অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি এক বিখ্যাত বীর ছিলেন। ইঁহার যশোময় জীবন ইংলণ্ডের ইতিহাস ও উপন্যাসে সমান-রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। ইনি সাহস ও সদুদারতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে "সিংহপ্রাণ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন নিতান্ত ভীরু অথচ নিষ্ঠুর বলিয়া ইংলণ্ডে অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়াছিল।

আপনার অমিত পরাক্রমকে এমনই এক দুর্ভেদ্য বর্ম্ম বলিয়া জানিতেন যে, স্বকীয় দৃঢ় দুই ভুজ এবং প্রশস্ত ললাট ভিন্ন রাজপরিচ্ছদের কিছুই আর আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সিংহের প্রতাপ সর্ব্বত্র অনুভূত হইত, এবং সকলে আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার চরণোপান্তে গড়াইয়া পড়িত। অতি দুর্দ্ধর্ষ অভিমানীরাও তাঁহার বিনয়াবৃত ও প্রীতিকর অভিমানের নিকট পরাভব স্বীকার করিত। এ দিকে, তাঁহার কনিষ্ঠ, জম্বুকমতি জন, মানের কাল্পনিক অনুরোধে, দুর্বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও, লোকের নিকট অনন্ত-প্রকারে নিগৃহীত ও অপমানিত হইত। যে মাধুরী তদীয় অগ্রজের অনবদ্য পৌরুষদেহে গুণমুগ্ধা কামিনীর ন্যায়, যেন একেবারে নিলীন থাকিত, জন মণিমুক্তার রমণীয় মালা পরিয়াও তাহার ছায়া লাভে বঞ্চিত রহিত।

পুরাকালে, ইয়ুরোপের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান সম্রাট্ তেজঃপুঞ্জ সার্‌লিমেন, * একদা পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে রাজপথে পাদ-চারে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। একটি দীনমূর্ত্তি ভদ্রসন্তান, সেই সময়ে দূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। সার্‌লিমেন প্রত্যভিবাদনে তাঁহাকে তাহা হইতেও অধিকতর অবনতি এবং সাদর অনুগ্রহের ভাব

---

* সার্‌লিমেন অর্থাৎ চার্লস-দি-গ্রেট ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট্। ইঁহার সময়ে জর্ম্মণী প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় প্রধান রাজ্যনিচয় ইঁহার অধিকারস্থ হইয়াছিল। ইনি ৭৪২ খ্রীঃ-অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

দেখাইলেন। পারিষদদিগের মধ্যে এক জন এই আচরণের অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া, একটুকু হাসিতেছিলেন। সম্রাট্ হাসির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া একটুকু ব্যথিত হইলেন, এবং সম্মুখস্থ সকলকেই স্মিত-মুখে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন যে,—যাঁহারা বিধাতার কৃপায় অবনীতে অতি উচ্চস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি, নিজ নিজ স্বভাবের বিকৃতি কিংবা বিড়ম্বনায়, বিনয়-নম্রতার বিবিধ অনুষ্ঠানে একান্ত নীচাশয় কিংবা নিম্নস্থানীয় হন, তাহা হইলে কে তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে সমর্থ হয়? কে তাঁহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া নিবৃত্ত রহিতে পারে?

বিনয়ে যাঁহাদিগের লজ্জা হয়, ভয় হয় অথবা সাহসের অভাব হয়, বুদ্ধি থাকিলে তাঁহারা এই স্বনাম-ধন্য সম্রাটের নিকট শিক্ষা লইবেন। আর, যাঁহাদিগের আত্মা ভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তির অস্বাভাবিক অবনতি হেতু বিনয়ের সুখ-সৌন্দর্য্যে বিরক্ত,—বিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতে অসম্মত, ভরসা করি তাঁহারাও পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীরদিগের জীবনবৃত্ত সমালোচনা করিয়া, বিনয়ের সহিত কর্ম্মফলা নীতি ও উন্নতির কিরূপ গূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, উহা বুদ্ধিস্থ করিতে যত্নপর হইবেন।

প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ

যাহা সাধারণ লোকের নিকট এক পদার্থ, তাহা শাস্ত্রকারদিগের নিকট আর এক পদার্থ। শাস্ত্রকারেরা অতি সহজ কথা বুঝাইবার জন্যও এক এক সময়ে এমন দুর্ভেদ্য তর্কজাল বিস্তার করেন যে, লোকে তাহাতে কোন প্রকারেই সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রবিষ্ট হইলেও বাহির হইবার পথ দেখে না। রুচি কাহাকে বলে, এই কথাটি লইয়াও এইরূপ ঘটিয়াছে। ইয়ুরোপের আলঙ্কারিক ও দার্শনিক পণ্ডিতবর্গ রুচি শব্দের যে সকল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞসমাজে অবিদিত নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এমনই দুর্গম ও জটিল যে, যাঁহারা বিশেষরূপে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তাঁহারা কিছুতেই তৎসমুদয়ের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। আমরা, এই নিমিত্ত সে পথ পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ভাব ও কথা সর্ব্বত্র পরিচিত আছে, তাহা লইয়াই রুচি শব্দের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে যত্নপর হইব।

কোন বিষয় কাহারও মনে ভাল লাগে, কাহারও মনে ভাল লাগে না। কোন একটি বিশেষ সংগীত শ্রবণ করিয়া কেহ একেবারে গদগদচিত্ত হন, কাহারও কর্ণে সেই সংগীতটিই বিষধারা বর্ষণ করে। অধিকারীরা, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, যে ভাবে দেব-লীলার অভিনয় করেন, তাহা দেখিবার জন্য কেহ পঞ্চ ক্রোশের পথ পদব্রজে চলিয়া আসেন ; কেহ তাদৃশ অভিনয়কে

যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার একশেষ মনে করিয়া, অব্যাহতি লাভের জন্য, পঞ্চ ক্রোশ দূরে চলিয়া যান। কেহ একখানি কাব্য পাঠ করিয়া পদে পদে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন; কেহ সেই কাব্য-খানিকেই নীরস কাষ্ঠসমান বিবেচনা করিয়া অনির্ব্বচনীয় বিরক্তির সহিত দূরে ফেলিয়া দেন, এবং যাহা বিজ্ঞব্যক্তিরা ঘৃণায় স্পর্শ করেন না, অথবা ইচ্ছা হইলেও লজ্জায় স্বকীয় গ্রন্থাধানে রাখেন না, এমন একখানি কদর্য্য পুস্তক লইয়া দিবারাত্রি নিবিষ্ট রহেন। একখানি চিত্রপট দর্শনে কাহারও হৃদয় একবারে উছলিয়া উঠে, এবং দৃষ্টি উহাতেই একেবারে লাগিয়া থাকে; আর এক ব্যক্তি, সেই পটখানি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও, তাহাতে সৌন্দর্য্য কি মাধুর্য্যের কোন চিহ্ন দেখিতে পান না। ইত্যাদি স্থলে বলিব যে, যাঁহার মনে ঐরূপ কোন বিষয় গীত, কি কাব্যাদিতে প্রীতির পরিবর্ত্তে বিরক্তি জন্মে, তাঁহার উহাতে রুচি নাই; এবং যাঁহার মনে বিরক্তির পরিবর্ত্তে সুখানুভব অথবা প্রীতি জন্মে, তাঁহার উহাতে রুচি আছে। সুতরাং রুচির সারার্থ আনন্দবোধ এবং সেই আনন্দেবোধ-জনিত-স্পৃহা। যাহা ভাল লাগিল, তাহা রুচিকর; এবং যাহা ভাল লাগিল না, তাহা অরুচিকর।

কিছুতেই রুচি নাই, এরূপ লোক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কেহ থাকেন, তাঁহার অবস্থা স্মরণ করিয়া কেহই তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিবে না। তিনি পণ্ডিত হইলেও মহামূর্খ, পরম সাধু হইলেও মহাপাতকী। এই শোভাবিলাসিনী সুরম্যমেদিনী তাঁহার বাস্তভূমি নহে। তাঁহার অধ্যয়ন ও

বিদ্যালোচনা ভস্মে ঘৃতাহুতি—তাঁহার প্রণয় প্রতারণা, পরিণয় পাপ, বন্ধুজন-সংসর্গ অকথ্য যন্ত্রণা, এবং পার্থিব-জীবন প্রত্যক্ষ নরকভোগ। সূর্য্য মেঘপটলকে প্রভাতকান্তিতে রঞ্জিত করিয়া, তাঁহার জন্য মৃদু হাসি হাসে না ; চন্দ্রমার অমল-স্নিগ্ধ কৌমুদী তাঁহার জন্য মৃদু হাসি হাসে না ; তরুলতা ও সরোবরের নির্ম্মল-সলিল-রাশি কুসুম-নেত্র বিকসিত করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া চায় না ; বিহঙ্গগণ সুধাসিক্ত কলকণ্ঠে কখনও তাঁহাকে আহ্বান করে না ; ভারতীয় বীণাধ্বনিসদৃশী কবিতা তাঁহার নিকট চক্ষু মেলে না। শিশুর সুকুমার মাধুরীও, তাঁহার সেই শ্মশানভীষণ দুঃসহ শুষ্কতার সন্নিহিত হইলে, আর উহার স্বভাবচঞ্চল সুখময় স্ফূর্ত্তিতে বিলসিত রহিতে পারে না। সংক্ষেপতঃ এই সুবিস্তীর্ণ ধরণীমণ্ডলে কেহই আপনাকে তাহার বলিয়া পরিচয় দেয় না। কিন্তু জগদীশ্বরপ্রসাদাৎ এইরূপ নিরানন্দ, নিরালম্ব, চিরবিষাদমগ্ন কিম্ভুত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই রুচিবিশিষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন বিষয়ে রুচি অর্থাৎ আসক্তি ও আনন্দ বোধ আছে ;—এ গীতে না হউক, অন্য গীতে—এবং এ ভাবে না হউক, অন্য ভাবে, কিন্তু কোন না কোন গীতে এবং কোন না কোন ভাবে সকলের হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠে।

অনেকে রুচি শব্দটিকে অতীব সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়া, শুধু কাব্যনাটকাদির দোষগুণঘটিত বিচারের কথাকেই ইহার বিষয় বলিয়া মনে করেন, এবং যাঁহার কাব্য-নাটকে তেমন পাণ্ডিত্য নাই, তাদৃশ ব্যক্তি অন্যান্য বহু বিষয়ে নিতান্ত সুশিক্ষিত ও

সুরুচিসম্পন্ন হইলেও, তাঁহাকে রুচিহীন, রসহীন এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাদ-শক্তি-হীন বলিয়া অবধারণ করিয়া রাখেন। ইহা ভ্রম। রুচির বিষয় এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি। যাহা সুন্দর, যাহা সুশ্রাব্য, যাহা অন্যথা সুখ-প্রদ কিংবা মনোমদ, তাহার সহিতই রুচির সম্পর্ক আছে। কাহার চক্ষু কি দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হয়, কে কি শুনিতে ভালবাসে, কে কিরূপ আলাপ করে ও কিরূপ বেশ-বিন্যাসে অনুরাগ দেখায়, কি প্রকার আভরণে কাহার মনে আনন্দ জন্মে, কিরূপ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়াকলাপে কাহার হৃদয় আসক্ত থাকে, এই সমস্ত কথাই রুচির পরিচায়ক। উপাসনাদি উচ্চকল্পের অনুষ্ঠাননিচয় রুচির সহিত সম্পর্কশূন্য নহে। দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভজনাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, তত্রত্য, সামগ্রীসমূহ এবং উপাসকদিগের রীতি-পদ্ধতি, ভাবভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর পরীক্ষা কর, অথবা একসম্প্রদায়স্থ দুই ব্যক্তির উপাসনাক্রিয়া দর্শন কর, তাহাতেও রুচিগত পার্থক্যাদির পরিচয় পাইবে। রুচি, ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর কার্য্য করে, জীবনের সকল কার্য্যেই নিত্যসঙ্গিনীর ন্যায় উপদেশ দেয়, এবং মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতে আকারে, ইঙ্গিতে এবং হাস্য ও ভ্রূকুঞ্চনাদি ভাবভঙ্গিতে শতমুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই,—মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সর্ব্বত্র, সকল সময়ে এবং সকল বিষয়েই যে বিষম রুচিভেদ পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি? যাঁহারা মানবমনের গূঢ়তত্ত্বসকল আলোচনা করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে

এক এক জনে এই প্রশ্নের এক এক প্রকার উত্তর করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, দয়া কি ন্যায়পরতার ন্যায় রুচি নামে মনুষ্যের একটি পৃথক্ মনোবৃত্তি আছে; সেই বৃত্তির বিকাশ অথবা অবিকাশ কিংবা অপূর্ণ বিকাশই রুচিভেদের একমাত্র কারণ। কেহ বলিয়াছেন, রুচি শোভানু-ভাবকতার নামান্তর;—যিনি যে পরিমাণে সৌন্দর্য্যের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ, তাঁহার রুচি সেই পরিমাণে বিকসিত ও মার্জ্জিত; আর যিনি যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য বিষয়ে অন্ধ, তাঁহার রুচি সেই পরিমাণে অস্ফুট অমা-র্জ্জিত। এই শ্রেণিস্থ চিন্তকদিগের মতে সুরুচির নাম সৌন্দর্য্যের উপাসনা এবং কুরুচির নাম কদর্য্য বস্তুতে প্রীতি। কাহারও মত এই যে, বয়োভেদ হইতেই রুচিভেদ জন্মে। যেমন জীবনে দিন দিন নূতন নূতন পরিবর্ত্তন ঘটে, রুচিতেও দিন দিন সেই রূপ নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আসিয়া অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হয়। কিশোরবয়সে যাহা ভাল লাগিত, যৌবনে তাহা ভাল লাগে না এবং যৌবনে যাহা প্রিয় বোধ হয়, পরিণত-বয়সে তাহা প্রিয় বোধ হয় না। অন্য এক শ্রেণির পণ্ডিতদিগের মতানুসারে শিক্ষাভেদ ভিন্ন রুচিভেদের কারণান্তর নাই। শিক্ষাপ্রভাবে মনুষ্য দেবতা, শিক্ষাবিরহে মনুষ্য পশু। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির রুচিবিষয়ক পার্থক্যই ইহার প্রমাণ। উভয়েই সমান মনুষ্য। কিন্তু একজন অমৃতের জন্য লালায়িত; আর একজন, কর্দ্দম-নীর পান করিয়া, তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত ও কৃতার্থ!

আমরা রুচি নামে পৃথক একটি মনোবৃত্তির অস্তিত্ব এবং

বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য ও সুখ-সার উৎকর্ষের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকা স্বীকার করি না। এইরূপ একই বৃত্তির সর্ব্ববিষয়-ব্যাপকতা অনুমানসিদ্ধও নহে, এবং প্রমাণ দ্বারাও কোন প্রকারে সমর্থিত হইতে পারে না। চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকেই জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু যাহা চক্ষুর বিষয়ীভূত তাহা কখনও কর্ণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এবং জ্ঞানের যে তত্ব ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহার সহিত চক্ষু ও কর্ণের কোন কালেও কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং চক্ষু যদি শুনিতে না পায়, তবে তাহাতে চক্ষুর কোন নিন্দা নাই; এবং কর্ণও যদি দেখিতে না পায় তবে তাহা কর্ণের দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই কথা ছাড়া, আমরা প্রাগুক্ত আর কোন কথারই সম্পূর্ণ প্রতিবাদী নহি। তবে আমাদিগের মতের সহিত এই এক বিশেষ বিভিন্নতা, আমরা উল্লিখিত কারণসমূহের কোন একটিকেই রুচিভেদের একমাত্র কারণ না বলিয়া, প্রত্যেকটিকেই পৃথক্ একটি কারণ বলি, এবং সকল কারণের অভ্যন্তরে প্রকৃতি-ভেদকেই রুচিভেদের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। শিক্ষা বলিলে সংসর্গজন্য দোষগুণ তাহাতে আসিতে পারে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে তাহার অন্তর্গত হয় না;—এবং বয়ঃকালাদিজন্য অবস্থাবিশেষকে রুচির প্রণোদক বলিয়া গ্রহণ করিলে, প্রবৃত্তি বিশেষের প্রাবল্য অথবা দুর্ব্বলতা তাহার অন্তর্গত হইলেও শক্তি কিংবা শিক্ষার পার্থক্য প্রভৃতি অতি প্রধান কারণ নিচয় তাহার মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে

না। কিন্তু প্রকৃতিভেদকে আদি কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে, সকলই তাহাতে আসিয়া পড়ে। প্রকৃতি যে সকল শক্তি প্রদান করেন, শিক্ষা তাহার বিকাশ জন্মায়, শিক্ষার অভাবে তাহা জড়তা প্রাপ্ত হয়, সংসর্গবিশেষে তাহা উন্মিষিত হইয়া থাকে, সংসর্গবিশেষে তাহা আবার বিপথগামী অথবা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। শোক, দুঃখ ও হর্ষবিষাদজনিত মানসিক অবস্থা এবং বয়ঃকালাদিও প্রকৃতির উপর সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। সুতরাং শক্তিভেদ, শিক্ষা, সংসর্গ, প্রবৃত্তিবিশেষের প্রাবল্য এবং অবস্থাভেদ, প্রভৃতি যত প্রকার কারণ রুচির উন্নতি কি অবনতি বিষয়ে অনুকূলতা অথবা প্রতিকূলতা করে, সমস্তই প্রকৃতিভেদরূপ এক মৌলিক কারণের অন্তর্ভূত।

দুইটি লোক তুল্যরূপ ক্রীড়াসক্ত, তন্মধ্যে একজন তাসপাশা লইয়াই সময়ের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতে ভালবাসেন, আর একজন অস্ত্রের ঝন্ঝনা এবং অশ্বগজের কর্ণভেদি গর্জ্জন শুনিবার জন্য বালক সেকেন্দর সার * মত প্রমত্ত হন। এ স্থলে শিক্ষাভেদ এই রুচিভেদের কারণ নহে। অবস্থার বিভিন্নতাকেও কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শোভানুভাবকতা প্রভৃতি বৃত্তিবিশেষেরও কোনরূপ কার্য্যকারিতা নাই। এখানে যথার্থ কারণ প্রাকৃতশক্তিভেদ। যিনি তাসপাশাতেই নিরুপম আনন্দ

---

* ভুবনবিখ্যাত গ্রীকবীর ও বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজেণ্ডার-দি-গ্রেট। ইনি ইঁহার বয়সের প্রথম উন্মেষ হইতেই অশ্বের দোষ-গুণ-পরীক্ষা ও অস্ত্র-শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

অনুভব করেন, এবং উহা লইয়াই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে ভালবাসেন, তিনি যে ধাতুতে গঠিত, সেকেন্দর সাহ সে ধাতুতে গঠিত নহেন। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত শক্তিবিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে, তাহাতেই ক্রীড়াপ্রমোদ ঘটিত রুচি বিষয়েও এত প্রভেদ! যিনি যৌবনে মেরেঙ্গো, অস্তর্লিজ ও জিনা * প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রণক্ষেত্রে পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত ইয়ুরোপ-ভূখণ্ডকে পদাঘাতে কম্পিত করিয়াছিলেন, তিনি যদি কৌমারে নবনীতকোমলা বালিকার মত কন্দুকলীলাতেই ব্যাসক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের সমস্ত কথাই মিথ্যা কথা বলিয়া সপ্রমাণ হইত। তাঁহার রুচি শৈশব সময় হইতেই কোন্ দিকে প্রধাবিত ছিল, এবং তিনি কি বলিয়া ক্রীড়াসহচরীদিগের সহিত খেলা করিতেন এবং কিরূপ প্রমোদে সুখী হইতেন, তাহা, তদীয় চরিতাখ্যায়কদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

মনুষ্যের প্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে একটী অত্যাবশ্যক কথা আমাদিগকে এইস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইয়াছে। নতুবা শক্তিভেদের সহিত রুচিভেদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যদি কাহাকেও শক্তিমান পুরুষ বলি, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, শক্তির

---

* এই তিনটি স্থানে তিনটি লোক-ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানের যুদ্ধেই বীর-চূড়ামণি বোনাপার্টি অলোকসাধারণ কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন।

যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইতে পারে, সমস্তই সেই একাধারে নিহিত রহিয়াছে। যে দুই বীর পুরুষের কৌমার-রুচির প্রসঙ্গ হইল, তাঁহারা এক বিষয়ে যেমন অসাধারণ শক্তি-মত্তা দেখাইয়াছেন, তেমন অনেক বিষয়ে নিতান্ত হীনশক্তি ছিলেন। আবার অনেক প্রস্তাবিত বিষয়ে নিতান্ত নিকৃষ্টকল্পের লোক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও অন্যান্য বহুবিষয়ে অতীব প্রশংসনীয় ক্ষমতা ও রুচিশালিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে জন্‌সন্ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা মনুষ্যের শক্তি ঘটিত এই নিয়ম সুন্দররূপে বুঝিতেন না, এবং বুঝিতেন না বলিয়াই রুচিভেদ সম্বন্ধে কোন কথা হইলে তর্কতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নানাবিধ ভ্রম-সঙ্কুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, পশ্চিমদিকে যাইতেও যে বলের আবশ্যক, পূর্ব্বদিকে যাইতেও যখন ঠিক সেই পরিমাণ বলই প্রচুর হইয়া থাকে, তখন যে বুদ্ধি যথাযথ-রূপে প্রযুক্ত হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে ছিন্নবৃন্ত ফলের প্রস্খলন দর্শনে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে, সেই বুদ্ধিই যদি আর এক পথে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ওথেলো* কি অভিজ্ঞানশকুন্তলার ন্যায় অপূর্ব্বকাব্যও অনায়াসে বিরচিত হইত। কিন্তু বিচার এবং বহুদর্শন দ্বারা ইহা এইক্ষণে বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবীয় শক্তি এক এবং অখণ্ড হইলেও বহুধা বিভক্ত এবং বহুধারাপ্রবাহিত। জগতের

* ওথেলো—মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত অতি প্রসিদ্ধ একখানি ইংরাজী নাটক।

নিত্যপরীক্ষিত বৃত্তান্তচয়ও সর্ব্বথা এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষকতা করে।

কাহারও চক্ষু এবং বুদ্ধি সৌন্দর্য্যবিষয়েও এমন সুনিপুণ যে, তিনি উহার বিভেদ ও অনুভেদ সকল তিল তিল করিয়া ভাগ করিতে পারেন ; এবং একখানি আলেখ্য দর্শন করিলে, তাহার কোথায় কি গুণ এবং কোথায় কি দোষ আছে, তাহা দৃষ্টিপাত মাত্রই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন ;—অথচ তাঁহার সঙ্গীতবিষয়িণী বুদ্ধি এত অল্প যে তানসেন কি সুরিমিঞার গন্ধর্ব্বকণ্ঠানুকারিণী ভুবনমোহিনী গীতলহরীও তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে সমর্থ হয় না। যদি রূপের লীলাভঙ্গী এবং সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মভেদ বিষয়ে আলাপ কর, তাহা হইলে মনে হইবে যে, তাঁহার ন্যায় সুরসিক ও সুরুচিবিশিষ্ট পুরুষ আর একটি সম্ভবে না। কিন্তু সঙ্গীতপ্রসঙ্গে কথা তুলিলে, তাঁহাকে তেমনই আবার অরসিক ও অকর্ম্মণ্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। দুর্জ্ঞেয় গণিততত্ত্বের অন্তস্তলে কত কি মধু সঞ্চিত রহিয়াছে ! যাঁহারা স্বভাবতঃ গণিতবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা তাহা পান করিয়া ধ্যানরত তাপসের ন্যায় বিমোহিত থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি যাঁহাদিগকে সে বুদ্ধি, সে শক্তি দেন নাই, তাঁহারা অন্য রসে রসিক হইলেও উহার প্রবেশদ্বারের রেখা-সমূহকে নরকপাল-স্থিত অদৃষ্ট রেখার ন্যায় অপাঠ্য জ্ঞানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যান। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইলে, শক্তিগত বিভিন্নতার এইরূপ আরও সহস্র দৃষ্টান্ত সংকলিত হইতে পারে !

কিন্তু যাহা উদাহৃত হইল, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যাঁহার যে বিষয়ে প্রকৃতিদত্ত শক্তি নাই, তাঁহার প্রকৃতিতে সে বিষয়ে রুচি থাকা নিতান্ত নিসর্গবিরুদ্ধ ; আর যিনি যে বিষয়ে স্বভাবতঃ শক্তিসম্পন্ন, তিনি সে বিষয়ে স্বভাবতঃই অনুরক্ত ও রুচিবিশিষ্ট। যেমন শরীরের অঙ্গবিশেষে সামর্থ্য না থাকিলে, সেই অঙ্গ সম্পর্কিত ব্যায়ামে ইচ্ছা অথবা আনন্দ বোধ হয় না, তেমন মনেরও বৃত্তিবিশেষে সমুচিত শক্তি না থাকিলে, সেই বৃত্তির পরিচালনায় তৃপ্তিলাভের প্রত্যাশা থাকে না।

একই শক্তির পরিমাণগত তারতম্যানুসারেও রুচির বৈচিত্র্য জন্মে। গায়কেরা সাধারণতঃ গীতবিদ্যাকে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। ধ্রুপদ গুরুপাক, কষ্টসাধ্য এবং সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ। খেয়াল কাঠিন্য ও কোমলতা এই উভয় মিশ্রিত ; উহাতে রাগরাগিণীর ব্যাকরণ আছে, অথচ টপ্পারও একটু একটু রস আছে। টপ্পা ফুলের মধু, সরবতের ন্যায় সুপক্ক, সুখপেয় সহজসাধ্য। অনেকে গাইতে পারেন কিংবা গান শুনিয়া সুখী হন, কিন্তু টপ্পা পর্য্যন্তই তাঁহাদিগের শক্তির দৌড়। উহার ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতে হইলে তাঁহাদিগের পক্ষ অবসন্ন হইয়া পড়ে। অনেকে আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিচরণ করেন। যাঁহারা প্রকৃতির কৃপায় প্রধান-শ্রেণির শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার শেষ শিখরে সমারূঢ় হইয়া এক অলৌকিক আনন্দরসে নিমগ্ন হন। তাঁহারা কি সুখে সুখী হইলেন, অশক্ত অদীক্ষিত ব্যক্তিরা নিম্ন ভূমিতে

থাকিয়া, তাহা সংশয়সঙ্কুল বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করেন। যাঁহারা আরও জড়বুদ্ধি, তাঁহারা উপহাস করেন। এইরূপ অনেকেরই চিন্তাশক্তি আছে। কিন্তু কাহারও চিন্তাশক্তি উচ্চ শ্রেণির—প্রখর, বলবিশিষ্ট এবং শ্রমসহ। কাহারও চিন্তাশক্তি সুকুমার-তনু বালক অথবা স্ত্রীলোকের শারীরশক্তির মত,—দুর্ব্বল, শ্রম-বিমুখ এবং স্থৈর্য্যহীন। চিন্তাশক্তির এই মাত্রাগত প্রভেদ অনুসারে এই দুই শ্রেণিস্থ লোকের মধ্যে অধ্যয়ন ও পাঠ্যনির্ব্বাচনাদির বিষয়ে কিরূপ রুচিগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া উঠে, তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ?

শিক্ষা রুচিকে কিরূপ পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করে, তাহার নিদর্শন-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। যে লৌহখণ্ড খনি হইতে এইমাত্র উত্তোলিত হইল, তাহাও লৌহ, এবং যাহা নিপুণ কারুকরের হস্তে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জিত হইয়া এইক্ষণ স্বকীয় প্রভায় রজত-প্রভাকেও পরিহাস করিতেছে, তাহাও লৌহ। কিন্তু উহাকে স্পর্শ করিতেও লোকের অবজ্ঞা জন্মে, আর ইহা বীরের দৃপ্তবাহুতে অমূল্য ভূষণের ন্যায়, মণিমুক্তার সহিত বিলম্বিত হয়। অঙ্গার ও হীরক একই পদার্থের বিভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অথচ উভয়ে কত অন্তর। লণ্ডনের সদ্বংশীয় সুশিক্ষিতা নবীনা এবং সাঁওতাল কি গারোজাতীয় অশিক্ষিতা যুবতী প্রকৃতিতে পরস্পর বহুদূরবর্ত্তিনী নহে। কিন্তু উভয়েরই রুচিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে, কে ইহাদিগকে একজাতীয় জীব বলিয়া স্বীকার করিতে পারে ? আভরণ-প্রিয়তা উভয়েতেই

সমান বলবতী, এবং উভয়েই সমান রূপাভিমানিনী। প্রশংসার কলকণ্ঠও উভয়কেই সমানরূপে অভিভূত করে। তথাপি শিক্ষার শোধনী প্রক্রিয়ায় উভয়ে এইক্ষণ এই প্রভেদ জন্মিয়াছে যে, একটি সুর-লোক-বিহারিণী বিদ্যাধরী, এবং আর একটি প্রকৃত-প্রস্তাবেই পিশাচের প্রণয়সহচরী। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়শ্রেণিস্থ লোকেরাই গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদিতে তুল্য অনুরক্ত। কিন্তু সুশিক্ষিতসমাজে গীতের নাম স্বর-সুধা কিংবা সুধালহরী, অশিক্ষিত সমাজে গীতের নাম চীৎকার কি কণ্ঠকূর্দ্দন ;—সুশিক্ষিতসমাজে বাদ্যযন্ত্রের নাম বীণা বা পিয়ানো, অশিক্ষিত-সমাজে বাদ্যযন্ত্রের নাম ঢক্কা কি ভগ্নকাংস ;—সুশিক্ষিত সমাজে নৃত্যের নাম লাস্য কি লীলাতরঙ্গ, অশিক্ষিত সমাজে নৃত্যের নাম লম্ফ ঝম্প কিংবা প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ। কবিতায়ও এইরূপ। সুশিক্ষিতেরা যেমন কবিতার আদর করেন, তাহাতে কল্পনার বৈচিত্র্য থাকে, অথচ কলঙ্কের পঙ্ক দৃষ্ট হয় না ;—অলঙ্কার ও রস-মাধুরীর প্রাচুর্য্য থাকে, অথচ সে অলঙ্কার চক্ষুতে কণ্টকবৎ বিদ্ধ হয় না, সে রস আত্মাকে আবিল করে না। পক্ষান্তরে, গ্রাম্য-রুচিবিশিষ্ট অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অথবা নগরের অপশিক্ষিত অহম্মুখ যুবজনেরা যে কবিতা লইয়া প্রমত্ত হন, তাহাতে কল্পনা না থাকুক, কর্দ্দম থাকে, এবং রস ও অলঙ্কার না থাকুক, অতিকদর্য্য ঝাল ও ঝঙ্কার থাকে। কর্ণাটরাজমহিষী এইরূপ কবিদিগকে কপি বলিয়াছিলেন। বঙ্গে ইহাদিগকে কেহ কবিওয়ালা বলে, এবং কেহ কবিকুলের কীর্ত্তিকণ্টক কিংবা কবিকুঞ্জের কাক বলে।

এই স্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি শিক্ষার এতই মাহাত্ম্য থাকিবে তবে যাহারা সুশিক্ষিত বলিয়া লোকের নিকট পয়িচয় দিয়া থাকেন, তাহাদিগের রুচিও অনেক সময় নিতান্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় কেন? তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, জ্বলন্তবহ্নিরূপিণী জনকনন্দিনীর পবিত্রকাহিনী শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া কোন কুল-কলঙ্কিনীর কুৎসিত জীবনচরিত শুনিবার জন্য অধীর হন; কোমট্ ও মিল্ প্রভৃতি মহামনস্বীদিগের গভীরচিন্তাপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলীকে ভস্মস্তূপ বিবেচনায় একদিকে সরাইয়া রাখিয়া কতকগুলি অর্থশূন্য অকর্ম্মণ্য পুস্তক দিয়া সেই স্থান পূরণ করেন; এবং বাল্মীকি, ভবভূতি ও মিল্টন প্রভৃতি সাক্ষাৎ দেবোপম স্বর্গীয় কবিদিগের কাব্য-কলাপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রির দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, গুণমণির গুপ্তকথা অথবা ঐরূপ আর কিছু অস্পৃশ্য বস্তু লইয়াই অনিমেষলোচনে উপবিষ্ট থাকেন। এই রুচিবিকারের কারণ কি? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর,—শিক্ষার অপূর্ণতা। যদি তাহা না মান, ইহার দ্বিতীয় উত্তর,—মানসিক শক্তির অপকৃষ্টতা। যদি তাহাতেও তৃপ্ত না হও, তবে ইহার তৃতীয় এবং শেষ উত্তর,—প্রবৃত্তি-বিশেষের অপ্রশংসনীয় ও অনিষ্ট জনক প্রবলতা। প্রবৃত্তির পঙ্কিল স্রোত যখন খরধারে প্রবাহিত হয়, তখন শিক্ষা, শক্তি ও সুরুচি সমস্তই জোয়ারের জলধারার মুখে বালুর রেখার ন্যায় একবারে বিধৌত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মনুষ্যের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়বিধ প্রবৃত্তিই রুচির উপর কর্ত্তৃত্ব করে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, স্ববিষয়ের অনুসরণ করা মনোবৃত্তি মাত্রেরই নৈসর্গিক ধর্ম্ম। যাহাদিগের স্নেহ মমতা ও দয়াবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবলা, তাঁহারা করুণ রসের কাব্য পড়িতেই ভালবাসেন এবং যে সকল দুঃখের কথায় দয়া উত্তেজিত হয়, তাহা পাঠ কি শ্রবণ করিয়া অজস্র অশ্রুমোচন করেন। তাঁহাদিগের নিকট পতিবিয়োগ-বিধুরা, ব্যাধ-ভয়-বিকলা, বনচারিণী দময়ন্তীর বিলাপ, দেসদিমোনার * মৃত্যুকালীন খেদ, পিঞ্জররুদ্ধা রেবেকার † স্তম্ভিতমনস্তাপ, পতিগতপ্রাণা সূর্য্যমুখীর শোকরুদ্ধ সুকোমলকণ্ঠ যেরূপ হৃদ্য ও মনোহর; গুলেবকোয়ালীর গুপ্ত-পুষ্পকাননে গুপ্তপ্রেমালাপ, লায়লা ও মজনুর প্রেমঘটিত চতুরতা এবং আরব্য উপন্যাসের প্রণয়-কলহ, কখনই তেমন বোধ হয়

---

* সেক্ষপীর প্রণীত ওথেলো নামক নাটকের নায়িকা। জীবনের পরিণাম ফলে ভয়ানক পার্থক্য থাকিলেও, দেসদিমোনার সহিত শকুন্তলার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই পতিনিগৃহীতা, অথচ উভয়েই পতি-ভক্তি ও পবিত্রপ্রীতির আদর্শরূপা।

† রেবেকা—স্কট্‌লণ্ড দেশীয় সুপরিচিত কবি স্যার ওয়াল্টার স্কটের আইভান্‌হো নামক বিখ্যাত উপন্যাস-কাব্যের প্রধান নায়িকা। রেবেকার চরিত্রের পর-গুণানুরাগিণী প্রীতির চিরস্পৃহণীয় কোমলতা এবং চিরশুদ্ধ-চারিণী সতীর বজ্রকঠোর ভয়ঙ্কর দৃঢ়তা বিচিত্ররূপে মিশ্রিত। রেবেকা অপরিণীতা প্রেমিকাদিগের মধ্যে সীতা কিংবা সাবিত্রী। অগ্নির জলন্ত জিহ্বাও রেবেকার কুসুম-কোমল পাষাণ-কঠিন চিত্তকে প্রীতি ও পবিত্র-তার পূজার্হ ব্রত হইতে রেখামাত্র পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই।

না। সেইরূপ যাঁহাদিগের দয়া দুর্ব্বল, ধর্ম্মবুদ্ধি নিস্তেজ, শোভানুভাবকতা হীনপ্রভ, এবং অপরাপর উচ্চতর বৃত্তি অর্দ্ধ-বিকসিত, অথচ ভোগলালসাদি নিকৃষ্টবৃত্তি নিতান্ত বলবতী, তাঁহারা রোমের রাজলীলা, কিংবা লুক্রিশিয়ার * বিড়ম্বনা, ডন জুয়ানের † অপকীর্ত্তি, কিংবা চতুর্থ জর্জ্জের চরিত্র-বর্ণন পাঠ করিয়া যেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন, আর কিছুতে তাহা প্রাপ্ত হন না। যে দেশে যে সময়ে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নিতান্ত অধিক হয়, সে দেশে সেই সময়ে কুৎসিত কাব্যাদির সংখ্যা সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ বাড়িয়া পড়ে,—কুরুচি সংক্রামক রোগের ন্যায় গৃহে কিরূপ পরিব্যাপ্ত হয়, এবং সৎকবি ও সুলেখকবর্গ কিরূপ হতাদর হইয়া অন্ধকারে লুক্কায়িত রহেন, তাহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশের সামাজিক ইতিহাস পাঠেই আনায়াসে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

---

* লুক্রিশিয়া—রোমীয় ভদ্র মহিলা। ইঁহার ধর্ম্মনাশই টার্কুইনবংশীয় রোমক রাজাদিগের রাজ্যনাশের ইতিহাস।

† ডন জুয়ান—বিখ্যাত কবি বায়রণের এই নামনির্দ্দিষ্ট একখানি অপাঠ্য ও অপখ্যাত কাব্যের নায়ক।

প্রদাহি সুখ ও প্রশান্ত সুখ

সুখ কখনও মনুষ্যকে পোড়ায় কি? হাঁ, সুখেও পোড়া আছে,: সুখও উহার অবস্থাবিশেষে, মনুষ্যকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পোড়াইয়া থাকে। যে প্রকার আপাত-মধুর পরিণাম-ভয়ঙ্কর প্রলোভক সুখ মনুষ্যের প্রাণটাকে, পোড়াইয়া পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করে, তাহারই নাম প্রদাহি সুখ। প্রদাহি সুখে পোড়ার ভাগই বেশী। কবি কহিয়াছেন,—

"অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনম্।"

অর্থাৎ—আগুনে দাহিকা আছে, না জানিয়া তাহা,
প্রদীপ শিখায় হায়! পতঙ্গ অবোধ,
ঝাঁপ দিয়া পড়ে,—

জ্বলন্ত দীপশিখা, যেন আপনার রূপের প্রখর প্রভায় প্রতিভাত হইয়া ঝল্ ঝল্ করিতেছে, পতঙ্গের প্রাণে ইহা সহিতেছে না। পতঙ্গ, উহার ক্ষুদ্র প্রাণের জ্বলিত আকুলতায়, সে জ্বালাময় রূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, এবং চক্ষের পলক ফিরিতে না ফিরিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে।

মনুষ্যের প্রাণটাও, কিয়দংশে, ঐ পতঙ্গেরই প্রতিকৃতি নয় কি? মনুষ্য যখন, মুহূর্ত্তস্থায়ী-সুখ-লালসায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, যেন একটা আগুনে যাইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়ে, এবং আত্মপ্রকৃতির সমস্ত উচ্চভাব ও উচ্চতর বৃত্তির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বঞ্চিত হইয়া, সম্মুখস্থ বিপত্তিকেই সুখের সুশোভন মূর্ত্তিজ্ঞানে হৃদয়ের সহিত

আলিঙ্গন করে, বিচারশূন্য পতঙ্গের সহিত তখন তাহার খুব বেশী প্রভেদ ও পার্থক্য থাকে কি ?

কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী সুখের পিপাসায়ই জ্বালা আছে, আর কোন প্রকার সুখে জ্বালা নাই, এমনও নহে। জ্বালা না থাকিলে, মানুষ অনেক স্থলে এবং অনেক সময়ে, অর্থ, বিত্ত, পদ, প্রভুত্ব এবং যশ ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সুখ-সামগ্রীর অতি প্রবল আকাজ্ক্ষায় জ্বলিয়া উঠে কেন ? আর এ সকল সুখের নাম শ্রবণেই উন্মাদিত হইয়া, উঠিয়া যাইয়া, আপনার প্রাণ ও মন এবং মনুষ্যোচিত সম্মান পর্য্যন্ত আহুতি দেয় কি জন্য ?

বস্তুতঃ, এ সংসারে সুখী অনেকে, সুখও অনেক প্রকার। শূকর-সদৃশ বিকট পুরুষ আর জ্ঞানবিজ্ঞানের সূক্ষ্মার্থদর্শী সক্রেটিস্ * উভয়েই সুখের জন্য লালায়িত। কেহ অহোরাত্র পরিশ্রমের পর, আপনার কষ্টার্জ্জিত অর্থে, দুটি অনাথ শিশুর অন্ন যোগাইয়া, প্রাণে একটু সুখ-শান্তি অনুভব করিতেছেন ; কেহ বা অনাথ বালক, অনাথা বিধবা এবং অসহায় প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া আনিয়া, অভিমানের সন্ধুক্ষণে ক্ষণকাল যার-পর-নাই সুখী হইতেছেন। কেহ, মাননীয় জনের সম্মান রক্ষার্থ, আপনার ধন, মান, এবং পদ ও প্রতিপত্তি পর্য্যন্ত অম্লানচিত্তে বিসর্জ্জন দিয়া আপনার উচ্চতা ও উদারতার পরিচয় দিতেছেন,

* গ্রীস দেশের প্রসিদ্ধ জ্ঞান-গুরু।—মিল্ বলিয়াছেন, "আমি সক্রেতিসের মত দুঃখ-দগ্ধ জীবন যাপন করিব, তথাপি শূকরের মত সুখে দিন কাটাইব না।"

কেহ আবার স্বাভাবিক ঈর্ষ্যার দোষে, অমূলক বিদ্বেষে, অথবা মনের অতি কদর্য্য আক্রোশে, সহস্র-লোক-পূজিত মহামনস্বী মানিলোকের সম্মানের উপর অসুরের মত আক্রমণ করিয়া উল্লাসে ও আমোদের উচ্ছ্বাসে অট্টহাস্য হাসিতেছে। বিভীষণ-গৃহিণী বিমলচরিত্রানুরাগিণী সরমা, সুযোগ পাইলেই অশোক বনে যাইয়া, সীতার সেবাপরিচর্য্যা করিতেন। ইহা অবশ্যই সুখের বাসনায়। আর বিরূপভয়ঙ্করী * রাবণ-কিঙ্করীরা কিবা শীতে, কিবা গ্রীষ্মে, কিবা দিবসে, কিবা নিশীথে, সুযোগে ও দুর্য্যোগে, সকল সময়েই রমণীকুল-শিরোমণিকে ঘেরিয়া বসিয়া রক্তপিপাসু গৃধিনীর মত যে উৎপীড়ন করিত, তাহাও অবশ্য তাহাদিগের মনঃকল্পিত সুখের কামনায়।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, মনুষ্যমাত্রই সুখস্পৃহার অধীন। দাতা সুখের জন্য দান করিতেছে, গ্রহীতাও সুখেরই জন্য হাত পাতিয়া দান লইতেছে। রাজ-রাজেশ্বরী রাজপ্রাসাদের উচ্চতম আসনে আসীন হইয়া সুখের জন্য মাথায় মুকুট পরিতেছেন ;—রাজপথের কাঙ্গালিনীও তাহার পর্ণকুটীরে বসিয়া, সুখেরই কামনায় পাতালতা দ্বারা ডোঙ্গা বানাইতেছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পানাসক্ত মূর্খ সুখ-পিপাসার দুর্নিবার জ্বালায়, দ্রববহ্নি-রূপিণী মদিরার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ; এবং যেন সমস্ত পৃথি-বীর সর্ব্ববিধ বিলাসযোগ্য মাদকভোগ্যকে একই শ্বাসে ও একই গ্রাসে উদরস্থ করিয়া, আপনার দুষ্পূর বাসনার পরিতৃপ্তির

* ভয়ঙ্করা ও ভয়ঙ্করী উভয় পদই ব্যাকরণসিদ্ধ।

আশায় পাগলের মত উন্মাদিত হইতেছে। আর সর্ব্বজনহিতৈষী ঋষি, আধুনিক তত্ত্বগুরু জ্ঞানগম্ভীর অগাস্ত কোমটির * ন্যায়, অত্যল্প দুগ্ধমাত্র পানে তৃপ্ত হইয়া সুখস্ফূর্ত্তিরই অজ্ঞাত অনুশাসনে, দীন-দুঃখীর দুঃখ-মোচন-চিন্তায় ডুবিয়া রহিতেছেন; অথবা আপনার ভোজ্য অন্নের একভাগ অন্যকে দিয়া, দুইয়ে মিলিয়া, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার রস-স্বাদে সংসারের সকল ভাবনা ভুলিয়া যাইতেছেন।

কিন্তু, যদিও জীবনের স্বাভাবিক স্ফুরণে মনুষ্যমাত্রই সুখের ভিখারী, তথাপি ইহা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, সুখের প্রকৃতি ও পরিণতি একপ্রকার নহে। সূর্য্যের উত্তাপ ও সলিলের সুখস্পর্শ যেমন তরুলতাকে বাড়াইয়া থাকে, সেই রূপ কোন প্রকার সুখ, আত্মায় কেমন এক শক্তি সঞ্চারণ করিয়া, মনুষ্যকে রীতিমত সংবর্দ্ধিত করে। পক্ষান্তরে, কোন প্রকারের সুখ স্বভাবতঃই মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়কে ধীরে ধীরে শোষণ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের পর্য্যায়ে প্রতিনিয়ত কিছু কিছু করিয়া কমায়। কোন সুখ সুবাসিত উদ্যান-সমীর অথবা সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রাণে শীতল অনুভূত

---

* আধুনিক Positivism অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদ-ধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য। ইনি জাতিতে ফরাসী, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানগৌরবে জগন্মান্য। মিল্ এবং স্পেনশারও এক সময়ে ইঁহাকে গুরু বলিয়া পূজা করিয়াছেন। ইনি দিবসে অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধমাত্র পান করিয়া এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত রহিয়া তত্ত্বচিন্তা অথবা গ্রন্থরচনায় উপবিষ্ট রহিতেন।

হয়, এবং উহার স্মৃতিও চিরকাল মনুষ্যকে শান্তি দান করে ;—কোন প্রকারের সুখ আবার উহার প্রথম সমাগমে, প্রাণে কেমন একটা ভয়ঙ্কর মাদকতা জন্মাইয়া, শেষে হৃদয় ও মনের সমস্ত বৃত্তিকে একবারে জড়ীভূত করিয়া রাখে, এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত স্মৃতির সুকোমল তনুতে একটা অনির্ব্বাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত লাগিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্‌টা প্রদাহি আর কোন্‌টা প্রশান্ত, আর কোন্ শ্রেণির সুখ জীবনী শক্তির শোষক ও নাশক, আর কোন্ প্রকারের সুখ সর্ব্বতোভাবে উহার পরিপোষক, তাহা উদাহরণ যোগে বিবরিয়া ও অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়া বলিতে হইবে কি ?

যাহার চক্ষু আছে, সে-ই অগ্নিদগ্ধ তরু দেখিয়াছে। তরুর একার্দ্ধ পুড়িয়া গিয়াছে ; আর এক অর্দ্ধে, জীবনের অতি সামান্যসঞ্চার থাকিলেও, প্রতিদিনই তাহা একটু একটু করিয়া শুকাইয়া যাইতেছে। এ দৃশ্য বড় শোকাবহ। কিন্তু আমার চক্ষে, ইহা হইতেও অধিকতর শোকাবহ, সুখ-দগ্ধ মনুষ্যের মুখশ্রী। উহাতে এখনও সৌন্দর্য্যের লুপ্তপ্রায় চিহ্ন আছে ; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধতা কিংবা সজীবতা নাই। সৌন্দর্য্য যেন পুড়িয়া গিয়াছে। শক্তিরও সামান্য একটু পরিচয় আছে। কিন্তু সে শক্তিও শ্মশান-কাষ্ঠের ন্যায় দগ্ধাবশেষ। দেখিলেই চিত্ত দুঃখে জর্জ্জরিত হয়, এবং “হায় এই কি সুখের শেষ পরিণাম” এই প্রকার চিন্তায় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইতে থাকে।

মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা এ তত্ত্ব ভালরূপে বুঝিয়াছেন, এবং উল্লিখিত উভয়বিধ সুখের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুভব করিতে পারিয়া, অভ্যাসের দ্বারা মনের উপর কিঞ্চিন্মাত্রও আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, প্রদাহি সুখের সংস্পর্শকেও তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া শান্তির জন্য লালায়িত রহেন।

শান্তির অর্থ সুখশূন্যতা নহে। জ্ঞানিরা যাহাকে সাত্ত্বিক জীবন অথবা আত্মপ্রসাদ বলিয়া সর্ব্বদা অনুধ্যান করেন, তাহারই এক নাম শান্তি, আর এক নাম প্রশান্ত সুখ। উহাতে সকল প্রকার সুখ-বাসনারই স্বভাবনিয়মিত স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু বাসনাবিশেষের অস্বাভাবিক আকুলতা নাই। ইহাতে সততই নির্ম্মল আনন্দ এবং সময়বিশেষে নিরাবিল আমোদের মৃদুমধুর লহরী আছে; কিন্তু কোন সময়েই লেলিহান আকাঙ্ক্ষার লক লক জিহ্বাপ্রসার ও অগ্নিময় ঝটিকা নাই। যাঁহারা এইরূপ প্রশান্ত সুখে প্রাণে নিরন্তর শীতল রহেন, তাঁহারা বৃক্ষের ন্যায় ধীর, স্থির, শান্ত, সহিষ্ণু, সর্ব্বজনের আশ্রয়,—সর্ব্বমঙ্গলালয়, অথচ সকলের সম্পর্কেই আত্মতৃপ্ত ও আনন্দপ্রফুল্ল।

ঈশ্বরে ভক্তি

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ যেমন মনুষ্যশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বুদ্ধি, প্রীতি, দয়া এবং ন্যায়পরতা প্রভৃতি মনোবৃত্তি সেইরূপ মনুষ্যের অন্তরাত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। চক্ষু আছে বলিয়া মনুষ্য এ জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং সুন্দর ও কুৎসিত সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়। কর্ণ আছে বলিয়া মনুষ্য উচ্চ ও অনুচ্চ এবং মধুর ও কর্ক শ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শব্দ শুনিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়। এইরূপ আবার বুদ্ধি আছে বলিয়া সে সমস্ত তত্ত্বের কার্য্যকারণ-চিন্তায় প্রবেশপথ পায়, এবং জল বায়ু ও অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া এই জল-স্থলময়ী পৃথিবীর উপর পৃথ্বীশ্বরের ন্যায় আধিপত্য করে।

কিন্তু, বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি এবং প্রীতি ও দয়া প্রভৃতি ভাবাত্মিকা বৃত্তির ন্যায় ভক্তিও মনুষ্যের একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি ; এবং যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে মানবজাতির গুরু-স্থানীয় হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজা পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভক্তি মনুষ্যপ্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি। অন্যান্য মনোবৃত্তি বাহিরের জগৎ লইয়াই ব্যাপৃত রহে, এবং সুখ-সম্পদেই তৃপ্তি লাভ করে। স্নেহ আপনার স্নেহাস্পদ জনকে সুখী করিতে পারিলেই চরিতার্থ। প্রীতিও প্রেমাস্পদ জনের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন ভিন্ন আর কোন দিকে প্রধাবিত হইতে চাহে না। দয়ার একমাত্র কার্য্য

দুঃখীর দুঃখ-মোচন, অথবা, যাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাহার হৃদয়-তর্পণ। ন্যায়পরতা, অবিচার ও কুবিচারের ভিত্তি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, এবং দুর্ব্বলকে দুর্ব্বৃত্ত সবলের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিবার পথ দেখাইয়া, মনুষ্যজগতে ন্যায়ধর্ম্মের পবিত্র সিংহাসন স্থাপন করিতে পারিলেই কৃতার্থমন্য। কিন্তু ভক্তির গতি অন্যপ্রকার। ভক্তি স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধধাবিনী।* উহা স্বভাবের শক্তিতেই মনুষ্যের হৃদয় অলৌকিক ও অনন্ততার এক অপূর্ব্বভাব ধীরে ধীরে বিকসিত করিয়া মনুষ্যকে জগদীশ্বরের দিকে টানিয়া লয়, এবং সংসারের কোন সুখ কখনও যে শান্তি দান করিতে পারে না, সেই অচিন্তিত শান্তিদানে মনুষ্যের প্রাণে কেমন এক প্রকারের আনন্দ জন্মাইয়া তাহাকে মোহিত করিয়া রাখে।

পৃথিবীতেও ভক্তির ক্রিয়াস্থল না আছে, এমন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর বিবিধ সম্বন্ধেই উহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রথমস্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; এবং মনুষ্যমাত্রই সংসারের স্বার্থচিন্তামগ্ন কর্ম্মক্ষেত্রে ভক্তির আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি পুণ্য ক্রিয়া দর্শন করিয়া পুলকে শিহরিয়া উঠে। যথা পিতৃভক্তি ও মাতৃ-

---

* "নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণি চা" পাণিনির এই সূত্রোল্লিখিত গ্রহ্যাদিগণের ধাব্ ধাতুর উল্লেখ নাই। কিন্তু কৃৎতদ্ধিতের গণ-পাঠ সকল ব্যাকরণে একরূপ নহে এবং উহা সংস্কৃত সাহিত্যেও সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষা স্থান বিশেষে উহার সীমা রেখার বাহিরে যাইতে না পারিলে, কখনও উপযুক্ত বিকাশের ক্ষেত্র পাইবে না।

ভক্তি। সাধারণ বৃত্তি কিংবা সাধারণ ন্যায়পরতার চক্ষে পিতামাতা সম্মানার্হ অভিভাবক মাত্র। তাহারা এক সময়ে লালন পালন করিয়া বাড়াইয়াছেন এবং শিক্ষাদান করিয়া সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন; সুতরাং বার্দ্ধক্যের দিনে তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণ বুদ্ধিমান্ পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধি-গর্ব্বিত পুত্র যদি তাঁহাদিগকে প্রয়োজনের অনুরূপ অন্নবস্ত্র যোগাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই সে চিত্তে তৃপ্তি রহিতে পারে। কিন্তু সেই 'দীন-হীন' পিতা ও 'দীন-দুঃখিনী' মাতা ভক্তির চক্ষে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতার মত। ভক্তিমান্ পুত্র, তাঁহাদিগকে দর্শন মাত্রই, প্রাণের গভীর প্রদেশে ভক্তির সুধাসিক্ত কৃতজ্ঞতার আবেশে আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাদিগের পায়ে লুটাইয়া পড়ে এবং তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য, পৃথিবীর সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিতেও চিত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকে।

ভারতবর্ষের হিন্দু যাহার নামমাত্র উচ্চারণে নয়ন জলে আপ্লুত হয়, সেই সর্ব্বজন-প্রিয়, সর্ব্বজন-হিতৈষী লোকাভিরাম রাম, পিতৃসত্য পালন অথবা বৃদ্ধ পিতাকে প্রতিজ্ঞার পাশ হইতে মুক্ত করিবার অভিলাষে, ভারত-সাম্রাজ্যের স্বর্ণ-সিংহাসন তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং যৌবনে জটাচীর ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষকাল দাক্ষিণাত্যের বনে বনে, কুটীরবাসীর দুঃখময় জীবনে সন্তৃপ্ত ছিলেন। এখনকার দিনেও, পৃথিবীর নানাস্থানে নানা শ্রেণীর বিখ্যাত মহাত্মারা পিতৃভক্তির কিংবা মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম

আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন ; এবং মনুষ্য যাহাদিগকে চিনে না, জানে না,—জানিবার জন্য ভুলিয়াও কখনও যত্ন করে না, তাদৃশ ক্লিষ্টজীবী কাঙ্গালের মধ্যেও অনেকে, শুধু ভক্তিরই প্রণোদনে, পিতৃসেবা অথবা মাতৃসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া মনুষ্যজাতির প্রতি মনুষ্যের প্রীতি ও শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইতেছে।

যেমন পিতা মাতা, তেমনই অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শিক্ষাদাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা, এবং রাজ্যের রাজা ও রাজ্যরক্ষার গুরুভার-প্রাপ্ত কর্ত্তব্যনিরত রাজপুরুষেরা মনুষ্যের ভক্তিভাজন। রাম যেমন পিতৃভক্তির চরম শিখরে পঁহুছিয়া আপনার চরিত্রমাধুর্য্যে মানবজগতের পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছেন, রামানুজ ভরতও সেইরূপ ভ্রাতৃভক্তির অলোকসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মহাকাব্যে অর্চ্চিত হইয়াছেন। ভরত ক্রূরমতি কৈকেয়ীর কৌশলে রাম-পরিত্যক্ত রাজ্যসাম্রাজ্য ও রাজসিংহাসনেরঃ অধিকারী হইয়াও, শুধু ভ্রাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসে ও মনুষ্য সমাজের মঙ্গল-অভিলাষে, একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসরকাল কিরূপ অভাবনীয় তপোব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিতে চাও ত পৃথিবীর আদি কবি, প্রতিভার প্রফুল্ল বিগ্রহ, পুণ্যশ্লোক বাল্মীকির অযোধ্যাকাণ্ড পাঠ কর। বাল্মীকির সে বর্ণনা সাহিত্যসংসারে অতুল। উহা পড়িবার সময়ে অন্তঃসারশূন্য ভক্তিহীন মূঢ়ের প্রাণও মুহূর্ত্তের তরে অভিভূত হয়।

পার্থিব সম্পর্কনিষ্ঠা ভক্তির এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ

দেওয়া যাইতে পারে। পতিপ্রাণা সতী, পতিভক্তির উত্তেজনায়, সস্মিতবদনে জ্বলন্ত হুতাশনে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন। শিষ্য, গুরুর পদসেবন বাসনায়, সাংসারিক সুখের সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তপস্বীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। গুণানুরক্ত আশ্রিতভক্ত, ওয়াশিংটন * লুই কিংবা লিন্‌কনের মত আশ্রয়দাতা রাজ-পুরুষকে, ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার আক্রমণ অথবা বিদ্বেষের বিষ-দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আপনার দেহ-প্রাণ ঢাকিয়া রাখিতে প্রহরীর মত অহোরাত্র সতর্ক রহিয়াছেন। ভক্তির এ সকল মধুমাখা ও মনোহারিণী কাহিনী মনুষ্যের ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়াই ভাষার এত গৌরব, এবং কাব্যের নাম কাব্য ও মনুষ্যের নাম মনুষ্য। কিন্তু তথাপি ইহা উদ্বেল হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বরভক্তি আর এক পদার্থ। উহা মনুষ্য-ভক্তি হইতে প্রকৃতি

* এখানে ফরাসী দেশের শান্তিশীল রাজা ষোড়শ লুইর কথা কহিতেছে। ষোড়শ লুই ঋষিতাপসের ন্যায় সাধু ও সংযত এবং যুধিষ্ঠিরের মত প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তথাপি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পাপের ফলে, তাঁহার সময়েই পৃথ্বীবিশ্রুত ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লব প্রকটিত হয় এবং লুই প্রাণে নষ্ট হন। তাঁহার ভক্তদিগের মধ্যে কত লোক তাঁহার প্রাণরক্ষার্থ নিজের আহুতি দিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট মহামতি লিন্‌কন্ পৃথ্বীপাল পুরুষদিগের শিক্ষা স্থানীয়। তিনি বহু কোটী দাসত্ব শৃঙ্খল-বদ্ধ নরনারীর মুক্তিবিধান করিয়া আততায়ীর নিদারুণ আঘাতে তনুত্যাগ করেন।

ও গতি উভয়তঃই পৃথক্। উচ্চতায় উহা হিমাদ্রির উচ্চতম শিখর হইতেও উচ্চতর, গভীরতায় অতলান্ত সাগর হইতেও অধিকতর গভীর ;—উহা কুসুমের ন্যায় কোমল, পাষাণের ন্যায় কঠিন, এবং পবিত্রতায় উহা প্রভাত সূর্য্যের রশ্মিরেখার উপমা-স্থল। উহার বিস্তার অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যব্যাপী। উহার আরাধনার ধন—

অনন্ত দেব

ঈশ্বরভক্তি কিয়দংশে জ্ঞানাত্মক, কিয়দংশে ভাবাত্মক। ঘরের কোন এক স্থলে একটী গোলাপ ফুল লুক্কায়িত রহিয়াছে। যাহারা সেই ঘরে অবস্থিত, তাহারা ফুলটি চক্ষে দেখে না, অথচ উহার সুরভি ঘ্রাণে একটুকু আমোদ ও একটুকু সুখ অনুভব করে। অনেকে নিদাঘ সন্ধ্যায় নদীর তটে উপবিষ্ট হইয়া মৃদুবাহি মলয়-সমীর-সেবনে শীতল হয়। সমীর এত মৃদু বহিতেছে যে, গাছের পাতাটিও নড়ে না, এবং নদীর জলে সামান্য একটি লহরীও লক্ষিত হয় না। তথাপি উহা দেহে অনুভূত হইয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ জন্মায়। ভক্তিকে যে জ্ঞানাত্মিকা বলিয়াছি, তাহাও এইরূপ অর্থে। উহা ভাবময়ী হইয়াও কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভূতি অথবা পশুপক্ষীর সহজ সংস্কারের মত। মধুমক্ষিকা জ্যামিতির কোন তত্ত্ব জানে না, অথচ মধুচক্র-রচনায় জ্যামিতির আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য অথবা অশিক্ষিত

মনুষ্যও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন সংবাদ রাখে না, অথচ ভক্তির স্বাভাবিক সংস্কারেই সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে। এই হেতুই মনুষ্যজাতি পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল সময়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-ভক্ত। সূর্য্য যখন রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করিয়া উষার অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, তখন, পৃথিবীর অনন্তকোটি হৃদয় অসংখ্য ভাষায় ও অসংখ্যেয় ভাবে ঈশ্বরের কোন না কোন রূপ আরাধনায় ব্যাপৃত হয়; এবং সেই সূর্য্য যখন সায়ং সময়ে, পশ্চিম গগনের প্রান্ত রেখায়, মেঘমালার মোহন পটে চিত্রবিচিত্র বর্ণশোভা প্রতিভাত করিয়া, ধীরে ধীরে, অন্ধকারে মিশিয়া যায়, তখনও আবার পৃথিবীর অনন্ত কণ্ঠ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণে আত্মায় কৃতার্থতা অনুভব করে।

মনুষ্যের মধ্যে কেহই একবারে ভক্তিশূন্য নহে। আত্মায় ভক্তির লেশমাত্র নাই, এমন হতভাগ্য মনুষ্য সংসারে অতি অল্প। মস্তকহীন মনুষ্য যেমন কবিকল্পনায় কবন্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ভক্তির সম্পর্কমাত্রশূন্য মনুষ্যও সেই হিসাবে আর এক প্রকার কবন্ধ। তাহার বিদ্যায় ধিক্, বুদ্ধিতে ধিক্, শিক্ষায় ধিক্, সম্পদে ধিক্, তাহার মনুষ্য নামে ধিক্। কেননা সে সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও মনুষ্যত্বের সর্ব্বপ্রধান অধিকারে বঞ্চিত।

কীট পতঙ্গের ঈশ্বর জ্ঞান নাই। উহারা সমস্ত দিন আহারের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কে উহাদিগকে আহার যোগায়,—কাহার প্রসাদাৎ উহারা প্রকৃতির অসীম ভাণ্ডারে সর্ব্বত্রই আহার্য্য পাইয়া দেহপ্রাণে পুষ্ট রহে, তাঁহাকে উহারা জানে না।

ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার ও মহিষ শরীরের সামর্থ্যে বনস্থলীতে নির্ভয়ে বিচরণ করে। কিন্তু কে উহাদিগের শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত ও শক্তি সঞ্চালন করিয়া উহাদিগকে পশুসমুচিত শত সুখে পালন করে, তাঁহাকে উহারা জানিবার জন্য ব্যাকুল হয় না। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা শুধু মনুষ্যহৃদয়েরই নিসর্গসিদ্ধ সম্পদ্। কারণ, মনুষ্য ভক্তিমান্ জীব। মনুষ্য তাহার বুদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতেই হৃদয়-নিহিত ভক্তির স্ফুরণে আপনার সৃষ্টিকর্ত্তার অনুসন্ধানে একটুকু একটুকু আকুলতা অনুভব করে; এবং ক্ষুধা যেমন তাহাকে খাদ্যের অন্বেষণে প্রেরণা দেয়, তৃষ্ণা যেমন তাহাকে জলের অন্বেষণে প্রবর্ত্তিত করে, ভক্তিও সেইরূপ তাহার প্রাণের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত জ্বালা জন্মাইয়া তাহাকে ঈশ্বর-জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে রহে। যদি মনুষ্য পিতামাতার অথবা আপনার কর্ম্ম দোষে সেই ভক্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া কীট-পতঙ্গ অথবা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মত নীচ শ্রেণীর জীবন যাপনে পরিতৃপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় নহে কি?

কিন্তু সেই ভক্তি অথবা ভগবৎ পিপাসা সকলের হৃদয়ে ও সকল সময়ে এক ভাবে অঙ্কুরিত হয় না। অগ্নি যেমন তৃণ লতা কাষ্ঠ প্রস্তর এবং লৌহ প্রভৃতি বিবিধ বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া আপনার শক্তি ও সমুজ্জ্বল শোভায় সকলের চক্ষে প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরভক্তিও সেইরূপ, ভয়, বিস্ময়, ভালবাসা অনুতাপ, আত্মবোধ এবং সুখ-দুঃখের আতিশয্য প্রভৃতি নানা প্রকার ভাবের

অভ্যন্তর হইতে উদ্ভূত হইয়া, আপনার শক্তিসমুজ্জ্বলতায় মনুষ্যের হৃদয়-মন আকর্ষণ করে। অগ্নি অনেক স্থলে, আগে ধূমরাশিতে আবৃত রহিয়া, শেষে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়; ভক্তিও অনেকস্থলে, আগে জ্ঞানের অভাব অথবা অনুপযুক্ত বিকাশে ভ্রমরাশিত আচ্ছাদিত রহিয়া, শেষে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল কান্তিতে পরিস্ফুট হয়। তবে এই প্রভেদ, অগ্নি উহার অতিমাত্র বিশুদ্ধ অবস্থায়ও অপপ্রযুক্ত হওয়ার অবকাশ পাইলে মনুষ্যের দেহ-গেহ, গ্রাম-নগর পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করে; বিশুদ্ধ ভক্তি কোন সময়েও অপপ্রযুক্ত হয় না, এবং উহা যখন অজ্ঞান-জনিত ধূমের আবরণ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিকার বিদ্বেষ অথবা রোষ-তোষের গ্রাম হইতে উঠিয়া, ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, তখন উহা কাহাকেও পোড়ায় না;—কাহারও প্রাণে সামান্য একটু দাহ জন্মাইতে সমর্থ হয় না। উহা তখন অমৃতের ন্যায় আনন্দপ্রদ, জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল। যাহারা পাপের জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছে, অথবা পাপকুষ্ঠগ্রস্ত বলিয়া সামাজিক পঙক্তির বহির্ভূত হইয়াছে, তাহারাও তখন উহার স্পর্শলাভে প্রাণে দৈবশক্তির সঞ্চার অনুভব করিয়া পবিত্র হয়; এবং যাহাদিগের জিহ্বায় জীবনের কোন অবস্থায়ও জগদীশ্বরের নাম উচ্চারিত হইত না, তাহারাও ভক্তির আবেগবিহ্বলতায় পুনঃ পুনঃ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া নয়ন-জলে ভাসিতে থাকে।

অভিমান-বিকৃত, ক্রোধ-কলুষিত এবং মোহান্ধ মনুষ্য ভক্তির নামেও মনুষ্যসমাজের উপর পিশাচ ও অসুরের মত কার্য্য করি-

য়াছে,—পরের সুখ-সম্পদ্, সম্মান ও ধর্ম্ম পদ-তলে নিষ্পেষণ করিয়া পিশাচ ও অসুরের মত খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতেছে, কিন্তু প্রকৃত বিচারে উহা ভক্তি নহে,—ভক্তির অতি ঘৃণার্হ, অতি বড় ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনা। পূর্ব্বে কহিয়াছি ভক্তি মানব-প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তি। প্রীতি, স্নেহ, দয়া ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি সমস্ত জগন্মঙ্গলা মনোবৃত্তি ভক্তির অনুগামিনী। উহাদিগের প্রত্যেকটি ভক্তির পুষ্টিসম্পাদন করে। ভাগীরথী যেমন মৃদু-কল মধুরধ্বনিতে হর-জটা হইতে প্রবাহিত হইয়া এবং পথে পথে যমুনা ও সরস্বতী প্রভৃতি অসংখ্য স্রোতস্বিনীর জল ভারে পুষ্টি-লাভ করিয়া সাগরে যাইয়া আপনাকে ঢালিয়া দেয়; ভক্তিও সেইরূপ, মনুষ্যের হৃদয় কন্দর হইতে দেবশ্রুতিযোগ্য অস্ফুট-মধুর প্রার্থনার শব্দে নিঃসৃত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় এবং আপনার গতিপথে প্রীতি, শ্রদ্ধা, দয়া, কৃতজ্ঞতা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি বিবিধ পবিত্রভাবের সুখ-সম্মিলনে শক্তি ও বিস্তার লাভ করিয়া অনন্ত দেবের অনন্ত প্রেমসাগরে ঢলিয়া পড়ে! সৌভাগ্য তাহাদিগের, যাহারা জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই পবিত্র দেহে—পবিত্র হৃদয়ে অশেষ যত্নে ভক্তির অনুশীলন করে এবং ভক্তির আরাধনাকে জীবনের নিত্য ব্রত করিয়া লয়। তাহাদিগের অস্তিত্ব মানব-সমাজের পক্ষে ধারাবাহী আশীর্ব্বাদ স্বরূপ।

সম্পূর্ণ

প্রভাত-চিন্তা *

সম্বন্ধে

স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কবিতা।

(তদীয় "চিন্তাকুসুম" নামক কাব্যপুস্তক হইতে উদ্ধৃত)

(১)

সাহিত্য-কাননে কি ফল ফলিল আজি
কল্পনার গাছে
সুগন্ধে সুরূপে ঢাকা, আস্বাদে অমৃত মাখা
অতুল এ ফল এর তুলনা কি আছে ?
কে হেন শকতি ধরে, কে কোথা আনিতে পারে
কল্পতরু-জাত ফল এ ফলের কাছে ?

(২)

কল্পনার সীমা নাই কে বলিতে পারে ?
মূঢ় সে, যে বলে।
এই চিন্তা অতিক্রমি কীর্ত্তিমান্ পরিশ্রমী
কে কোথা যাইতে পারে স্বর্গে রসাতলে ?
মনের অনন্ত গতি, অনন্ত অখিল-প্রতি
পৃথিবীতে চিন্তাশীল মানব সকলে।

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ কৃত "প্রভাত-চিন্তা" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে।

(৩)

চিন্তার সাগরে বঙ্গে একি দেখি আজ ?
নূতন লহরী।
তরঙ্গে তরঙ্গে মন নাচিতেছে অনুক্ষণ
ঘাত প্রতিঘাত হয়ে দিবা বিভাবরী।
এ কিরে অপূর্ব্ব কথা, কোথা মন,—চিন্তা কোথা ?
অনন্ত চিন্তার স্রোত স্বর্গের উপরি।

(৪)

দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষা বলে কোন্ জন,
যেখানে এ রত্ন আছে, কোথা লাগে তার কাছে
কুবেরের ধনাগার—অতুল ধরায় ?
অতুল সে কবিবর, নিরুপম চিত্রকর
চিত্রিত 'নীরব কবি' যার তুলিকায়।

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা